অনীক মাহমুদ-প্রাসঙ্গিকী

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
ড. গীতিময় রায়

দ্বিতীয় সংস্করণ : ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮

প্রথম প্রকাশ : ২১শে নভেম্বর ২০১২

প্রকাশক : কাহ্নপা সাহিত্যচক্র
১৪৬ শহীদুল্লাহ কলাভবন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদ : সুভাষচন্দ্র সূতার
গ্রেটার রোড, রাজশাহী

পরিবেশক : সুচয়নী পাবলিশার্স
৩৮/২-ক, বাংলা বাজার, ঢাকা

মূল্য : ষাট টাকা মাত্র

কাহ্নপা সাহিত্যচক্র

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রসঙ্গে

‘অনীক মাহমুদ-প্রাসঙ্গিকী’ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। লেখকের নানাবিধ তথ্য উপাত্তের সম্যক প্রয়োজন মেটাবার প্রয়াস থেকেই এ ধরনের প্রচেষ্টা। ইতোমধ্যে কবি অনীক মাহমুদ এর গ্রন্থাবলি খণ্ডাকারে প্রকাশ লাভ শুরু করেছে এবং এগারোটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তিকাটি অনুরাগীদের কাজে লাগলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো।

২১শে ফেব্রুয়ারি
২০১৮

ড. গীতিময় রায়

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রসঙ্গত

‘সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ’ভুক্ত আমার “অনীক মাহমুদের জীবন, কর্ম ও সাহিত্যলোক : একটি সংক্ষিপ্ত পরিলেখ” লেখাটির পরিবর্ধিত পুস্তিকারূপ ‘অনীক মাহমুদ-প্রাসঙ্গিকী’। কবি অনীক মাহমুদ-অনুরাগী ও সাহিত্যের গবেষকদের কর্মপ্রাণনায় এটি কোন কাজে লাগলে খুশি হবো।

২০শে নভেম্বর, ২০১২

গীতিময় রায়

অনীক মাহমুদের জীবন, কর্ম ও সাহিত্যলোক :
একটি সংক্ষিপ্ত পরিলেখ

মানুষ পরিবেশের সন্তান। পরিবেশ সহনীয়। বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অনুকূল। প্রতিবেশ অসহনীয়। বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রতিকূল। কোন কোন মানুষ পরিবেশ নয়, রীতিমতো প্রতিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে আদর্শিক অভিযাত্রার সাফল্য লাভ করেন। নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে স্থাপন করেন দৃষ্টান্ত। অনীক মাহমুদ এরূপ একটি তেজস্বী দৃষ্টান্তের নাম। জন্মেছিলেন আজ পাড়াগাঁয়। শৈশবে হয়েছেন পিতৃহীন। গ্রামের স্কুলে নিয়েছেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ। সেখান থেকেই শিক্ষা বোর্ডে মেধা তালিকায় বাণিজ্যে চতুর্থ স্থান করে নিয়েছেন। স্কুলটির ক্ষেত্রে এটিই ছিলো সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ শিক্ষাবোর্ডে মেধা তালিকায় স্থান লাভের কৃতিত্ব। তারপর স্থানান্তরিত হয়েছেন নগর জীবনে। নগরের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পড়তে এসেও দেখেছেন অকর্ষিত ভূমি। এখানেও তিনি সর্বপ্রথম এবং এ পর্যন্ত সর্বশেষ সম্মান শ্রেণির মেধা তালিকায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছেন। তাঁর আগে একজন সম্মানে প্রথম শ্রেণি লাভ করেছিলেন কলেজ থেকে। বলা বাহুল্য অনীক মাহমুদের জীবনসাধনা তাঁর চলার পথের সকল কণ্টক মাড়িয়ে সকল চড়াই উৎরাই পার হয়ে এগিয়ে চলার সহায়ক হয়েছিলো। সুনামধন্য ছাত্র, খ্যাতিমান অধ্যাপক, যশস্বী কবি-সাহিত্যশিল্পী হিসেবে তাঁর অর্জন আমাদের আশান্বিত ও মুগ্ধ করে।

জন্ম ও পরিবারসূত্র

রাজশাহী শহর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত মচমইল ও আবদুল তেঘরিয়া দু'টি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রাম দু'টি বাগমারা থানা ও শুভডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের অধীন। অনীক মাহমুদ মচমইল গ্রামে ১৯৫৮ সালের ২১শে নভেম্বর মোতাবেক বাংলা ১৩৬৫ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। এটি তাঁর মাতামহের গ্রাম। তাঁর পিতৃনিবাস পাশের গ্রাম আবদুল তেঘরিয়ায়। তাঁর পিতার নাম মরহুম খন্দকার মজিবর রহমান ও মাতার নাম মানজা বেগম। পিতামহ হাজী মেহের আলী খন্দকার ও প্রপিতামহ আলিমউদ্দিন খন্দকার। পারিবারিক সূত্রে জানা যায় আলিমউদ্দিন খন্দকারের পূর্বপুরুষ আবদুল খন্দকার ২২ বিঘা নিষ্কর সম্পত্তি লাভ করে ব্রিটিশপূর্বযুগে সর্বপ্রথম এ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর নাম অনুসারে গ্রামের নাম হয় আবদুল তেঘরিয়া। তাঁর মাতামহের নাম গুলমুহম্মদ দেওয়ান ও মাতামহী তিলননেছা এবং প্রমাতামহ অমৃত দেওয়ান। অনীক মাহমুদের পিতৃদত্ত নাম খন্দকার ফরহাদ হোসেন। ১৯৭৭ সাল থেকে তিনি অনীক মাহমুদ এই লেখকনামে লেখালেখি করে আসছেন। ১৯৯৪ সালে লেখকনাম সংক্রান্ত একটি এফিডেভিট তিনি সম্পাদন করেছেন। সহোদর সাত ভাইবোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। দাদা ও পিতার জীবিকায় জমিনির্ভর আর্থনীতিক ব্যবস্থা সংযুক্ত থাকলেও তাঁরা গুরুগিরি পেশায় অভিষিক্ত ছিলেন। পারিবারিক প্রচ্ছায়ায় আরবি-ফারসি শিক্ষাকে সর্বোতভাবে গুরুত্ব দেয়া হতো। এতো কিছুর মধ্যে পিতা অভিনয়কার্যে পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেন। এতদ বিষয়ে সাধারণ্যে তাঁর সুখ্যাতি ছিল।

শিক্ষাজীবন

অনীক মাহমুদের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় বাবার কাছে। তারপর নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মচমইল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে তাঁর শৈশব-কৈশোরের শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। মচমইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তিনি অধ্যয়ন করেন। এরপর ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায়ে মচমইল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। এ সময় তিনি নাটক-অভিনয়-বিতর্কানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর অভিনীত নাটকগুলোর মধ্যে 'নতুন ঊষা', 'সাত ভাই চম্পা', 'একটি পয়সা দাও' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মচমইল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করে তিনি এসএসসি পাস করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর পূর্বে এবং পরেও এই বিদ্যালয়ের আর কোন শিক্ষার্থী এরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে সৈয়দ আলী ও হাইস্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে প্রধান শিক্ষক এস. এম. আসাদুল্লাহ, সহকারী শিক্ষক নূরুল ইসলাম শিক্ষা-সংস্কৃতি অনুরাগী ছিলেন। তাঁর শিক্ষক ও প্রতিবেশী এক মামার সাহিত্যানুরাগ ও পত্র-পত্রিকা অধ্যয়ন এবং প্রতিবেশী দাদা ইয়াদ আলী পণ্ডিত এর সাহিত্যানুরাগ অনীক মাহমুদের শৈশব-কৈশোরের মানসগঠনে সহায়ক ছিলো। এই পণ্ডিত দাদার কাছে থেকেই তিনি কৈশোরে পুরনো সওগাত, শিশুসওগাত ও মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা অধ্যয়ন করেছেন। মচমইল প্রগতি ক্লাবের পাঠাগারটিও তাঁর গ্রন্থপাঠের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছিলো।

১৯৭৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এসময় এ প্রতিষ্ঠানের সাহিত্যের শিক্ষকদের সাহচর্য তাঁর সাহিত্যবিষয়ে অধ্যয়নের ভিত্তি সুদৃঢ় করে তোলে। রাজশাহী কলেজের তৎকালীন বাংলা বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে স্বর্গীয় অধ্যাপক হাবীবুন নবী, অধ্যাপক মোল্লাহ আহাদ আলী এবং অধ্যাপক গোলাম কবির মোহাম্মদ নূরুল হুদার স্নেহ-সান্নিধ্য তিনি লাভ করেন। এই কলেজ থেকেই অনীক মাহমুদ ১৯৭৮ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৭৮ সালে বাণিজ্য গ্রুপ ছেড়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৮১ সালে অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮২ সালে একইভাবে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে তিনি এম.এ. পাস করেন। ১৯৯২ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের তত্ত্বাবধানে 'বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান' শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে তিনি এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৪ সালে প্রফেসর মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়ার তত্ত্বাবধানে 'আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা (১৯২০-১৯৪৭)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। বাংলা বিভাগে প্রথাগত অধ্যয়ন ছাড়াও কবি আতাউর রহমান, কবি আবুবকর সিদ্দিক, কবি আসাদুজ্জামান, কবি জুলফিকার মতিন প্রমুখ শিক্ষকের সাহচর্য তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রভূমি পুষ্ট করে। অনীক মাহমুদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ে

অধ্যয়নের জন্য তাঁর প্রয়াত শিক্ষক ড. আসাদুজ্জামানের কাছে যথেষ্ট ঋণী বলে মনে করেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় বাণিজ্য গ্রুপ ছেড়ে বাংলায় পড়তে আসেন (দ্র : এ.বি.এম. কামাল উদ্দিন শামীম: "ব্যতিক্রম একজন শিক্ষার্থীর প্রতিকৃতি" দৈনিক বার্তা, ২২শে মে ১৯৮৫)। তাছাড়া একাডেমিক শিক্ষার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁর শিক্ষক প্রফেসর আবদুল খালেক, প্রফেসর মুহম্মদ আবুল ফজল, অধ্যাপক এস.এম. আবদুল লতিফ, অধ্যাপক মো. আলতাফ হোসেন প্রমুখ।

চাকুরিজীবন :

এম.এ. পরীক্ষার গবেষণাপত্র ('রবীন্দ্র-ছোটগল্পে চরিত্রচিত্রণ') বিভাগে জমা দিয়ে ১৯৮৫ সালের ১লা মার্চ অনীক মাহমুদ 'নিজেরা করি' নামক একটি বেসরকারি সংস্থায় 'কর্মসূচী সংগঠক' পদে যোগদান করেন। একই সঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী মাসুমা খানমও এই সংস্থায় যোগদান করেন। এই সংস্থার কর্ণধার ছিলেন বিশিষ্ট এন.জি.ও. ব্যক্তিত্ব খুশি কবির। তখন নিজেরা করির অফিস ছিল সড়ক ৪/এ, বাড়ি ৪০/এ, ধানমণ্ডি, ঢাকা। ২১শে জানুয়ারি ১৯৮৫ একটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে তিনি এই সংস্থায় নিয়োগ পান। বেতন সর্বসাকুল্যে ১০৫০/- টাকা। ২রা মার্চ ওরিয়েনটেশন কোর্সে ২ মাসের জন্য তাঁকে ময়মনসিংহের তারাকান্দা পাঠানো হয়। এ সময় গ্রাম-গ্রামান্তর ঘুরে ঘুরে প্রান্তিক মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে অবহিত হন। সংস্থার সূত্রে তিনি ময়মনসিংহের ফুলপুর, শেরপুরের নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাঁতী এবং গারো পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে বেড়ান। এরপর বগুড়ার নুনগোলা হয়ে নাটোরের বাগাতিপাড়ায় তার স্থায়ী অবস্থান হয়। 'নিজেরা করি'তে কাজ করতে গিয়ে তিনি লালপুর, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালি, চুয়াডাঙ্গার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনজীবিকার সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন। অতঃপর ১৯৮৬ সালের জুলাই ব্যাচের ছাত্র হিসেবে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম.ফিল. পর্যায়ে গবেষণায় রত হন। ১৯৮৮ সালের ১৪ই জানুয়ারি উক্ত বিভাগে প্রভাষক পদে চাকুরিতে যোগদান করেন। ১৯৯১ সালের ১৪ই জানুয়ারি সহকারী অধ্যাপক, ১৯৯৫ সালের ৫ই অক্টোবর সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০০০ সালের ৩০শে মে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ২০০৬ সালের ১৬ই মে অনীক মাহমুদ বাংলা বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রফেসর পদে উন্নীত হবার আগেই তিনি একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন।

চাকুরিজীবন : শিক্ষাসহায়ক কাজে অংশগ্রহণ

অধ্যাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসহায়ক কাজের নানা পর্যায়ে অনীক মাহমুদ দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনোদন ও শিক্ষা সহায়ক কাজের মধ্যে শ্রেণিভিত্তিক বনভোজন ও শিক্ষাসফর উল্লেখযোগ্য। ১৯৯০ সালে (৩রা মে থেকে ১৬ই মে) এম.এ. শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী, বিশ্বভারতী, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়সহ দার্জিলিং সফর করেন। এই সফরকারী দলের প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক মো.

আলতাফ হোসেন। এ উপলক্ষে তাঁর উদ্যোগে 'চলতি হাওয়ার পন্থী' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৯৪ সালে দ্বিতীয়বার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দেশের মধ্যে ঢাকা হয়ে সিলেট, হরিপুর, জাফলং, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার সফর করেন। এ সময়ে তাঁর অপর সঙ্গী সহকর্মী ছিলেন প্রফেসর অমৃতলাল বালা। এছাড়া বিভিন্ন বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শিলাইদহ, দিনাজপুরের স্বপ্নপুরী, পাহাড়পুর, সোনা মসজিদ, বাবুডাং, পুঠিয়া, নাটোর প্রভৃতি স্থানে বনভোজনে নেতৃত্ব দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজের নানা পর্যায়ে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। একাডেমিক কাউন্সিল, আই.বি.এস., কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, কলা অনুষদ বাংলা বিভাগের কার্যপরিচালনা প্রক্রিয়ার নানা পর্যায়ে সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। নিম্নে এতদসংক্রান্ত একটি তালিকা প্রদত্ত হল:

১. একাডেমিক কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য-১৯৯৩।

২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ম সমাবর্তন-১৯৯৮ প্রকাশনা, প্রচার ও মুদ্রণ উপকমিটির সদস্য।

৩. গ্রান্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের খণ্ডকালীন শিক্ষক (২০.৫.১৯৯৯ থেকে ১৯.৫.২০০১)।

৪. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ ও প্রকাশনা বোর্ড-এর সদস্য (২৪.১০.২০০০ থেকে পরবর্তী ২ বছরের জন্য)-২০০০।

৫. বাংলাদেশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০০ প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য।

৬. আই.বি.এস.-এর বোর্ড অব স্টাডিজের নির্বাচিত সদস্য, এপ্রিল-২০০১।

৭. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রথম বর্ষ সম্মান ভর্তি পরীক্ষা ২০০০-২০০১- এর শিল্পীনির্বাচক কমিটির সদস্য।

৮. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ-২০০৪।

৯. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক (৫.১২.২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত)।

১০. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সভাপতি ১৬ই মে ২০০৬ থেকে ১৫ই মে ২০০৯।

১১. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা সংসদের সচিব ৫ই জুলাই ২০০৭ থেকে ৩০শে জুন ২০১২।

১২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষ সম্মান ভর্তি কমিটির ২০০৬-এর সদস্য।

১৩. ২০০৬-২০০৭ কলা অনুষদের অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতির অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন কমিটির সদস্য।

১৪. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার ও শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালার উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ২০-৬-২০০৮ থেকে।

১৫. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের TFC এর সদস্য (৩-৩-২০০৯ - ২-৩-২০১০ পর্যন্ত)

১৬. আইবিএস এর TC এর সদস্য (১৮-০৬-২০১০ - ১৭-৬-২০১১ পর্যন্ত)।

১৭. রা.বি. প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১০-এর প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির সদস্য।

১৮. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্র-সার্ধশত বার্ষিকী উদযাপন পরিষদের সদস্য ২০১১।

১৯. রা.বি.'র সমাবর্তন ২০১২-এর মুদ্রণ ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য।

২০. রা.বি গ্রন্থাগার উপকমিটির সদস্য ২০০৯-২০১০।

২১. রা.বি. পরীক্ষা শৃঙ্খলা কমিটির সদস্য ২০১১ - ২০১২।

২২. বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় রংপুর-এর কলা অনুষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য ২০১১।

২৩. কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ, রংপুর (৬-৫-২০১০ - ৬-৪- ২০১২)।

২৪. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কলা ও মানবিক গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির সদস্য (২০০৯-২০১০-২০১০-২০১১)।

২৫. আই.বি.এস. এর পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য ২৪-০৭-২০১২ থেকে এক বছর।

২৬. সভাপতি, বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১লা জুলাই ২০১২ থেকে।

২৭. রা.বি. শহিদ স্মৃতি উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ১২-৫-২০১৩ থেকে।

২৮. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ২০১০-২০১৩।

২৯. আইবিএস সিলেকশন কমিটির সদস্য ২৪-১২-১৩ থেকে ২৩-১২.২০১৪

৩০. সিন্ডিকেট সদস্য, নর্থবেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী ২৪-১১-১৪ থেকে।

৩১. ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়া পরিষদের সদস্য।

৩২. আইবিএস কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ কমিটির সদস্য ২০১৪-২০১৫

৩৩. আইবিএস, পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য ২৭-৯-২০১৪ থেকে ২৬-৯-২০১৫।

৩৪. ডিন, কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২৫-৪-২০১৪ থেকে ২৪-৪-২০১৬।

৩৫. আইবিএস পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য ১১-১২-২০১৬ থেকে ১০-১২-২০১৭।

৩৬. আইবিএস ইংরেজি জার্নাল ৩৫ ও বাংলা ভল্যুম ২০, ১৪১৯ এর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য।

৩৭. আইবিএস পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য ১১-১২-১৬ থেকে ১০-১২-১৭।

৩৮. আইবিএস সিলেকশন কমিটির সদস্য ২০১৭।

৩৯. আইবিএস সিলেকশন কমিটির সদস্য ০৪-২-২০১৭ থেকে ০৩-২-২০১৮

৪০. সদস্য, কলা ও মানবিক গবেষণা প্রকল্প, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-২০১৬।

চাকুরিজীবন : গবেষণা-পরিচালনা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাসূত্রে অনীক মাহমুদের সাহিত্যবিষয়ে গবেষণা পরিচালনা সূত্রপাত। এখানে উচ্চতর শ্রেণিতে পাঠদান এবং পাঠপ্রতিক্রিয়ার অংশ হিসেবে গবেষণাপত্রের তত্ত্বাবধান করতে হয়। এক্ষেত্রে অনীক মাহমুদ একজন সফল গবেষণা পরিচালক। যদি বলি একজন সৃজনশীল মানুষের পেশাদারিত্ব যেখানেই প্রযুক্ত হবে সেখানেই সোনা ফলবে কথাটির যথার্থতা মিলবে অনীকের গবেষণা তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা দায়িত্বের অপরিহার্য অংশ হিসেবে সাহিত্যের গবেষণা কাজকে অপাংক্তেয় মনে করেননি। এ কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা এম.এ., এম.ফিল., পিএইচ.ডি. পর্যায়ে তাঁর নির্দেশনায় অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের কাজ করেছেন। তিনি মনে করেন গবেষণার মধ্য দিয়েই কোন লেখকের সাহিত্যকৃতির ব্যবহারিক মূল্য উঠে আসে। একজন লেখকের বিশিষ্টতা কোথায় তা গবেষণা কাজের মধ্যে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন হয়। নিচে অনীক মাহমুদের পরিচালনায় যে সব অভিসন্দর্ভের কাজ সমাপ্ত হয়েছে সেগুলোর একটি তালিকা সন্নিবদ্ধ হলো :

গবেষণা-পরিচালনা

এম.এ. পর্যায়

১. দাস সুদেব চন্দ্র, সাহিত্য পত্রিকা : বাংলা গবেষণার নতুন ঐতিহ্য (১৩৬৪-১৩৮৮), ১৯৯০।

২. রকিবুল হাসান, আকবর হোসেনের কথাসাহিত্য : জীবনভাবনা ও শিল্পরূপ, ১৯৯১।

৩. শহীদ ইকবাল, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্য : প্রাসঙ্গিকতা ও শিল্পরূপ, ১৯৯৩।

৪. আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, সিকান্দার আবু জাফরের কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ, ১৯৯৬।

৫. মেহেরুন নেছা, কথাশিল্পী আনোয়ার পাশা, ১৯৯৮।

৬. মোছা. হাজেরা খাতুন, বাংলা উপন্যাসে জেলেজীবন : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি ও অদ্বৈতমল্ল বর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম, ১৯৯৯।

৭. ফারাহ দীনা গুঞ্জন, জসীম উদ্‌দীনের নাটকে লোকসাহিত্যের ব্যবহার, ২০০০।

৮. সাথী রানী মণ্ডল, আবু জাফর শামসুদ্দীনের ত্রয়ী উপন্যাস : পরিপ্রেক্ষিত ও শিল্পমান, ২০০২।

৯. মামলুক আরা শাহী, শওকত ওসমান ও সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধের কথাসাহিত্যে নারীজীবন, ২০০২।

১০. মো. মুশফিকুর রহমান, আতাউর রহমানের কবিমানস ও কাব্যসাধনা, ২০০৩।

১১. মো. দুলাল হোসেন, শামসুর রহমানের কবিতায় সমাজ ও রাজনীতি (১৯৬০-২০০০), ২০০৫।

১২. সৈয়দ তৌফিক জুহরী, শওকত ওসমানের আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা, ২০০৬।

১৩. মো. মমিনুল হাসান, নজরুল-চর্চায় আতাউর রহমান, ২০০৬।

১৪. সাবিনা ইয়াসমীন, হরিপদ দত্তের উপন্যাস : বিষয়ভাবনা ও শিল্পবিচার (১৯০৭ সাল পর্যন্ত) মে, ২০০৯।

১৫. তানিয়া তহমিনা সরকার, মহাদেব সাহা: কবিস্বভাব ও কাব্যবিচার (২০০৭ সাল পর্যন্ত) ১৮ই মে, ২০০৯।

১৬. মোসা. নাজমা সুলতানা, খালেদা এদিব চৌধুরী : কবিসত্তা ও কাব্যবিচার, মার্চ, ২০১০।

১৭. মো: মাহবুবুল হক, মযহারুল ইসলামের কাব্যলোক, মার্চ ২০১০

১৮. সুজা উদ-দৌলা, আবুল হোসেনের কবিতা : বিষয় ও শিল্পচারিত্র্য, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

১৯. ফাহমিদা খাতুন, বাংলা উপন্যাসে চোর ও চৌর্য : নিশিকুটম্ব, চৌরসন্ধি ও সেয়ানা, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

২০. শামীমা নাসরীন, ফজল শাহাবুদ্দীনের কবিতা: বিষয় ও শিল্পলোক (১৯৬৫-২০১২), এম.এ পরীক্ষা-২০১৩।

২১. সালমা জাহান, মুহম্মদ নুরুল হুদা: কবিকৃতি ও কাব্যচারিত্র্য (১৯৭২-২০১৩), এম.এ পরীক্ষা ২০১৩।

২২. মোছা: সীমা খাতুন, আবিদ আজাদের কবিতা: জীবনবোধ ও শৈল্পিকতা, ২০১৫।

২৩. মো. মাসুদ রানা, শহীদ কাদরীর কবিস্বভাব ও কাব্যচারিত্র্য, ২০১৬।

২৪. এম.এম. আরিফুজ্জামান, ওমর আলীর কবিতায় বাংলাদেশ ও বাঙালি সংস্কৃতি, ২০১৬।

এম.ফিল. পর্যায় (ডিগ্রি অর্জিত)

২৫. মো. ফরহাদ হোসেন, মুহম্মদ এনামুল হকের জীবনচেতনা, ২০০১।

২৬. মো. মোবারক আলী, শামসুদ্দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্য : জীবনরূপ ও শিল্পমান, ২০০৪।

পিএইচ.ডি. পর্যায় (ডিগ্রি অর্জিত) :

২৭. মো. সরওয়ার মুর্শেদ, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-আদর্শ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

২৮. গীতিময় রায়, জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য : সমাজ ও পরিবার, ২০০৫।

২৯. মোহা: রকিবুল হাসান, বাংলা জনপ্রিয় উপন্যাসের ধারা : মীর মশাররফ হোসেন থেকে আকবর হোসেন, এপ্রিল ২০০৯।

৩০. মো: আবদুল আলীম, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে বিচ্ছিন্নতার রূপায়ণ (১৯২৩-১৯৪৭), এপ্রিল ২০০৯।

৩১. মোহা: সাইদুর রহমান, বাংলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি : পরিপ্রেক্ষিত আবু জাফর শামসুদ্দীন, শওকত ওসমান ও শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাস, জুন ২০০৯।

৩২. খন্দকার মো: ফেরদৌস আলম, কবিদের কথাসাহিত্য : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত (১৯৪৭-২০০০), জুন ২০০৯।

৩৩. মো: আবদুল মজিদ, বাংলাদেশের কাহিনীকাব্য : বিষয় ও প্রকরণ (১৯৪৭-২০০০), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০১০।

৩৪. সুমাইয়া খানম, ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের কথাসাহিত্য (১৯৪৮-২০১০), ২০১৩।

এগুলো ছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি, পর্যায়ে কয়েকজন গবেষক অনীক মাহমুদের তত্ত্বাবধানে গবেষণারত রয়েছেন। এতদ্ব্যতীত, ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি, পর্যায়ের অনেক অভিসন্দর্ভের পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সংসারজীবন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের উপান্তে ১৯৮৩ সালের ১৪ই ডিসেম্বর অনীক মাহমুদ জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার অন্তর্গত মনইল গ্রামনিবাসী কাসেম আলী সরদারের কন্যা মাসুমা খানমের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মাসুমা খানম তাঁর সহপাঠী ছিলেন। বর্তমানে তিনি রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার মচমইল ডিগ্রি কলেজের বাংলা বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত। তিনি ইতোমধ্যে নজরুল সাহিত্যবিষয়ে এম.ফিল. এবং 'বাংলা লোকগীতিকার শিল্পরীতি' নিয়ে পিএইচ.ডি করেছেন। সাহিত্যবিষয়ে তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। সংসার ও সাহিত্যজীবনের একটা সমন্বয়ী বৃত্ত অনীক মাহমুদের যাপিত জীবনে লক্ষ্য করা যায়। পেশার সঙ্গে নেশার এমন মিল খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। অনীক মাহমুদ দু'সন্তানের জনক। বড়পুত্র ঋত্বিক মাহমুদ (জন্ম-১৯৮৮) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। ভারতের ভুপালস্থ গুরুকুল ধ্রুপদ সংস্থা থেকে ধ্রুপদে উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছেন। ছোটপুত্র অয়ন মাহমুদ (জন্ম-১৯৯০) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ থেকে বিবিএ ও এমবিএ ডিগ্রি সম্পন্ন করে বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

সাহিত্যজীবন :

শৈশব-কৈশোরের সাংস্কৃতিক আবহ পরবর্তীতে সাহিত্যচর্চার অনুপ্রেরক হিসেবে কাজ করেছে অনীক মাহমুদের জীবনে। অনীক মাহমুদ কীভাবে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একজন লেখক হিসেবে আবির্ভূত হলেন সে সম্পর্কে প্রাথমিক মানসগঠনের সূত্রে অকপটে বলেছেন :

> গ্রামের হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে আধুনিক কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত পূর্বাচল এবং নবারুণ পত্রিকার গ্রাহক হই সপ্তম শ্রেণিতে পড়বার সময়। আমার আগে থেকেই গ্রামের প্রতিবেশী স্কুলশিক্ষক এক মামা এসব পত্রিকা ঢাকা থেকে ভি.পি. ডাকযোগে আনতেন। তাঁর দেখাদেখি আমিও পূর্বাচল, নবারুণ পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলাম। পূর্বাচল পত্রিকায় শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ প্রমুখের কবিতা পড়তাম। তখন থেকেই প্রশ্ন জাগতো স্কুলপাঠ্য বইয়ে সন্নিবদ্ধ পদ্যের অন্ত্যমিল ও লেখনপদ্ধতির সঙ্গে এসব কবিতার বৈসাদৃশ্য নিয়ে। কেন এবং কীভাবে এরূপ কবিতা লিখতে হয় স্কুলজীবনে কারো কাছ থেকে এর জবাব পাইনি।
>
> স্কুল পেরিয়ে কলেজে এলাম। শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী কলেজ। এখানেই সাহিত্যপাঠ ও কাব্যচর্চার ধারা বেগবান হতে থাকলো। শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব, সতীর্থদের সঙ্গে সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা ভেতরে প্রেরণা সঞ্চার করলো। [অমিত্রাক্ষর, ১ম সংখ্যা, জুন ২০০২, পৃ. ৩১]

পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি

অনীক মাহমুদের লেখালেখির হাতেখড়ি স্কুলজীবনে। "পরীক্ষাগার" শীর্ষক একটি পদ্য স্কুলের বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানের আগে মঞ্চে পাঠ করেছিলেন। প্রথম লেখা ছাপা হয় দৈনিক বার্তায় কিশোর কুঁড়ির মেলায় ১৯৭৭ সালে (৪ঠা চৈত্র ১৩৮৩)। লেখাটির নাম ছিল 'ছড়া'। ১৯৭৭ সাল থেকে সাপ্তাহিক ও জাতীয় দৈনিকে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। সাপ্তাহিক, দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ছাড়াও অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর কবিতা-প্রবন্ধ গল্প প্রকাশিত হয়েছে এবং এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। অনীক মাহমুদের লেখা সাপ্তাহিক রাজশাহী বার্তা, মুক্তিবাণী, ইত্তেফাক, জনমুক্তি, নয়াযুগ, অর্থবিত্ত, পাক্ষিক প্রতিরোধ, বাংলাদেশ সংবাদ, সচিত্র বাংলাদেশ, কিশোর বাংলা, মাসিক নবারুণ, পূর্বাচল, ভারত বিচিত্রা, ত্রৈমাসিক উত্তরাধিকার, সুন্দরম, কালি ও কলম, লোকপত্র, বই, সাম্প্রতিক, কৌষিক, উলুখাগড়া, নতুন দিগন্ত এবং দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, জনকণ্ঠ, আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ, যুগান্তর, সোনালী সংবাদ, বার্ষিক সাহিত্যিকী, ভাষাসাহিত্যপত্র, আই.বি.এস. জার্নাল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, অনিয়মিত শব্দায়ন, স্বকণ্ঠ, নিসর্গ, চিহ্ন, অমিত্রাক্ষর, পাণ্ডব, অর্কেস্ট্রা, গৈরিক, রুদ্র, ধ্রুব, নতুন সাহিত্য, ইঙ্গিত, তৃতীয় পাণ্ডব, স্বাগতম, উত্তরযুগ, কবিকুঞ্জ, দেশ বাংলা, শীলন, প্রতিধ্বনি, মতিহার বাংলা, কৃষ্ণ প্রহর, ঘরামি, করোটি কুসুম, পাতাদের সংসার

ইত্যাদি অসংখ্য পাত্রিকায় গদ্য-পদ্য লিখেছেন। অনীক মাহমুদের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১৯৭৮ : ১) রবীন্দ্রকাব্যে বর্ষা, দৈনিক বার্তা, ১৩ই আগস্ট, ১৯৭৮।
: ২) নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্য-শিল্প, সাম্প্রতিক, ঢাকা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ঢাকা ১৩৮৫/১৯৭৮।
: ৩) ওমর খৈয়াম : দুঃখবাদের অনুষঙ্গ, পূর্বাচল, ঢাকা, অগ্রহায়ণ ১৩৮৫/ ১৯৭৮।
: ৪) ফররুখ আহমদ : তাঁর শিশুসাহিত্য প্রসঙ্গ, রাজশাহী কলেজ বার্ষিকী, এপ্রিল, ১৯৭৮।
: ৫) মানবপ্রেম ও নজরুলের কবিসত্তা, কোরক, রাজশাহী, ১৯৭৮।
১৯৭৯ : ৬) রবার্ট ফ্রস্ট : এ যুগের অনন্য কাব্যপ্রতিভা, দৈনিক বার্তা, ৭ই জানুয়ারি, ১৯৭৯।
: ৭) উপেক্ষিত ব্যক্তিত্ব : ডাক্তার লুৎফর রহমান, দৈনিক বার্তা, ১লা এপ্রিল, ১৯৭৯।
: ৮) কবিতার অনন্য রূপকার, দৈনিক বার্তা, ১০ই জুন, ১৯৭৯।
১৯৮০ : ৯) আতাউর রহমানের কবিতা : মনন ও শিল্প, দৈনিক বার্তা, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০ থেকে ৬ই এপ্রিল, ১৯৮০ (১০ কিস্তি)।
: ১০) আধুনিক কবিতার পাঠক সমস্যা, দৈনিক দেশ, ঢাকা, ১৩ই জানুয়ারি ১৯৮০।
১৯৮১ : ১১) আবুল হাসানের কবিতা, দৈনিক দেশ, ঢাকা, ১২ই জুলাই ১৯৮১।
১৯৮২ : ১২) সংস্কৃতিচর্চা ও ছাত্রসমাজ, প্রেক্ষিত, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮২।
১৯৮৩ : ১৩) চলচ্চিত্রে রুচিবোধ ও শিল্পসমন্বয়, সচিত্র বাংলাদেশ, ঢাকা, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৯৮৩।
: ১৪) মঞ্চনাটক ও তার প্রেক্ষিত, সচিত্র বাংলাদেশ, ঢাকা, ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৩।
: ১৫) সঙ্গীতে শব্দের ব্যবহার, সচিত্র বাংলাদেশ, ১৬ই জুলাই ১৯৮৩।
: ১৬) আধুনিক গানের সমস্যা, সচিত্র বাংলাদেশ, ঢাকা, ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৩।
১৯৮৪ : ১৭) প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় আধুনিকতা : প্রেক্ষিত বিচার, ভারতবিচিত্রা, ঢাকা, অগ্রহায়ণ ১৩৯১/১৯৮৪।
: ১৮) বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-পুরাণের ব্যবহার, ভারতবিচিত্রা, ঢাকা, আশ্বিন ১৩৯১/১৯৮৪।

: ১৯) নিজবাসভূমে : শামসুর রাহমানের কবিত্ব, দৈনিক বার্তা, ২৮শে জানুয়ারি, ১৯৮৪।

১৯৮৫ : ২০) মহুয়ার পালা ও রোমান্টিক আকুতি, দৈনিক বার্তা, ৫ই জুলাই, ১৯৮৫।

১৯৮৬ : ২১) রবীন্দ্রকাব্যে জীবনদেবতার স্বরূপ, সাবর্ণি, নাটোর, মে ১৯৮৬।

: ২২) সাহিত্যে চারিত্রচিত্রণ ও বাংলায় এর বিবর্তনের ধারা, ভাষা-সাহিত্যপত্র, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪শ সংখ্যা, ১৩৯৩।

১৯৮৭ : ২৩) জীবন-মৃত্যুর দ্বান্দ্বিকতা ও রবীন্দ্রনাথের শেষলেখা, সাহিত্যপত্র, ঢাকা, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৮৭।

১৯৮৮ : ২৪) বাঙালি গণজীবন ও জসীম উদ্‌দীনের কবিতা, সাহিত্যিকী, ২৪তম খণ্ড, ১৯৮৮।

১৯৮৯ : ২৫) রবীন্দ্র-ছোটগল্পে চরিত্রচিত্রণ ও বাস্তবতাবোধ, ভাষা-সাহিত্যপত্র, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭শ বার্ষিক সংখ্যা, ১৯৮৯।

১৯৯১ : ২৬) শওকত ওসমানের কথাসাহিত্যে জাতীয় আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ, উত্তরাধিকার, অক্টোবর,-ডিসেম্বর ১৯৯১।

১৯৯২ : ২৭) আমাদের কথাসাহিত্য : আধুনিকত্বের পথিকৃৎ, সুন্দরম, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯২।

১৯৯৩ : ২৮) শওকত ওসমানের কথাসাহিত্যে আন্তর্জাতিক চেতনা, উত্তরাধিকার, ঢাকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৩।

১৯৯৪ : ২৯) শওকত ওসমানের রাজসাক্ষী ও পিতৃপুরুষের পাপ, সংবাদ, ১৬ই জুন ১৯৯৪।

: ৩০) উনিশ শতকের বিস্মৃত সাহিত্যসাধক রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, রাঁচি, বিহার, ১৯৯৪।

১৯৯৫ : ৩১) নজরুল কাব্যে মার্কসীয় সাম্যচিন্তা : অন্তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ, সংবাদ, ২৫শে মে ১৯৯৫।

: ৩২) বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যচিন্তা, সাহিতিকী, চৈত্র , ১৪০১।

১৯৯৬ : ৩৩) শওকত ওসমানের ছোটগল্পে সামাজিক চেতনা, সংবাদ, ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৯৬।

১৯৯৭ : ৩৪) নজরুল সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ, সাহিতিকী, চৈত্র, ১৪০৩

১৯৯৮ : ৩৫) কথাশিল্পী জুলফিকার মতিন : সাধনা ও সিদ্ধির চারিত্র্য, অন্বীক্ষা, ডিসেম্বর ১৯৯৮।

১৯৯৯ : ৩৬) আতাউর রহমান : এক হৃদয়বৎসল কবিপুরুষ, সংবাদ, ১লা জুলাই ১৯৯৯।

২০০০ : ৩৭) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতিচর্চা, স্মারকপত্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই, ২০০০।

২০০১ : ৩৮) আতাউর রহমানের কবিতায় যুগচেতনা ও মানসসংকট, সংবাদ, ২০শে সেপ্টেম্বর ২০০১।

: ৩৯) বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে ছাত্রসমাজ, রুদ্র, ২০০১।

২০০২ : ৪০) আজীজুল হক : একটি উপেক্ষিত কবিকণ্ঠ, এবংবিধ, রাজশাহী, নভেম্বর ২০০২।

২০০৪ : ৪১) সন্ন্যাসে নিমগ্ন কোকিলের কণ্ঠ, নতুন দিগন্ত, ঢাকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪।

২০০৫ : ৪২) চর ভাঙা চর : নদী ও জীবন, উলুখাগড়া, ঢাকা, ১মবর্ষ, ১ম সংখ্যা, আগস্ট, ২০০৫।

২০০৬ : ৪৩) কবিতার আঙ্গিক বিবর্ধন ও শামসুর রাহমান, কালি ও কলম, অক্টোবর, ২০০৬।

২০০৬ : ৪৪) নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা, জনকণ্ঠ, ঢাকা, ২০শে আগস্ট, ২০০৬।

২০০৭ : ৪৫) প্রসঙ্গ বাংলাভাষা : ভাবনা-দুর্ভাবনা, জনকণ্ঠ, ঢাকা, অমর একুশে বিশেষ সংখ্যা, ২০০৭।

২০০৮ : ৪৬) শহীদ কাদরীর কবিতালোক : কালি ও কলম, ঢাকা, আগস্ট, ২০০৮।

: ৪৭) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় বিচ্ছিন্নতাবোধ, অদ্বৈত, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০০৮।

২০০৯ : ৪৮) মানবতন্ত্রী নজরুল : নারী-প্রসঙ্গে, কালিকলম, ঢাকা, জুন ২০০৯।

২০১০ : ৪৯) উপনিবেশ-বিরোধিতা ও নজরুল, কালি ও কলম, ঢাকা, মে ২০১০।

: ৫০) আমার মা : নিরাভরণা স্মৃতির সরসী, সাপ্তাহিক অর্থবিত্ত, ঢাকা, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, ২৯শে আগস্ট- ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১০।

২০১১ : ৫১) মানবতাবাদ : রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইন ও রোমাঁরোলাঁ এবং একাল, উত্তরাধিকার, ঢাকা, বৈশাখ, ১৪১৮।

: ৫২) খায়রুল আলম সবুজের কাব্যলোক, গৈরিক, ঢাকা, মে-আগস্ট ২০১১।

: ৫৩) আমার বাবা, সাপ্তাহিক অর্থবিত্ত, ঢাকা, বর্ষ ১১ সংখ্যা ৪২, ১৯-২৫ জুন ২০১১।

: ৫৪) সাহিত্যের সাথী : শামসুল আলম সরদার, সমীক্ষণ, রাজশাহী, সম্মেলন সংখ্যা ডিসেম্বর, ২০১১।

: ৫৫) রবীন্দ্র-সাহিত্যে ন্যায়বিচার, পথরেখা, ঢাকা, ১৫শ' বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা ১৪১৮।

২০১২ : ৫৬) বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা, নীললোহিত, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-জুন ২০১২, পৃ. ২৯১-২৯৭।

: ৫৭) আনোয়ারুল আবেদীন : একজন মেধাবী শিল্পীর প্রতিকৃতি, মৃদঙ্গ, রাজশাহী, ১১ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২০১২, পৃ. ৭-১৪।

: ৫৮) হাসান আজিজুল হকের কবিতা, গল্পকথা, বর্ষ ২, সংখ্যা ৩, রাজশাহী ২০১২।

২০১৪ : ৫৯) "খালেদ হোসাইনের পাতাদের সংসার", ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ১১৪-১১৭।

: ৬০) "কেন নজরুল", তৃতীয়া তিথি, নাটোর, ২৫শে মে, ২০১৪, পৃ. ৭১-৭৪

: ৬১) "কৃতী শিক্ষাবিদ-গবেষক অধ্যাপক এস.এম. আবদুল লতিফ", 'সাহিত্যিকী', বাংলা বিভাগ, রাবি, জুন, ২০১৪, পৃ. ১৭৯-১৮৬।

২০১৭ : ৬২) "আমাদের কবিতা: ভবিষ্যৎ ভাবনা", 'তৃতীয় পাণ্ডব', জানুয়ারি, ২০১৭, পৃ. ৫-৮।

: ৬৩) "আব্দুল কাদিরের ছন্দসমীক্ষণ : স্বরূপ সন্ধান", কালের ধ্বনি, ৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, পৃ. ১৩০-১৩৬।

গ্রন্থাবলি

সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে সাহিত্যের বিচিত্র শাখায় বিচরণ করলেও অনীক মাহমুদের গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে। মূলত রাজধানী থেকে দূরে মফঃস্বল শহরে অবস্থিতির কারণে সময় ও সুযোগের অপ্রতুলতা এ বিলম্বের কারণ হিসেবে শনাক্ত করা যায়। তবে বলা যায় পরিণত মনীষার ফসল অনীক মাহমুদের গ্রন্থাবলি। কী পদ্য কী গদ্য সকল ক্ষেত্রে তাঁর সম্পন্ন বিবেচনার প্রচ্ছাপ চোখে পড়বে। নিচে অনীক মাহমুদের প্রকাশিত গ্রন্থতালিকা সন্নিবদ্ধ হলো :

কাব্য

১. প্রেম বড় স্বৈরতন্ত্রী, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৫।
২. একলব্যের ভবিতব্য, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ১৯৯৭।
৩. এইসব ভয়াবহ আরতি, পরী প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪।
৪. আসন্নবিরহ বিষণ্নবিদায়, পরী প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪।
৫. বৃহন্নলা ছিন্ন করো ছদ্মবেশ, পরী প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭।
৬. দীর্ঘদংশন নীলজ্বালা, পরী প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭।
৭. সুমিত্রাবন্ধন, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৯।
৮. চৈতিচাঁদে রাহুর লেহন, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৯।

৯. হৃৎখৈয়ামের রুবাইয়াৎ, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১।
১০. শঙ্খিল সপ্তমিকা, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১।
১১. কান্তবোধি কবিতিকা, পরী প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২।
১২. ভদ্রলোকসংহিতা, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১২।
১৩. বনসাই রূপবন্ধ, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৫।
১৪. কালিন্দী-আকাশ কংস গহ্বর, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৫।
১৫. দিনযাপনের গ্লানি, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৫।
১৬. অসংবৃত অন্ধকার, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৬।
১৭. নৈঃশব্দ্যের শব্দারতি, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৬।
১৮. ইতরস্য পত্রমিদম্, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৭।
১৯. জে জে আইলা তে তে গেলা, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৭।
২০. গনিমিঞা সম্ভাষণ, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, এপ্রিল ২০১৭।
২১. দূরান্তের সন্নিধান নৈকট্যের নিগড়, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৭।

নাট্যকাব্য

২২. নষ্ট জ্যোৎস্নার ক্যারাভান, পরী প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৬।

গান

২৩. মাধবী রাতের গান, পরী প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৬।
২৪. তখনো বৃষ্টি ঝরছিলো, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৫।

শিশুতোষ : ছড়া

২৫. ভরদুপুরে আমার মাকে, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।
২৬. দুলকি ঘোড়া চাবুক কড়া, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৭।
২৭. শেয়াল মামার খেয়াল, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৭।
২৮. নানুর বাড়ি কানুপুরে, আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ২০০৯।
২৯. আকাশ গাঙে তারার ভেলা, গ্রন্থকুটির, ঢাকা, ২০১৫।
৩০. জন্মভূমি জননী তুমি, গ্রন্থকুটির, ঢাকা, ২০১৫।

কিশোরগল্প

৩১. বিড়ালবতী রাজকন্যে, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৯৭।
৩২. গাজীমামার গল্পসল্প, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭।
৩৩. গাজীমামার বৈঠকি গল্প, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮।
৩৪. গাজীমামার সরসগল্প, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩।
৩৫. গাজীমামার আষাঢ়ে গল্প, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩।

৩৬. গাজীমামার ঐতিহাসিক গল্প, আফসার বাদ্রার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।
৩৭. গাজীমামার খোশগল্প, আফসার বাদ্রার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।
৩৮. গাজীমামার আদর্শগল্প, আফসার বাদ্রার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।
৩৯. গাজীমামার নীতিগল্প, অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।
৪০. শান্তির দেশ, অনার্য, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।
৪১. নতুন স্বপ্নের আলপনা, গ্রন্থকুটির, ঢাকা, ২০১৪।
৪২. গাজীমামার স্বপ্নলোকের গল্প, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।
৪৩. গাজীমামার মুক্তিযুদ্ধের গল্প, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।
৪৪. গাজীমামার ক্ষুদে গল্প, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।
৪৫. গাজীমামার বিচিত্রগল্প, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।
৪৬. গাজীমামার একুশের গল্প, বটেশ্বর বর্ণন, ঢাকা, ২০১৬।
৪৭. গাজীমামার ভ্রমণগল্প, বটেশ্বর বর্ণন, ঢাকা, ২০১৭।
৪৮. দোলনের একদিন, গ্রন্থকুটির, ঢাকা, ২০১৮।
৪৯. প্রজাপতি, গ্রন্থকুটির, ঢাকা, ২০১৮।
৫০. তেপান্তরের গল্প, গ্রন্থকুটির, ঢাকা, ২০১৮।

কিশোরজীবনী

৫১. জীবনের কবি ফররুখ আহমদ, ঢাকা, ১৯৮৯।

কিশোর প্রবন্ধ

৫২. ছোটদের কবিতা লেখার নিয়ম-কানুন, (যৌথ) আলীগড় লাইব্রেরী, রাজশাহী, ২০০৫।

স্মৃতিকথা

৫৩. চেনা-অচেনার মনিবন্ধ, বটেশ্বর বর্ণন, ঢাকা, ২০১৮।

জীবনীগ্রন্থ

৫৪. আলোর দ্যুতি আসাদুজ্জামান, রেবা প্রকাশনী, রাজশাহী, ১৯৯২।
৫৫. রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩।
৫৬. আতাউর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩।

প্রবন্ধ-গবেষণাগ্রন্থ

৫৭. জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী, ১৯৯৫।
৫৮. বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী, ১৯৯৫।

৫৯. আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা (১৯২০-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।
৬০. আধুনিক সাহিত্য : পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিকৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।
৬১. সাহিত্যে সাম্যবাদ থেকে মুক্তিযুদ্ধ, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯।
৬২. রবীন্দ্র-ছোটগল্পে জীবনবোধ ও চরিত্রচিত্রণ, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০০।
৬৩. চিরায়ত বাংলা : ভাষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি-সাহিত্য; আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০।
৬৪. সাহিত্য-সংস্কৃতির রূপ-রূপান্তর, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০।
৬৫. বাংলার গণজীবন ও যুগবোধের সাহিত্য, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২।
৬৬. বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী : তন্নিষ্ঠ পাঠ ও শিল্প-সন্দর্শন, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪
৬৭. বাংলা উপন্যাসে চিত্তবৈভব : ফিরে দেখা, সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬।
৬৮. রবীন্দ্রনাথ : ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, মূর্ধন্য, ঢাকা, ২০১১।
৬৯. সিদ্ধির শিখর: কবির অভিযাত্রা, আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ২০১৪।
৭০. চেতনার রঙ মননের রেখা, গ্রন্থকুটির, ঢাকা, আগস্ট, ২০১৫।

সম্পাদনা

৭১. তুমি রবে নীরবে : শ্রী রাখালচন্দ্র দাশ স্মারকগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৫।
৭২. নবতরঙ্গের ধ্বনিবন্ধ (যৌথ), পরী প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫।
৭৩. কাহ্নিল, কাহ্নপা প্রকাশন, রাজশাহী, ২০০৭।
৭৪. অমিয় আনন্দধ্বনি, প্রফেসর আবদুল খালেক সত্তর বছর পূর্তি সংবর্ধনাগ্রন্থ, ধানসিঁড়ি সাহিত্য পরিষদ, রাজশাহী, ২০০৭।
৭৫. অন্তরে নিরন্তর : শিল্পী নাজনীন আখতার লতা স্মারকগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৯।
৭৬. তিশরণ, কাহ্নপা প্রকাশন, রাজশাহী, ২০১১।
৭৭. মুগ্ধপ্রাণের আবেশ, অধ্যাপিকা রাশেদা খালেক, সত্তরবছর পূর্তি সংবর্ধনাগ্রন্থ, ধানসিঁড়ি সাহিত্য পরিষদ, রাজশাহী, ২০১৬।

নির্বাচিত

৭৮. কাব্যসারথি, চারুপাঠ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৫।

সংগ্রহ

৭৯. অনীক মাহমুদ-কাব্যসংগ্রহ ১, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩।
৮০. অনীক মাহমুদ-কাব্যসংগ্রহ ২, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৮।

৮১. অনীক মাহমুদ-প্রবন্ধসংগ্রহ ১, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৪।

৮২. অনীক মাহমুদ-প্রবন্ধসংগ্রহ ২, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৪।

৮৩. অনীক মাহমুদ-প্রবন্ধসংগ্রহ ৩, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৪।

৮৪. অনীক মাহমুদ-প্রবন্ধসংগ্রহ ৪, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৪।

৮৫. অনীক মাহমুদ-প্রবন্ধসংগ্রহ ৫, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৭।

৮৬. অনীক মাহমুদ- ছোটদের গল্পসংগ্রহ ১, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

৮৭. অনীক মাহমুদ- ছোটদের গল্পসংগ্রহ ২, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

৮৮. অনীক মাহমুদ- ছোটদের গল্পসংগ্রহ ৩, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।

৮৯. অনীক মাহমুদ- ছড়াসংগ্রহ ১, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।

সংকলনগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রচনা : কবিতা ও ছড়া (আংশিক)

১. রাজশাহীর হৃদয় থেকে, সিরাজুদ্দৌলাহ বাহার ও সালাহউদ্দীন কবীর পলাশ (সম্পাদিত), হৃদয় প্রকাশন, রাজশাহী, ১৯৯০।

২. রাজশাহীর ছড়া, এম. এ. কাইউম ও আশফাকুল আশেকীন (সম্পাদিত), রাজশাহী, ২০০২।

৩. বাংলাদেশের তিন দশকের কবিতা, রফিকউল্লাহ খান (সম্পাদিত), একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৫।

৪. বৈশাখের কবিতা, মোবারক হোসেন (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭।

৫. বাংলাদেশের আকাশ, কাজল রশীদ (সম্পাদিত), প্রবাস প্রকাশনী, ইউকে লন্ডন, ২০০৭।

৬. সেকালের ছড়া একালের ছড়া, নাসের মাহমুদ (সম্পাদিত), বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০০৮।

৭. সুবর্ণ সৃজন, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।

৮. জন্ম যদি তব বঙ্গে : সারোয়ার জাহান স্মারকগ্রন্থ, হাসান আজিজুল হক (সম্পাদিত), সারোয়ার জাহান স্মৃতি পরিষদ, রাজশাহী, ২০০৫।

৯. শুক্লা ত্রয়োদশী, মোহাম্মদ কামাল (সম্পাদিত), যুক্ত, ঢাকা, ২০০৫।

১০. কবিতায় বঙ্গবন্ধু, আহমদ সুবীর (সম্পাদিত), অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০।

১১. বাংলা প্রেমের কবিতা, খালেদ হোসাইন ও মুজিবুল হক কবীর (সম্পাদিত) অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২।

১২. আবৃত্তিকলা, মোস্তাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা, ২০১২।

১৩. হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা, রুহুল আমিন বাবুল ও শাহাদৎ হোসেন শ্যামল সম্পাদিত, অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩।

১৪. একুশের ছড়া-কবিতা, আসলাম সানী সম্পাদিত, জনতা প্রকাশ, ঢাকা, আগস্ট, ২০১২।

সংকলনগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রচনা : প্রবন্ধ (আংশিক)

১৫. "এক রহস্যময়ী নারীসত্তা : নাটোরের বনলতা সেন", নাটোরের গৌরব, মো. মকসুদুর রহমান (সম্পাদিত), নাটোর, ১৯৮৯।

১৬. "বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যচিন্তা", বঙ্কিম-বিভূতি-ওদুদ, সারোয়ার জাহান (সম্পাদিত), বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮।

১৭. "জীবনানন্দের কাব্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ", মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত) জীবনানন্দ সমীক্ষণ, পরমা, ঢাকা, ২০০০।

১৮. "ড. মজিরউদ্দীন মিয়া : একজন কৃতী গবেষকের প্রতিকৃতি", নিঃসঙ্গ নদীর মত, পালক, ঢাকা, ২০০১।

১৯. "জীবনানন্দ : আকাঙ্ক্ষার নিঃসঙ্গ সন্তান", মৃতপত্রে নীলোচ্ছ্বাস, রফিকউল্লাহ খান (সম্পাদিত), নিউ এজ, ঢাকা, ২০০২।

২০. ফজলুল হকের কবিতা ও গান : বিষয় ও শৈল্পিক প্রেক্ষিত, চেনা অচেনায় ফজলুল হক, নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত), রাজশাহী ২০০৪।

২১. "প্রফেসর মযহারুল ইসলাম : তাঁর কবিসত্তা", মৃত্যুঞ্জয় মযহারুল ইসলাম, মুহম্মদ আবদুল জলিল (সম্পাদিত), রাজশাহী, ২০০৫।

২২. বিভাগপূর্ব বাংলায় মার্কসীয় সাম্যচিন্তা : সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক অবয়ব, সুবর্ণমনন, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।

২৩. "পদ্মলোচন প্রসঙ্গত", কালোর যাত্রার ধ্বনি, অমৃতলাল বালা (সম্পাদিত), ধ্রুব সাহিত্য প্রকাশন, রাজশাহী, ২০০৬।

২৪. "তাঁর কবিতায় গণচেতনার রূপায়ণ", নির্জনতা থেকে জনারণ্যে : শামসুর রহমান, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পাদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০০৬।

২৫. "চর ভাঙা চর : নদী ও জীবন", বাংলা উপন্যাসে নদী-চর ও দ্বীপজীবন, সৈয়দ আকরম হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮।

২৬. "শওকত ওসমানের ছোটগল্পে সামাজিক চেতনা", ব্যক্তি ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান (বুলবন ওসমান সম্পাদিত) দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮।

২৭. "নজরুল সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ" তোমার সৃষ্টির পথ, বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত) সুকুমার সেন স্মারকগ্রন্থ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৯।

২৮. "নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা" কৃপাণ ও বীণা : কাজী নজরুল ইসলাম স্মারকগ্রন্থ, অমৃতলাল বালা (সম্পাদিত), সাহিত্যবিলাস, ঢাকা, ২০০৯।

২৯. "রবীন্দ্রনাথের মানব প্রত্যয়", রবীন্দ্র-বীক্ষা, বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাাদিত), পারুল প্রকাশনী, কালকাতা, ২০১২।

৩০. "শওকত ওসমানের কথাসাহিত্যে আন্তর্জাতিক চেতনা", বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৪, সেলিনা বাহার জাহান (সম্পাদিত), শওকত ওসমান স্মারকগ্রন্থ।

৩১. "আমার শিক্ষক অধ্যাপক মুহম্মদ আবূ তালিব", তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ (ড. আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত), গতিধারা, ঢাকা, ২০১১।

৩২. "রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব পদাবলী প্রীতি", গদ্যমঙ্গল, মতিউর আহসান, সিজান সরদার, বিলু কবীর (সম্পাদিত), সাহিত্য একাডেমী, কুষ্টিয়া, ২০১৩।

৩৩. "ভবিষ্যৎ ভাবনায় আমাদের কাব্যসাহিত্য", ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ ভাবনা (বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত), গ্রন্থকুটির, ঢাকা, ২০১৭।

সাহিত্য-সংস্কৃতি : প্রাতিষ্ঠানিক সংশ্লিষ্টতা

১. চাঁদের হাট, মচমইল প্রগতি শাখার সাহিত্য সম্পাদক, ১৯৭৭।

২. কিশোর কুঁড়ির মেলার কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক, ১৯৭৯।

৩. বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্ত গীতিকার ১৯৮১ সাল থেকে।

৪. বাংলা একাডেমীর জীবনসদস্য।

৫. কাহ্নপা সাহিত্যচক্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (প্রতিষ্ঠাকাল : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭)।

৬. রাণীনগর পদ্মা সাধারণ গ্রন্থাগারের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন।

৭. আহবায়ক, বঙ্গবন্ধু আবৃত্তি পরিষদ, রাজশাহী জেলাশাখা, জুলাই ২০১০ থেকে।

৮. সভাপতি, বাগমারা উপজেলা শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।

৯. কোষাধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫-২০১৮।

১০. আহ্বায়ক, বৈচিত্র্যে ঐক্যের অন্বেষা, আন্তর্জাতিক সাহিত্য কনফারেন্স, বাংলা গবেষণা সংসদ, রা.বি., ২০১৫।

ভূমিকা সম্বলিত গ্রন্থাবলি

অনীক মাহমুদ নানাসময়ে নানা সমকালীন লেখকদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে বেশকিছু গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন। অন্যদিকে খ্যাতিমান লেখকদের কিছু গ্রন্থের পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে পরিচায়িকা লিখে দিয়েছেন। অনীক মাহমুদের ভূমিকা সম্বলিত কয়েকটি গ্রন্থ:

১. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সাজাহান, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৪।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নির্বাচিত গল্প, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৫।

৩. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, রায়নন্দিনী, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৭।

৪. মীর মশাররফ হোসেন, জমীদার দর্পণ, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৪

৫. মযহারুল ইসলাম, সন্তরণে নিরন্তর, নূরজাহান মযহার কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ২০০৬।

৬. গোলাম কবির, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৮।

৭. তানভীর দুলাল, শামসুর রাহমানের কবিতায় সমাজ ও রাজনীতি, আলেয়া বুকডিপো, ঢাকা, ২০০৯।

৮. মানিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের উপন্যাস: লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৮।

৯. মুশফিকুর রহমান, আতাউর রহমানের কবিমানস ও কাব্যসাধনা, গ্রন্থকুটির, ঢাকা, ২০১৬।

১০. জেসমিন সুলতানা পপি, ফলবতী বৃক্ষের নিচে, বনলতা প্রকাশনী, রাজশাহী, ২০১৩।

১১. প্রমথ চৌধুরী, প্রবন্ধসংগ্রহ, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৪।

১২. সুজা উদ-দৌলা, আবুল হোসেনের কবিতা, নিমফিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৩।

১৩. সুখময় বিপলু, চিন্ময় বিশ্বাসে আমি, অমরাবতী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়রি ২০১৮।

সাহিত্য-সংস্কৃতি : সাময়িকপত্র সম্পাদনা

অনীক মাহমুদ একজন সাহিত্য-সংস্কৃতির সেবক হিসেবে সাহিত্যের বিকাশ ধারায় অংশীদারিত্ব বজায় রাখতে চেয়েছেন। এজন্য পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি এগিয়ে এসেছেন। ১৯৭৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে 'অক্টোপাস' নামে একটি ফোল্ডার পত্রিকা সম্পাদনার মধ্য দিয়ে তাঁর মুদ্রিত পত্রিকা সম্পাদনা শুরু হয়। এর আগে ১৯৭৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির পাঠকক্ষের বারান্দায় হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকার নাম ছিল 'অনীক মাহমুদের একক খবরাখবর'। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাহ্নপা সাহিত্য চক্রের মুখপত্র রুদ্রের তৃতীয় সংখ্যা ডিসেম্বর ২০০৩, চতুর্থ সংখ্যা ২০০৫-এর তিনি প্রধান সম্পাদক ছিলেন। রাজশাহী থেকে প্রকাশিত কবি ও কবিতা বিষয়ক অনিয়মিত পত্রিকা 'পাণ্ডব'-এর প্রথম সংখ্যা ডিসেম্বর ২০০৩, দ্বিতীয় সংখ্যা জুন ২০০৪, তৃতীয় সংখ্যা ডিসেম্বর ২০০৪, চতুর্থ সংখ্যা এপ্রিল ২০০৫ জুলফিকার মতিন ও অন্যান্যদের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনা করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা পত্রিকা 'সাহিত্যিকী'র ৩৮তম সংখ্যাটি (জুন, ২০০৭) খন্দকার ফরহাদ হোসেন নামে সম্পাদনা করেছেন। 'গবেষণা পত্রিকা' কলা অনুষদের ভল্যুম ২০, ২০১৪-২০১৫, ভল্যুম ২১, ২০১৫-২০১৬ খন্দকার ফরহাদ হোসেন নামে সম্পাদনা করেছেন।

সাহিত্য-সংস্কৃতি : প্রচার মাধ্যম, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও বক্তৃতা প্রসঙ্গ

সাহিত্য-সংস্কৃতিক বিষয়ক নানান সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা অনুষ্ঠানে কখনো প্রবন্ধ উপস্থাপক, কখনো প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, কখনো প্রধান আলোচক কিংবা আলোচক হিসেবে অনীক মাহমুদ বরাবর অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ সব ক্ষেত্রেও তাঁর সিরিয়াস মনোযোগ লক্ষ করা গেছে। বাংলাদেশ বেতার রাজশাহীর সঙ্গে ১৯৭৮ সাল থেকে তিনি যুক্ত রয়েছেন। যুবসমাজের জন্য নবারুণ অনুষ্ঠান দীর্ঘদিন তিনি পরিচালনা করেছেন। কবি ও সাহিত্যিকদের জন্মবার্ষিকী-মৃত্যুবার্ষিকী ও মাসিক সাহিত্যাসরের অনেক অনুষ্ঠানের তিনি সফল পরিচালক। একজন সফল গীতিকার হিসেবে তাঁর রচিত ও প্রচারিত গীতি-আলেখ্য বরাবরই শ্রোতৃনন্দিত হয়েছে। রেডিও বাংলাদেশ রাজশাহীতে প্রচারিত অনীক মাহমুদের গীতি-আলেখ্যের মধ্যে নববর্ষের গীতি-আলেখ্য ১. 'হে চঞ্চল হে দুরন্ত' (১৪-৪-১৯৮৯তে প্রচারিত), ২. 'অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা (১৪ই এপ্রিল ২০০০-এ প্রথম প্রচারিত), ৩. 'নূতন বছরেরে বরণ করি', ৪. অমর শহীদ দিবসের গীতি-আলেখ্য 'মায়ের ভাষা' (প্রচারিত ২১-২-৯০), ৫. বিজয় দিবসের গীতিনকশা 'নবদিগন্ত' (১৬-১২-১৯৯১-এ প্রচারিত), ৬. পবিত্র আশুরার গীতি-আলেখ্য 'ফোরাতের তীরে শুনি' (২৩শে জুলাই ১৯৯১-এ প্রচারিত), ৭. ঈদুল আযহার গীতি-আলেখ্য 'খুলে দাও দখিন দুয়ার' (১৮-৪-১৯৯৭-এ প্রচারিত), ৮. স্বাধীনতা দিবসের গীতি-আলেখ্য 'চেতনায় স্বদেশ তুমি' (২৬-৩-২০০১-এ প্রচারিত), ৯. ১৬ই ডিসেম্বর ২০০৯ প্রচারিত "বিজয় পতাকা উড়ছে ওই", ১০. ২৬শে মার্চ, ২০০৯ এ প্রচারিত "ও আমার বাংলাদেশ", ১১. নববর্ষের গীতি-আলেখ্য,"নব আনন্দে জাগি" (১৪-৪-২০১০ ১লা বৈশাখ ১৪১৭তে প্রচারিত), ১২. ২৬শে মার্চ ২০১১তে প্রচারিত "লক্ষ প্রাণের চাওয়া", ১৩. ১৬ই ডিসেম্বর ২০১১তে প্রচারিত "বিজয়ের স্বপ্নগাথা", ১৪. ১৫ই আগস্ট ২০১০ এ প্রচারিত "বাঙালির বঙ্গবন্ধু", ১৫. 'তুমি অম্লান' (বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গীতিআলেখ্য) ১৭.৩.২০১৪, ১৬. ২১-২-২০১৮ তে প্রচারিত "একুশ আমার অহংকার" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সভা-সমিতি ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অনীক মাহমুদ বরাবরই অংশগ্রহণ করেছেন। একজন সফল বক্তা হিসেবে সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সভা-সমিতিতে তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে যোগদান করেছেন। এ প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত। নিচে তাঁর এ কর্মকাণ্ডের সামান্য কয়েকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলো :

সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ (আংশিক)

১. উপস্থাপিত প্রবন্ধ : 'বাংলাদেশ আমলে রাজশাহীতে সাহিত্যচর্চা'। রাজশাহী বই মেলায় (৪ঠা জুলাই-১২ই জুলাই ১৯৯৩) আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত। স্থান : টিটি কলেজ। তারিখ : ১২ই জুলাই ১৯৯৩।

২. উপস্থাপিত প্রবন্ধ : "হৃৎপিণ্ডের মতো ফুঁড়ি ফেটে বনে বনে ক্ষেপেছে শিমুল একটি পর্যালোচনা।" মিজানুর রহমান রচিত 'হৃৎপিণ্ডের মতো ফুঁড়ি ফেটে বনে

বনে ক্ষেপেছে শিমুল' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত। শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, রাজশাহী। তারিখ : ১৬ই এপ্রিল, ১৯৯৪।

৩. উপস্থাপিত প্রবন্ধ : "রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রত্যয়"। রবীন্দ্র-প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বাংলা সমিতি বাংলা বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে পঠিত। তারিখ : ২৭শে আগস্ট, ২০০০।

৪. উপস্থাপিত প্রবন্ধ : "রাজনীতির মুকুটহীন সম্রাট- একটি পর্যালোচনা"। মর্জিনা পারভীন রচিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : রাজনীতির মুকুটহীন সম্রাট' এর প্রকাশনা উৎসবে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত। স্থান : টিটি কলেজ মিলনায়তন। তারিখ : ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০০১।

৫. উপস্থাপিত প্রবন্ধ : "রাশেদা খালেক এর আমার দেখা জেনেভা ও প্যারিস"। অধ্যাপিকা রাশেদা খালেক বিরচিত "আমার দেখা জেনেভা ও প্যারিস" গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত। স্থান : রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার মিলনায়তন। তারিখ : ৩০শে জুলাই, ২০১০।

৬. উপস্থাপিত প্রবন্ধ : "মানবতাবাদ, মানবাধিকার : রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন ও রমাঁরলাঁ এবং একাল"। অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও অমর একুশে অনুষ্ঠানমালা উপলক্ষে বাংলা একাডেমী আয়োজিত সেমিনারে পঠিত। স্থান : বাংলা একাডেমী মঞ্চ। তারিখ : ২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০১১।

৭. উপস্থাপিত প্রবন্ধ : "গণতন্ত্রের বিকাশে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম"। রাজশাহী জেলা প্রশাসন ও সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত রাজশাহী সংস্কৃতি উৎসবের সেমিনারে পঠিত। স্থান : গ্রীন প্লাজা। তারিখ : ১৯শে মার্চ ২০১১।

সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা (আংশিক)

৮. শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের রাজশাহী সম্মিলিত সাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত ৫ দিনব্যাপী রবীন্দ্র-মেলার সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে "রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা" শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান, ১১ই মে, ১৯৯৪।

৯. শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রে রাজশাহী সম্মিলিত সাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত ৫ দিনব্যাপী নজরুল মেলায় নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তৃতা প্রদান, ২৯শে মে, ১৯৯৪।

১০. রাজশাহী সাহিত্য পরিষদের লেখক সম্মেলন ১৯৯৬-এ 'সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা কবিতার পাঠকপ্রিয়তা হ্রাস' শীর্ষক সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তৃতা প্রদান, ১৫ই নভেম্বর ১৯৯৬।

১১. বিজয় মঞ্চ ৯৬-এ বাড়িগ্রাম সাহিত্যভবন ও শিক্ষাসংঘ আয়োজিত হাটগাঙ্গোপাড়ায় 'মুক্তিযুদ্ধ : সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে নির্ধারিত প্রধান আলোচক হিসেবে দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

১২. জয় বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট রাজশাহী বঙ্গবন্ধুর ৭৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় নির্ধারিত আলোচক হিসেবে 'স্বাধীনতা-উত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলন' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান, ২১শে মার্চ ১৯৯৮, শহীদ মিন্টু চত্বর, রাজশাহী।

১৩. মুক্তচিন্তা পরিষদ রাজশাহী আয়োজিত শওকত ওসমান স্মরণ সভায় নির্ধারিত প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তৃতা প্রদান, ২৮শে মে ১৯৯৮।

১৪. পুঠিয়া সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী ও কল্পন পত্রিকার প্রকাশনা উৎসবে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান, ১০ই জুন ২০০০।

১৫. ১২ জানুয়ারি ২০০১ পুঠিয়া সাহিত্য সম্মেলনে কবিতা পাঠ সেশনের প্রধান অতিথি।

১৬. মযহারুল ইসলাম ফোকলোর ইন্সটিটিউট শক্তিপুর সাজাদপুর পাবনায় 'মৃত্যুঞ্জয় মযহারুল ইসলাম' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান, ৪ঠা মার্চ ২০০৫।

১৭. মনোরঞ্জন নন্দী রচিত 'সবুজ দ্বীপের ইতিকথা' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে নির্ধারিত প্রধান আলোচক হিসেবে যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান। ভোলানাথ হিন্দু একাডেমী, ১১ই মার্চ ২০০৫।

১৮. জাতীয় প্রেসক্লাবে সেন্টার পর বাংলাদেশ কালচার আয়োজিত হাসান আজিজুল হক সংবর্ধনা সভায় আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বক্তৃতা প্রদান, ২৩ই সেপ্টেম্বর ২০০৫।

এই অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে তিনি 'আকাশ বাসর' নামক একটি কবিতা রচনা করেন।

১৯. মেট্রোপলিটন প্রেসক্লাব রাজশাহী আয়োজিত কবি শামসুর রাহমানের ওপরে আলোচনা সভায় বিশেষ নির্ধারিত অতিথি হিসিবে যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান, ২৫শে আগস্ট ২০০৬।

২০. জাতীয় কবিতা পরিষদ ঢাকা আয়োজিত ২০০৭-এর কবিতা উৎসবের সেমিনারে মুহম্মদ নূরুল হুদা কর্তৃক উপস্থাপিত 'আন্দোলনের কবিতা : সাম্প্রদায়িকতা ও স্বৈরতন্ত্র' শীর্ষক প্রবন্ধের ওপরে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তৃতা প্রদান, ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

২১. কেশরহাট ডিগ্রি কলেজে অমর ভাষা দিবস ও বইমেলা উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে নির্ধারিত প্রধান আলোচক হিসেবে ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান, ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

২২. বাড়িগ্রাম সাহিত্যভবন ও শিক্ষাসংঘ-এর উদ্যোগে হাটগাঙ্গোপাড়ায় নববর্ষ ১৪১৫ উপলক্ষে নির্ধারিত প্রধান আলোচক হিসেবে 'নববর্ষ ও বাঙালি' বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান, ১৫ই এপ্রিল ২০০৮।

২৩. বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ রাজশাহী শাখা আয়োজিত 'আপন ভূবনে বৈরী বাতাস' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান ও গ্রন্থটি সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান, ২২শে আগস্ট ২০০৮।

২৪. রাজশাহী সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত সিরাজুন নাহার সাথীর প্রকাশিত গ্রন্থের আলোচনা অনুষ্ঠানে 'নির্বাচিত প্রেমের কবিতা' সম্পর্কে বক্তৃতা। স্থান : চেম্বার ভবন, রাজশাহী । তারিখ : ২৩শে আগস্ট ২০০৮।

২৫. মাহতাব উদ্দিনের উপন্যাস 'একাত্তরের জবানবন্দি'র প্রকাশনা উৎসবে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তৃতা প্রদান। স্থান : রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার। তারিখ : ১লা ডিসেম্বর ২০০৮।

২৬. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন কমপ্লেক্স এ ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল রচিত 'বাউল' উপন্যাসের প্রকাশনা উৎসবে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তৃতা প্রদান। ১৯শে আগস্ট ২০০৯।

২৭. ড. রকিবুল হাসান রচিত, 'কয়ায় রবীন্দ্রনাথ, বাঘা যতীন এবং প্রাজ্ঞজন ও 'দুঃখময়ী শ্যামবর্ণ রাত' এর প্রকাশনা উৎসবে নির্ধারিত অলোচক হিসেবে বক্তৃতা। স্থান : বিগ আড্ডা, গুলশান, ঢাকা। তারিখ : ১০ই আগস্ট, ২০০৯।

২৮. রাজশাহীর প্রয়াত কবি হামিদুল হক স্মরণে আয়োজিত সেমিনার ও আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান : স্থান : সাফা ওয়াং চাইনিজ রেস্টুরেন্ট অডিটোরিয়াম। তারিখ : ২০শে আগস্ট ২০০৯।

২৯. নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকার উদ্যোগে বিভাগীয় নজরুল সম্মেলন রাজশাহীর চতুর্থ অধিবেশনে 'স্বাধীনতার কবি নজরুল' শীর্ষক সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তৃতা। স্থান : কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। তারিখ : ১৭ই জানুয়ারি ২০১০।

৩০. আমরা ক'জন স্পোর্টিং ক্লাব বাগাতিপাড়া, নাটোর আয়োজিত অমর একুশের বইমেলা ২০১০ এর উদ্বোধক। স্থান : বাগাতিপাড়া পাইলট হাইস্কুল মাঠ।

৩১. রাজশাহী সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত মনোরঞ্জন নন্দীর 'মামার গল্প' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান। স্থান : বি.বি. হিন্দু একাডেমী, রাজশাহী। তারিখ : ৭ই মে ২০১০।

৩২. বরেন্দ্র নন্দিনী সাহিত্য ও পাঠচক্র রাজশাহীর চতুর্দশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১০ সম্মাননা প্রদান পর্বের প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান। স্থান : অনুরাগ কমিউনিটি সেন্টার, রাজশাহী। তারিখ : ২৯শে অক্টোবর ২০১০।

৩৩. রাজশাহী কবিতা মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে "রাজশাহীর কবি ও কবিতা : অতীত ও বর্তমান" শীর্ষক আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তৃতা। স্থান : জেলা পরিষদ মিলনায়তন। তারিখ : ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০১১।

৩৪. রাজশাহী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকীর আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ। স্থান : শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তন, রাজশাহী। তারিখ : ৮ই মে ২০১১।

৩৫. কবি আতাউর রহমান জন্মোৎসব উদযাপন পরিষদ আয়োজিত কবি আতাউর রহমানের ৮৬তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান ও আতাউর রহমানের সাহিত্যকৃতি নিয়ে বক্তৃতা প্রদান। স্থান : আক্কেলপুর আদর্শ ক্লাব, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট। তারিখ : ২০শে মে ২০১১।

৩৬. নজরুল একাডেমী, রাজশাহীর উদ্যোগে নজরুলের ১১২তম জয়ন্তীতে নির্ধারিত বিশেষ আলোচক হিসেবে বক্তৃতা প্রদান। স্থান : জেলা পরিষদ মিলনায়তন। তারিখ : ২৫শে মে ২০১১।

৩৭. বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ আয়োজনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে নির্ধারিত কবি হিসেবে কবিতা পাঠ। স্থান : জেলা পরিষদ মিলনায়তন, রাজশাহী। তারিখ : ৩রা জুন ২০১১।

৩৮. রাজশাহী সাহিত্য পরিষদের রানার লেখক সম্মেলনের ৪র্থ অধিবেশনে "৪৭ উত্তর বাংলাদেশের কবিতায় স্বদেশপ্রেম" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান ও বক্তৃতা। স্থান : ইয়াং কিং কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তন। তারিখ : ২৪শে ডিসেম্বর ২০১১।

৩৯. রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলা "মুক্তিযুদ্ধের বই" শীর্ষক আলোচনায় নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তৃতা প্রদান। স্থান : রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল। তারিখ : ২৬শে ডিসেম্বর ২০১১।

৪০. রাজশাহী সংস্কৃতি উৎসব ২০১২-এর 'আবহমান বাংলা ও চিরায়ত বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আলোচনায় নির্ধারিত আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ। স্থান : গ্রিন প্লাজা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন। তারিখ : ১৭ই মার্চ ২০১২।

৪১. বাংলা বিভাগ, বাংলা সমিতি ও বাংলা গবেষণা সংসদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত রবীন্দ্রসার্ধশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব ও বক্তৃতা প্রদান। স্থান : কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তন। তারিখ : ৫ই এপ্রিল ২০১২।

৪২. বাগমারা উপজেলা শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর নবীন বরণ, বিদায় সংবর্ধনা ও কৃতী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান '১২ অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব ও পালন বক্তৃতা প্রদান। স্থান : কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। তারিখ : ১৯শে মে ২০১২

৪৩. রাজশাহী সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রণীত 'পতিংবরা' উপন্যাসের প্রকাশনা উৎসবে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান ও উদ্দিষ্ট গ্রন্থবিষয়ে বক্তৃতা প্রদান। স্থান : টিটি কলেজ মিলনায়তন, তারিখ : ১৮ই জুলাই ২০১২।

৪৪. প্রত্যাশা লেখক পরিষদের ১৭ বছর পূর্তি ও গুণীজন সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান। স্থান : অনুরাগ কমিউনিটি সেন্টার, রাজশাহী। তারিখ : ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১২।

৪৫. রাখাল দাশ বিদ্যানিকেতনের সিলান্যাস ও দুঃস্থদের মর্ধে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৩। অনুষ্ঠানে সভাপতির অভিভাষণ প্রদান। স্থান : সৈয়দপুর মচমইল, বাগমারা, রাজশাহী। প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক এমপি, বিশেষ অতিথি হাসান আজিজুল হক। আলোচক ড. নিশীথ কুমার পাল ও প্রফেসর মলয় কুমার ভৌমিক। স্থান: সৈয়দপুর, মচমইল, বাগমারা, রাজশাহী। সময়: বৃহস্পতিবার, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১০১৩।

৪৬. শহীদ কামাল খাঁ স্মৃতিপদক প্রদান ও প্রকাশনা উৎসব ২০১৩তে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা ও বক্তৃতা প্রদান। স্থান: চেম্বার ভবন অডিটোরিয়াম। সময়: ১০ই মে ২০১৩, বিকেল ৩:৩০ মিনিট।

৪৭. কবিকুঞ্জ কবিতা মেলা ২০১৪ এর দ্বিতীয় অধিবেশন প্রথম পর্বে রাজশাহীর কবিদের কবিতা: ভূমিকাপর্ব সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তৃতা প্রদান। স্থান: শাহমখদুম কলেজ চত্বর। সময়: ১৫ই মার্চ ২০১৪ বিকেল ৪-৬টা, শনিবার।

৪৮. গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত দুই বাংলার কবিতা উৎসব ২০১৪ তে ডিন কলা অনুষদ, রাবি ডীন পাদবিকতায় অতিথি হিসেবে যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান। স্থান: রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড মডেল স্কুল এন্ড কলেজ মিলনায়তন, রাজশাহী। সময় ও তারিখ: ২৭শে জুন ২০১৪, শুক্রবার সকাল ৯ ঘটিকা।

৪৯. চারুকলা বিভাগ রাবি আয়োজিত জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ" শীর্ষক চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডীন হিসেবে বিশেষ অতিথির বক্তব্য উপস্থাপন। স্থান: চারুকলা বিভাগ। সময়: ১৮ই আগস্ট ২০১৪, সকাল ১০ টা।

৫০. রাশেদা খালেক প্রণীত 'কান পেতে রই' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তৃতা প্রদান। তারিখ: ৫ই ডিসেম্বর ২০১৪। স্থান: কনফারেন্স রুম, নর্থবেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। শুক্রবার বিকাল ৪ টায়।

৫১. বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, রাজশাহীর ৩২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান এবং বক্তৃতা প্রদান। তারিখ: ২৩শে জানুয়ারি ২০১৫, শুক্রবার সকাল ৯.৩০। স্থান: ১২১ নং কক্ষ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৫২. 'বৈচিত্র্যে ঐক্যের অন্বেষা' শীর্ষক দুদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সাহিত্য কনফারেন্স কমিটির সভাপতি হিসেবে উদ্বোধনী পর্বে সভাপতির লিখিত অভিভাষণ প্রদান। সময়: ১৩-১৪ইং মার্চ ২০১৫। স্থান: সিনেট ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। আয়োজক বাংলা গবেষণা সংসদ ও বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৩. বঙ্গবন্ধু আবৃত্তি পরিষদ রাজশাহী আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৬তম জয়ন্তীতে সভাপতি হিসেবে যোগদান এবং বক্তৃতা প্রদান। স্থান: রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার। সময়: ১৮ই মার্চ ২০১৫, বিকেল ৪.৩০।

৫৪. অনির্বাণ প্রকাশের উদ্যোগে আয়োজিত কবি মঞ্জুর রহমান বাবুর ১ম মৃত্যুবার্ষিক ও গুণীজন সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান। স্থান: মডার্ন টাওয়ার, বানেশ্বর। সময়: ১৭ই এপ্রিল ২০১৫।

৫৫. রাজশাহী সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত রানার লেখক সম্মেলন ২০১৫-এর তৃতীয় অধিবেশনের 'বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য উপস্থাপন। স্থান: ইয়াংকিং কমিউনিটি সেন্টার, কাজীহাটা, রাজশাহী। সময়: ৯ই মে ২০১৫।

৫৬. নজরুল মঞ্চ নাটোর আয়োজিত জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের ১১৬ তম জয়ন্তীতে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান। স্থান: নবাব সিরাজ উদ দৌলা সরকারী কলেজ অডিটোরিয়াম। সময় ও তারিখ: ২৬শে মে ২০১৫, মঙ্গলবার সন্ধ্যে ৭.১৫।

৫৭. আইবিএস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ১৪টি বইএর প্রকাশনা উৎসবে 'বাংলা সাহিত্য: স্টীক গ্রন্থপঞ্জি' গ্রন্থ সম্পর্কে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তৃতা প্রদান। স্থান: আইবিএস সেমিনার মিলনায়তন। সময় ও তারিখ: ১৮ই জুন ২০১৫ বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা।

৫৮. ড. খন্দকার রেজাউল করিম এমিরিটাস প্রফেসর ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র প্রণীত 'কোয়ান্টাম রাজ্যে ডালিম কুমার' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে কলা অনুষদের ডীন ও নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তৃতা প্রদান। ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০১৬, বিকেল ৫টা। স্থান: রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার। সভাপতি প্রফেসর সুব্রত মজুমদার, অন্য আলোচক প্রফেসর অরুণ কুমার বসাক, এমিরিটাস প্রফেসর, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৯. চলনবিল মেধাবিকাশ ফাউন্ডেশন, খুবজীপুর, নাটোর এর যুগপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান। তারিখ: ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬। স্থান: খুবজীপুর, নাটোর।

৬০. শাপলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত 'শাপলা কুঁড়ি' পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা প্রদান। স্থান: কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী। সময় ও তারিখ: ২০ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

৬১. তৃতীয় অধিবেশনে কবিতা পাঠের আসরে সভাপতি হিসেবে বৃত হয়ে বক্তৃতা প্রদান। স্থান ও সময়: ৪ঠা মার্চ ২০১৭ রোজ শনিবার, দুপুর ২.৫০ মিনিট। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. চন্দন আনোয়ার, সুখেন মুখোপাধ্যায়, কবি মোস্তাক রহমান প্রমুখ।

৬২. শেরপুর সাহিত্যচক্রের ৩২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা প্রদান। স্থান: উপজেলা অডিটোরিয়াম, শেরপুর, বগুড়া। তারিখ: ১৫ই জুলাই, শনিবার ২০১৭।

৬৩. রবীন্দ্রনাথের ৭৭ তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ও বাংলা সমিতি আয়োজিত অনুষ্ঠানের নির্ধারিত প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তৃতা প্রদান। স্থান: শহীদুল্লাহ কলাভবন ১৫০নং কক্ষ। ৬ই আগস্ট, রোববার, ২০১৭।

৬৪. শ্রী রাখালচন্দ্র দাশ বিদ্যানিকেতন, বাগমারা, রাজশাহী আয়োজিত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান। এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন হাসান আজিজুল হক। স্থান: রাখালদাশ চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র ও বিদ্যানিকেতন, বাগমারা, রাজশাহী। তারিখ: ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭।

৬৫. 'প্রফেসর আব্দুল খালেক আশি বছরপূর্তি সংবর্ধনাগ্রন্থ' এর প্রকাশনা উৎসবে আমন্ত্রিত আলোচক হিসেবে বক্তৃতা প্রদান। স্থান: নর্থবেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কনফারেন্স রুম। তারিখ: ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।

৬৬. বাংলা বিভাগ রাবি আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতীয় শহিদ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানে নির্ধারিত প্রধান বক্তা হিসেবে একুশের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তৃতা প্রদান। প্রধান অতিথি মাননীয় উপ-উপাচার্য ড. আনন্দ কুমার সাহা। স্থান: শহীদুল্লাহ কলাভবন ১৫০ নং কক্ষ। ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮, সকাল ১০টা।

সংবর্ধন, সম্মাননা ও পুরস্কার

খুব ছোটবেলা থেকে নানা বিষয়ে আগ্রহ ও কর্মপ্রাণনা অনীক মাহমুদের মধ্যে ছিলো। শৈশব-কৈশোরে ঘুড়ি ওড়ানো, মাছ ধরা, খেলাধুলা, নাটকে অভিনয়, পড়াশুনায় শ্রেণিকক্ষে প্রথম হওয়া বিচিত্র বিষয়ে তাঁর ব্যুৎপত্তি লক্ষ করা গেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। ফলে ছোটবেলা থেকে নানা কাজের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সাহিত্যচর্চা করতে গিয়েও তিনি বিদগ্ধজনের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হন। সাহিত্যচর্চায় তিনি যে বরাবর পজিটিভ ও প্রতিশ্রুতিশীল ছিলেন তা পুরস্কার প্রাপ্তি ও সম্মাননা প্রাপ্তির মধ্যে উপলব্ধি করা যায়। শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের প্রথম পর্যায়ে রাজশাহী কলেজ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরকুঁড়ির মেলা, উত্তরা সাহিত্য মজলিস, উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, হিলালী স্মৃতি সংসদ, রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ইন্সিউরেন্স একাডেমী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও নাটক রচনার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। স্থানীয় পুরস্কারের সঙ্গে স্থানীয় সম্মাননা-সংবর্ধনাও তাঁর ললাটে কম জোটেনি। ছাত্রজীবনে অনার্সে প্রথম শ্রেণি প্রাপ্তি উপলক্ষে রানীনগর পদ্মা সাধারণ গ্রন্থাগার তাঁকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। ১৯৮১ সালে স্পন্দন সংসদ পুরস্কার লাভ করার পর রাজশাহী রবিবাসরীয় সাহিত্য সংসদ (১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা প্রদান করে ১লা

মার্চ ১৯৮১ সালে। তার আগে একই প্রতিষ্ঠান অনার্সে প্রথম শ্রেণি প্রাপ্তির জন্য ১৪.০৫.১৯৮৩ সালে সংবর্ধনা ও অভিনন্দনপত্র প্রদান করে। অনুরূপভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগমারা শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি ১৯৯৪ সালের ১১ই নভেম্বর পিএইচ.ডি. প্রাপ্তি উপলক্ষে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ড. গোলাম সাকলায়েন এম.এ.তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হবার জন্য তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ তারিখে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করেন। ২০০৮ সালের ২১শে নভেম্বর অনীক মাহমুদ তাঁর জন্মের ৫০ বছর পূর্ণ করেন। তদুপলক্ষে 'কাহ্নপা সাহিত্যচক্র' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিহাস কমিউনিটি সেন্টারে ঐদিন এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর আব্দুল খালেক, প্রফেসর রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, জুলফিকার মতিনসহ লেখক, কবি, বুদ্ধিজীবী, অনুরাগী ও ছাত্র-ছাত্রীরা। কবিকে জানানো হয় ফুলের সম্ভাষণ। অনুষ্ঠানে এম, ফেরদৌস নয়নের সুরে কবির ১২টি গান পরিবেশিত হয়। কবির কাব্য থেকে আবৃত্তি করে শোনান কাহ্নপা সাহিত্যচক্র ও স্বননের আবৃত্তি শিল্পীরা। এ উপলক্ষে কাহ্নপা সাহিত্যচক্র 'রুদ্র' অনীক মাহমুদ সংখ্যা প্রকাশ করে। ৪৬৭ পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যায় ৭৬ জন লেখক শুভেচ্ছা, স্মৃতিবন্ধ, নিবেদিত পংক্তিমালা, কাব্য, প্রবন্ধগ্রন্থ ও শিশুসাহিত্যের মূল্যায়ন প্রভৃতি পর্যায়ে লেখনী সঞ্চালন করেছেন। এখানে কবিকে লেখা সমকালীন কবি-শিল্পী-লেখকদের ৫০টি পত্র ছাপা হয়েছে। সংখ্যাটিতে অনীক মাহমুদের নানা পর্যায়ের ছবি এবং জীবনপঞ্জি ছাপা হয়েছে। রুদ্র অনীক মাহমুদ সংখ্যায় শুভেচ্ছা ও স্মৃতিবন্ধ অংশে লিখেছেন :

জাফর তালুকদার, এম. এ. কাইউম, সারোয়ার আলম সরদার, তারিক-উল-ইসলাম, বি. এম. ওয়াহিদ মুরাদ, মুমিনা দেয়াসিনী, কাজী শওকত শাহী, মনোরঞ্জন নন্দী, সোলায়মান সুমন, জ্যোৎস্না লিপি ও মাইকেল মামুন উজ্জ্বল।

নিবেদিত পংক্তিমালা অংশে অনীক মাহমুদকে লক্ষ্য করে কবিতা লিখেছেন : মোহাম্মদ কামাল, সুজন হাজারী, আরিফুল হক কুমার, মাহতাব উদ্দিন, ওয়ালী কিরণ, আবু মুসা বিশ্বাস, প্রত্যয় জসীম, পূরবী যাফর, হাবিবুর রহমান হাবু, আশরাফুল আলম পিন্টু, সিরাজুদ্দৌলাহ্ বাহার, আশরাফুল আশেকীন, চিনু কবির, জামাল দ্বীন সুমন, মুস্তাক রহমান, মঞ্জুর রহমান বাবু, রাশেদা খালেক, ফারুক-উজ্জামান, নূরউল ইসলাম, আবদুল করিম, সুলতান মাহমুদ বাবুল, শামীম হোসেন, চামেলী রায়, ইশতিহার আলম ও আসাদুল্লাহ মামুন।

কাব্যলোক বিবেচনা অংশটি মূলতঃ কাব্যের মূল্যায়ন। এই অংশের লেখকরা হলেন : আমিনুর রহমান সুলতান, ড. ফাল্গুনী রাণী চক্রবর্তী, এম. আবদুল আলীম, মুশফিকুর রহমান, আজিজুর রহমান দ্বীপু, রুবেল আনছার, অনুপম হাসান, ফজলুল হক তুহিন, তামিজ উদ্দীন, জুয়েল কিবরিয়া, মাসুদ শামস আল দীন সুমন, শেখ সাদী, হাসান মুমিন, সৈয়দ তৌফিক জুহরী, তাহমিনা তানিয়া, নীলিমা আফরোজ ও বর্ষা জহীন।

গীতলোক অংশে অনীক মাহমুদের গান বিশ্লেষিত হয়েছে। এখানে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা হলেন : চন্দন আনোয়ার ও সুমাইয়া খানম।

প্রবন্ধলোকে তাঁর গদ্য সম্পর্কে বলেছেন : শহীদ ইকবাল, সালিম সাবরিন, বেলাল হোসেন, আমির আজাদ, মানিক শামস, তুহিন ওয়াদুদ, মো. আইয়ুব আলী, খায়রুল আলম, তবিবুর রহমান, দেওয়ান রনি, মিন্টু দে, গৌতম দত্ত ও জে. এম. জাহাঙ্গীর।

শিশুসাহিত্যলোক অংশে লিখেছেন : হুমায়ুন কবীর, মেঘদূত ও জাকিয়া সুলতানা।

বিশেষ রচনা পর্বে লিখেছেন : অনীক মাহমুদ নাটকীয় ফর্মে আত্মজীবনীর কিছু লেখচিত্র উপস্থাপন করেছেন। একটি টেলিকনফারেন্স অথবা আত্মসমীক্ষার রূপভাষ্য শীর্ষক লেখাটিতে।

সাক্ষাৎকার পর্বে 'অনীক মাহমুদের মুখোমুখি' শীর্ষক একটি সাক্ষাৎকার পত্রস্থ হয়েছে।

'পত্রলোক : সময়ের তর্জনী' শীর্ষক সাহিত্যসহযাত্রীদের পত্র অংশে মুদ্রিত হয়েছে ৪৮ জন লেখেকের পত্র।

চিত্রলোক-এ 'অনীক মাহমুদ : ছবির মুকুরে স্মৃতির দুপুর' শীর্ষক পর্বে অনীক মাহমুদের নানা পর্যায়ের ছবি মুদ্রিত হয়েছে।

জীবনপঞ্জি অংশে অনীক মাহমুদের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি পরিবেশিত হয়েছে।

২

কবি অনীক মাহমুদের পঞ্চাশৎ জয়ন্তী উপলক্ষে অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী পরিষদ সংবর্ধনা ও স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করে। এই জয়ন্তী পরিষদের উদ্যোগে এবং ড. সরওয়ার মুর্শেদ, ড. শহীদ ইকবাল ও ড. গীতিময় রায় এর সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা পরিষদ 'সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির সম্পাদক ড. শহীদ ইকবাল। এই জয়ন্তী পরিষদ ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০০৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ভবনের ১২১ নং কক্ষে বিকাল ৪টায় কবিসংবর্ধনা ও স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর আবদুল খালেক এবং মোড়ক উন্মোচক ছিলেন বরেণ্য কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি ও কথাশিল্পী জুলফিকার মতিন। 'সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ' শিরোনামের বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬২। এতে দেশ-বিদেশের ১১১ জন খ্যাতিমান কবি, লেখক, বুদ্ধিজীবীর লেখা পত্রস্থ হয়। এখানে আশীর্বচন, পংক্তিসম্ভাষণ, নিত্যবন্ধন, হার্দ্যসন্দীপন, কাব্যমূল্যায়ন-১, কাব্যমূল্যায়ন-২, গীতিসন্দর্শন, গদ্যসমীক্ষণ, সম্পাদনা-পর্যবেক্ষণ, শিশুসাহিত্যবীক্ষণ, অন্যনিরীক্ষণ, পত্রসঞ্চয়ন, চিত্রউন্মীলন, চরিতচয়ন বিভিন্ন পর্যায়ে লেখাগুলো মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থটির শেষে ৩২ জন খ্যাতিমান লেখক -বুদ্ধিজীবীর ৪৯টি পত্র মুদ্রিত হয়েছে। সুবর্ণসমিধ গ্রন্থটিতে আশীর্বচন পর্বে যারা লিখেছেন তাঁরা হলেন : কবীর চৌধুরী, মুস্তাফা নূরউল

ইসলাম, অশ্রুকুমার সিকদার, আনিসুজ্জামান, হাসান আজিজুল হক, সনৎকুমার সাহা, যতীন সরকার ও নির্মলেন্দু গুণ।

পংক্তিসম্ভাষণ পর্বে লিখেছেন : আতাউর রহমান, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আবুবকর সিদ্দিক, দিলওয়ার, ওমর আলী, মহাদেব সাহা, মাকিদ হায়দার, মাহবুব সাদিক, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মুহম্মদ নূরুল হুদা, মহফিল হক, ইকবাল আজিজ, মোঃ হারুন-অর-রশীদ, গোলাম কিবরিয়া পিনু, খালেদ হোসাইন, রকিবুল হাসান ও নাসিমা আকতার।

নিত্যবন্ধন হার্দ্য সন্দীপন পর্বে লিখেছেন : প্রফেসর আবদুল খালেক, এম. সাইদুর রহমান খান, মোহাম্মদ আবুল ফজল, অধ্যাপক আলতাফ হোসেন, বুলবন ওসমান, আতা সরকার, ফজলুল হক, নাসির আহমেদ, রফিকুর রশীদ, শামসুল আলম সরদার, বিলু কবির, মালেক মেহমুদ, নিরঞ্জন পাল সৈকত, মো. মঞ্জুর রহমান, অধ্যাপিকা রাশেদা খালেক, ঊষা রাণী সরকার, নার্গিস নূরুল্লাহ, মো. ফরহাদ হোসেন ও আজাদ এহতেশাম।

কাব্যমূল্যায়ন-১ পর্বে লিখেছেন : রফিক আজাদ, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণকুমার চক্রবর্তী, সুমিতা চক্রবর্তী, আবু তাহের মজুমদার, জুলফিকার মতিন, মুহম্মদ রেজাউল হক, মুহম্মদ মিজানউদ্দিন, বিশ্বজিৎ ঘোষ, রফিকউল্লাহ খান, মহীবুল আজিজ, রাশিদ আসকারী, বিকাশ রায়, লায়েক আলি খান, জলধি হালদার, মুহম্মদ নূরুল্লাহ, সরওয়ার মুর্শেদ, সৌমিত্র শেখর, স্বরোচিষ সরকার, আবুল হাসান চৌধুরী, সরিফা সালোয়া ডিনা, মোবাররা সিদ্দিকা, সৌভিক রেজা, আমিনুর রহমান সুলতান, মাসুদুল হক, মুহম্মদ হায়দার, আবুদল মজিদ, সাব্বির রেজা, বিভূতিভূষণ মণ্ডল, মাওলা প্রিন্স ও তানভীর দুলাল।

কাব্যমূল্যায়ন-২ পর্বে লিখেছেন : মনিরুজ্জামান, মহাম্মদ দানীউল হক, হাবিব রহমান, রহমান হাবিব ও এম. আবদুল আলীম।

গীতসন্দর্শন অংশে লিখেছেন : লীলাশ্রী বসু, এম. ফেরদৌস নয়ন ও আব্দুল্লাহ ইকবাল।

গদ্যসমীক্ষণ অংশে লিখেছেন : শওকত ওসমান, আতাউর রহমান, আবদুর রহীম খোন্দকার, মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, গোলাম কবির, হরিপদ দত্ত, অমৃতলাল বালা, মো. শহীদুর রহমান, মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, হুমায়ুন মালিক, অনিরুদ্ধ কাহালি, আহমেদ মাওলা, আকতারুজ্জামান শেখ, শিখা সরকার, মতিন রায়হান, মো. হাবিবুর রহমান, মো. সাইদুল ইসলাম ও মোহা. সাইদুর রহমান।

সম্পাদনা-পর্যবেক্ষণ এর লেখক : খন্দকার মো. ফেরদৌস আলম।

শিশুসাহিত্য বীক্ষণ অংশে লিখেছেন : বেলাল হোসেন, রহমান রাজু ও তপন বাগচী।

এবং অন্য নিরীক্ষণ অংশে একমাত্র ইংরেজি প্রবন্ধ Anik Mahmud : A Poet and a Critic এর লেখক হচ্ছেন: Anton Habib.

৩

২০১৫ সালে জুলাই মাসে রুদ্র ৬ষ্ঠ সংখ্যা পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এখানেও অনীক মাহমুদ : সাম্প্রতিক লেখালেখি ও মূল্যায়ন বিবেচনা শীর্ষক একটি ক্রোড়পত্র সংযুক্ত হয় (পৃ. ১০৩-২১২)। এই ক্রোড়পত্রের সূচি হচ্ছে: **মূল্যায়নবিবেচনা:** ড. মো. আবদুল মজিদ, "অনীক মাহমুদের কবিতা: চিরায়ত কালের সুপ্তিবন্ধন"; মানিক শামস, "অনীক মাহমুদের কবিতা: বহুমাত্রিক বিষয়সন্নিধান"। **সাম্প্রতিক লেখালেখি: (কাব্যগ্রন্থ: ২০১১-২০১৪)** সাইদুর রহমান, "শঙ্খিল সপ্তমিকা: বিশ্বসভ্যতা পরিব্রাজনের চিৎ-অভিজ্ঞতা ও নব আঙ্গিকের ঔজ্জ্বল্য"; ড. শিখা সরকার, "হৃৎ-খৈয়ামের রুবাইয়াৎ: হৃৎ-জগতের কাব্যপ্রয়াস"; হামিদুর রহমান, "কান্তবোধি কবিতিকা: শিল্পসুষমার অনন্য স্মারক"; জুয়েল কিবরিয়া, "ভদ্রলোক সংহিতা: মুখোশ মানবের আড়ালে ময়দানব"। **(কাব্যগ্রন্থ: ২০১৫)** ড. আবুল হাসান চৌধুরী, "দিনযাপনের গ্লানিমুক্তির জন্য একজন কবির প্রার্থনা"; ড. বেলাল হোসেন, "বনসাই রূপবন্ধ: রূপের কারিশমা"; ড. মুশফিকুর রহমান, "কালিন্দী-আকাশ কংসগহ্বর: অশুভ মানবসংকট ও উত্তরণের বাতিঘর"; গৌতম দত্ত, "তখনো বৃষ্টি ঝরছিলো: গীতগ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা"। **(প্রবন্ধগ্রন্থ ২০১৪)** গৌতম গোস্বামী, "সিদ্ধির শিখর: কবির অভিযাত্রা: পুনর্মূল্যায়নের পুনর্পাঠ"; সুমন শামস, "সিদ্ধির শিখর: কবির অভিযাত্রা: অন্যনিরীক্ষা"। **(শিশুতোষ গাল্পিকতা: ২০১৪)** আহমদ শরীফ, "গাজীমামার স্বপ্নলোকের গল্প: স্বপ্ন বনাম জীবনময়তা"; তহমিনা তানিয়া, "গাজীমামার ক্ষুদেগল্প: শঙ্খে সমুদ্রনিনাদ"; মাহমুদা আকতার, "গাজীমামার বিচিত্রগল্প: বহুমাত্রিক জীবনদৃষ্টি"; সুজা উদ-দৌলা, "গাজীমামার মুক্তিযুদ্ধের গল্প: ইতিহাস চেতনার স্মারক"; শাহীনুর আক্তার, "নতুন স্বপ্নের আল্পনা: পাঠ-প্রতিক্রিয়া"।

৪

২০১৬ সালে খুলনা থেকে ড. রুবেল আনসারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'রিভিউ' শিরোনামে সমকালীন সাহিত্য সমালোচনামূলক পত্রিকার ২য় সংখ্যা। এখানে অনীক মাহমুদের রচনাসংগ্রহ সম্পর্কে একটি ক্রোড়পত্র সংযুক্ত হয়। এই ক্রোড়পত্রের বিষয় ও সূচি নিম্নোক্ত:

ক্রোড়পত্র: কবি অনীক মাহমুদ রচনাসংগ্রহ

১. কাব্যসংগ্রহ-১ : ড. আবুল হাসান চৌধুরী; ২. কাব্যসংগ্রহ-১: ড. স্বরোচিষ সরকার; ৩. কাব্যসারথি : রুহুল আমিন বাবুল; ৪. ছড়াসংগ্রহ-১ : ড. মো: আজিজুর রহমান দীপু; ৫. ছড়াসংগ্রহ-১ : ড. মুশফিকুর রহমান; ৬. ছোটদের গল্পসংগ্রহ-১ : ড. শিখা সরকার; ৭. ছোটদের গল্পসংগ্রহ-২ : ড. চঞ্চল কুমার বোস; ৮. ছোটদের গল্পসংগ্রহ-৩ : ড. সরওয়ার মুর্শেদ; ৯. ছোটদের গল্পসংগ্রহ-৩ : ড. নূরে এলিস; ১০. প্রবন্ধ সংগ্রহ-১ : ড. বেলাল হোসেন; ১১. প্রবন্ধসংগ্রহ-২ : ড. মোঃ আবদুল মজিদ; ১২. প্রবন্ধসংগ্রহ-৩ : ড. মোহাঃ সাইদুর রহমান; ১৩. প্রবন্ধসংগ্রহ-৪ : ড. অনিরুদ্ধ কাহালি।

৫

২০১৫ সালে অধ্যাপক গাউসুর রহমান 'অনীক মাহমুদের কবিতাযাপনের সূত্র' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঢাকাস্থ গ্রন্থকুটির থেকে প্রকাশিত ৪৬৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে সমালোচক অনীক মাহমুদের কবিসত্তা ও কাব্যিকতা নিয়ে যে আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। এই গ্রন্থটি পাঠ করলে অনীক মাহমুদের কবি স্বভাবের সামগ্রিক উদ্ভাসন লক্ষ করা যাবে। গ্রন্থটির বিষয়সূচি এরকম:

গ্রন্থসূত্র: নান্দীপাঠ; প্রথম অধ্যায় : অনীক মাহমুদের কবিতাযাপন : সূত্রলোক-সন্ধান; দ্বিতীয় অধ্যায় : অনীক মাহমুদের কবিতায় জীবন-জিজ্ঞাসা; তৃতীয় অধ্যায় : অনীক মাহমুদের কবিতায় লোকজ উপাদান; চতুর্থ অধ্যায় : অনীক মাহমুদের কবিতায় প্রেম ও রোমান্টিকতার সন্নিধান; পঞ্চম অধ্যায় : অনীক মাহমুদের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় চৈতন্য ও সমাজভাবনা; ষষ্ঠ অধ্যায় : অনীক মাহমুদের কবিতায় ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব; সপ্তম অধ্যায় : অনীক মাহমুদের কবিতায় রূপের অভিসার : রঙের খেলা; অষ্টম অধ্যায় : অনীক মাহমুদের কবিতায় ভূগোল, ইতিহাসের স্বাক্ষর ও ঐতিহ্যের বিনির্মাণ; নবম অধ্যায় : অনীক মাহমুদের কবিতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ : জীবনের নবায়ন; দশম অধ্যায় : অনীক মাহমুদের কবিতায় শব্দকল্প : নন্দনতত্ত্বের শাসন; একাদশ অধ্যায় : অনীক মাহমুদের কবিতায় প্রকরণ-প্রসাধন : আঙ্গিককুশলতার প্রেক্ষিত; সূত্রলতা-১ : অনীক মাহমুদ : জীবনপঞ্জি; সূত্রলতা-২ : গ্রন্থপঞ্জি।

৬

২০১৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে অনীক মাহমুদের কাব্যসাধনা নিয়ে আরেকটি মূল্যায়নধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. রুবেল আনছার। এ গ্রন্থটির নাম 'অনীক মাহমুদ: কবিসত্তা ও কাব্যকলা'। ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে অনীক মাহমুদের কাব্যসাধনার বহুমাত্রিকতা তুলে ধরা হয়। তার আলোচনার বিষয়গুলো হচ্ছে:

প্রথম অধ্যায় : অনীক মাহমুদ : জীবনালেখ্য; দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের কবিতার গতি-প্রকৃতি ও অনীক মাহমুদের কবিসত্তা; তৃতীয় অধ্যায় : অনীক মাহমুদের কবিতা : বিষয়ে বহুমাত্রিকতা; প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রেম-রোমান্টিকতা ও প্রকৃতিচেতনা; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সমকালীন সমাজ-রাষ্ট্র ও রাজনীতি-ভাবনা; তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা; চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা; পঞ্চম পরিচ্ছেদ : চরিতচর্চা; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : গণচেতনার স্বরূপ; চতুর্থ অধ্যায় : অনীক মাহমুদের কাব্য-পরিক্রমা; পঞ্চম অধ্যায় : অনীক মাহমুদের কাব্যকলার স্বরূপ; উপসংহার; পরিশিষ্ট-১ : অনীক মাহমুদ: জীবনপঞ্জি; পরিশিষ্ট-২ : অনীক মাহমুদের সাক্ষাৎকার; গ্রন্থপঞ্জি।

অনীক মাহমুদ দেশের নানা প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মাননা ও পুরস্কার পেয়েছেন। নিম্নে সাহিত্যসাধনার জন্য পুরস্কার ও সম্মাননা প্রাপ্তির একটি তালিকা প্রদত্ত হল :

১. বাংলাদেশ পরিষদ সাহিত্য পুরস্কার, রাজশাহী বিভাগীয় পর্যায় ১৯৮০ ও ১৯৮২ (কবিতা)।
২. স্পন্দন সংসদ পুরস্কার ১৯৮১।
৩. বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমী পুরস্কার ১৯৮২।
৪. বাংলাদেশ পাবলিক লাইব্রেরী পুরস্কার রাজশাহী বিভাগীয় পর্যায় ১৯৮৫ (কবিতা ও প্রবন্ধ)
৫. জয় বাংলা ঐক্যজোট সম্মাননা রাজশাহী ১৯৯৮।
৬. পুঠিয়া সাহিত্য পরিষদ সম্মাননা ২০০০।
৭. নোঙর সাহিত্য গোষ্ঠী সম্মাননা ২০০৪।
৮. শতাব্দী সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ (যশোর) সম্মাননা ২০১০।
৯. ড. আসাদুজ্জামান সাহিত্য পুরস্কার ২০১১।
১০. কবিকুঞ্জ পদক, ২০১৫।
১১. বাংলাদেশ লেখিকাসংঘ পুরস্কার, রাজশাহী, ২০১৭।
১২. দৃষ্টি সাহিত্য সংসদ পদক, রাজশাহী, ২০১৭।

সুধীজনের অভিমত : পত্র-পত্রিকা (আংশিক)

প্রেম বড়ো স্বৈরতন্ত্রী (১৯৯৫)

১

একটি কবিতা যখন সত্যিকার কবিতা হয়ে ওঠে তখন তা নিয়ে কাউকে সাফাই গাইতে হয় না। সে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে। কুশলী শব্দ সচেতন কবি অনীক মাহমুদের শব্দের অভিজ্ঞান চমৎকার। কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার প্রকরণগত দিকটাও গুরুত্বপূর্ণ। কবিতার শব্দ বিবেচনাবোধ, তাকে উপযুক্ত, অনিবার্যভাবে নান্দনিক করে ব্যবহার করার মধ্য দিয়েই কবির আসল কাজটা সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে কবি সাফল্যজনকভাবে উৎরে গেছেন। কাব্যের মূল বিষয় প্রেম। প্রেমের সর্বজয়ী ভূমিকা। এর সাথে ব্যক্তিজীবনের আশা-নিরাশা, দুঃখবোধ, সামাজিক নিষ্পেষণ, রাষ্ট্র-ইতিহাস-ঐতিহ্য সব বিষয়ের অন্বিষ্টতা ঘটেছে। এই কাব্যের সবচেয়ে বড় গৌরব বোধ করি দেশীয় শব্দের বিরল ব্যবহার। ...কবি অবরুদ্ধ স্বপ্নের বিবসনা নায়িকার খোঁজে ব্যস্ত নন। স্বাভাবিক রাগ-মান-অভিমান, ব্যর্থতা ক্রোধ নিয়েই তার চৌহদ্দি। কবি পরাবাস্তববাদী কবির মতো কল্পনার ইন্দ্রজালে বিহার করেন না। তবুও কবিতাগুলো অপূর্ব দ্যোতনায় দীপ্তিমান।

দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকা, ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪০২, ঢাকা। আলোচক : মোস্তফা তারিকুল আহসান।

২

অনীক মাহমুদ কবিতার মধ্যে প্রেমের রূপটাই দেখানোর চেষ্টা করেছেন, সে রূপের ভিন্নতা অবশ্যই আছে। 'যাহা চাই তাহা পাই না' ধরনের কষ্ট আছে এবং স্ববিরোধিতাও আছে। 'লুকাবো কোথায়' কবিতায় একদিকে তিনি বলছেন- পূর্ণিমার চাঁদ রূপে তোমাকে ঝুলাই যদি স্মৃতির আকাশে। সেখানে জাগতে পারে মেঘেদের রেষারেষি- বাতাসের ডাক/ ঈশানে জমতে পারে বৈরীবজ্রে হাঁকাহাঁকি- ধ্বংসের প্লাবন', কিংবা 'আয়ুর নদীতে তোমাকে বানাই যদি শ্বেত রাজহাঁস/ সেখানেও জল খায় মৃত্যুর বাঘিনী এক দিনমান ভর'। অন্যদিকে ঐ একই কবিতায় বলছেন- 'তার চেয়ে চলো যাই কবিতার নিত্য বৃন্দাবনে/ মর্মরে সাজাবো প্রিয় অনন্তের ঘর/ ভাবের প্রসাদ হয়ে থেকো সেই ঘরহীন ঘরে'। কাকে নিয়ে যেতে চাইছেন, সেই প্রেম, প্রেমের স্বৈরতন্ত্রী প্রত্যাশার ঘরে : এইখানে অনীকের কাব্যমেজাজ সুন্দর গতিতে এগিয়ে চলে।

অর্কেস্ট্রা, ৭ম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৫, বগুড়া। আলোচক : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃ. ১৫৬।

৩

অনীক মাহমুদ এক দ্বন্দ্ব রক্তিম সময়ের কবি। কুশলী কোলাজ শিল্পীর মতো তিনি সমকাল, পুরাণ, বিশ্বের উচ্চাঙ্গ সাহিত্য থেকে, বিজ্ঞান থেকে এবং আটপৌরে সাধারণ জীবন থেকে দেখা ইত্যাদি উপাদান তাঁর কবিতায় সংযোজন করেছেন। ফলতঃ গ্রন্থস্থ কবিতাগুলোর প্রধান উপজীব্য প্রেম হলেও তিনি জীবন উপলব্ধির ভিন্ন ভূ-মণ্ডল সাজিয়ে নিয়েছেন তাঁর কাব্যে। মূলতঃ দুটো মোটা রেখার উপর দিয়ে আমরা তাঁর কবিতাগুলোকে বিশ্লেষণের সূত্রে গ্রথিত করতে পারি। আর তা হচ্ছে, জীবনধারণের জন্য যেমন আমিষ এক কৌণিক প্রয়োজন, তেমনি আত্মার বিকাশের জন্য প্রয়োজন প্রেম। অনীক মাহমুদ, তাঁর কাব্যে আমিষের অন্তরাখ্যান করেছেন সমাজতাত্ত্বিকের মতো, শৈলবিদের মতো প্রেমানুভূতির বিভিন্ন অনুষঙ্গগুলো আত্মার এ্যানাটমিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

অন্বীক্ষা, ৩য় সংখ্যা শরৎ-হেমন্ত, ১৪০১, রাজশাহী, আলোচক : সালিম সাবরিন, পৃ. ৭৭।

একলব্যের ভবিতব্য (১৯৯৭)

জন্মকবি অনীক মাহমুদ কবিতার জগতে বরাবরই ফর্মসচেতন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তীক্ষ্ণ। 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি' এ উক্তির স্মরণে ইত্যকার সময়ে প্রকৃত কবি মেলা ভার। তাছাড়া কবিতায় যে চারমন্ত্র ভাব-ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার তার নিখুঁত সম্মেলন কিংবা এ চেতনায় শিল্পের ফর্ম নিয়ে নিরীক্ষার শেষ নেই। অপেক্ষিত অর্থে তাঁর গ্রহণ যোগ্যতারও রয়েছে নানা স্তরবিন্যাস। অনীক মাহমুদের 'একলব্যের ভবিতব্য' এতো প্রশ্নের মাঝে উত্থাপিত... যে কোনো কাব্যরসিক মুগ্ধ হবেন শিল্পের অনিবার্যতাবোধকে সামনে রেখে। একজন লেখক তার দায়বদ্ধতাকে যখন পাঠকের নিকট অনিবার্য করে তোলেন তখন তিনি সার্থক। এটি সম্ভব হয়েছে কাব্যটিতে। লেখকের পরিচয় নানাবিধ কিন্তু সত্তায় তিনি কবি। কবি ও কবিতার ভিড়ে কোনো আরোপিত চেতনার অধীশ্বর তিনি নন। 'একলব্যের ভবিতব্য' সে প্রমাণ রেখেছে সন্দেহ নেই।

দৈনিক 'আজকের কাগজ' আষাঢ় ১৪০৫, ঢাকা, আলোচক : শহীদ ইকবাল।

এইসব ভয়াবহ আরতি (২০০৪)

জীবনানন্দ দাশ কবিতার চারিত্র্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'যে কোনো সৎ কবিতাই স্বভাবকবিতা'। 'স্বভাবকবিতা' শব্দের সংশ্লিষ্টতাসূত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে স্বভাব। স্বভাবকবি বা কবিস্বভাব ব্যক্তির ক্রমপরিশীলন ও পরিশুদ্ধতার প্রতিশ্রুতি একসময় পৌঁছে যেতে পারে কবিতার গ্রহণ মর্মমূলে। অনীক মাহমুদের কবিতা পাঠোত্তর প্রাণচেতনার সুপ্ততন্ত্রীতে এই ভাবনা স্পন্দন সূচিত করে। এই ভাবনার উৎসারণ যে অনীক মাহমুদ তাঁর একটি কাব্যের নাম রেখেছেন জীবনানন্দ দাশের কবিতার পংক্তি থেকে 'এইসব ভয়াবহ আরতি', এজন্য নয়, বরং তাঁর কবিতার স্বতঃস্ফূর্ততা, সরল গতিশীলতা এবং তিনি অকারণে অনর্থক প্রপঞ্চ নির্মাণের টেকনিক পরিহার করেছেন এজন্য। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতার মতো সুনীল নীলিমা নিসর্গ আর পাড়াগাঁর জীবনের উপস্থিতি অনীক মাহমুদের কবিতায় তুমুলভাবে উপস্থিত। তবু তা জীবনানন্দীয় নয়। মধ্যসত্তরে, কবিতাচর্চার সূচনাকাল থেকে ঢাকা শহরের নাগরিক কোলাহলের বাইরে রাজশাহীর নিবিড় নিসর্গের মধ্যে যাঁর অধিবাস, অনীক মাহমুদ, তিনি পুনর্মূল্যায়ন করেছেন জীবনানন্দ দাশকে। ভেঙেছেন, নির্মাণ করেছেন তাঁর নিজস্ব কাব্যের ভুবন। বিস্তৃত করেছেন আধুনিক নাগরিক জীবনের বিবমিষা। এমনকি শামসুর রাহমানের নাগরিক বোধ থেকেও তিনি সুদূরে। জীবনানন্দের নায়িকারা মানবিক ও মূর্ত চেতনায় অধীশ্বর হয়েও সু-শব্দের আধিপত্যে কবির প্রজ্ঞাময় সত্তার নির্মিতি। কিন্তু অনীক মাহমুদের জৈগুন, হাজেরা, মল্লিকা, একান্তই রক্তমাংস মাটির সোঁদাগন্ধের বোধে কামে প্রেমে শোকে বিরহে ঐশ্বর্যময়।

আজকের কাগজ, ৬ অক্টোবর ২০০৫, ঢাকা। আলোচক : আবু হেনা মোস্তফা এনাম।

আসন্নবিরহ বিষণ্নবিদায় (২০০৪)

গ্রন্থটিতে ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত রচিত ৪২টি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। কবিতাগুলোতে সন ও তারিখ উল্লেখ থাকায় কবিতার পটভূমি ও বিষয়বস্তু বুঝতে পাঠকের কোন সমস্যা হয় না। ... বিষয়বৈচিত্র্যের নানামাত্রিকতা হিসেবে এ কাব্যে স্থান পেয়েছে প্রেমের পরিণামের ব্যর্থতার গ্লানি, দেশ-কাল-সমাজের সাম্প্রতিক অবক্ষয়ের চিত্র, নৈতিক অধঃপতন ও মূল্যবোধের অভাব, মানবিকতা, আন্তর্জাতিক চেতনা, আদর্শচরিতচর্চা প্রভৃতি অনুষঙ্গ। ... শুধু বিষয়ভৈববে নয়, কবিতার শরীর নির্মাণেও কবি অনীক মাহমুদ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বিষয় উপযোগী ভাষা ও শব্দচয়নে পারমঙ্গমতা দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে কবিতার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চারপাশে অবহেলিত ও অযত্নে লালিত ও গাছপালা ও তরুলতা, ফুল-ফল, জীবজন্তু, পাখপাখালি, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি শব্দসমূহকে।

অর্থবিত্ত (সাপ্তাহিক) বর্ষ ৬ সংখ্যা ০১, ৩১শে জুন ২০০৫, ঢাকা। আলোচক : মুশফিকুর রহমান।

বৃহন্নলা ছিন্ন করো ছদ্মবেশ (২০০৭)

অনীক মাহমুদের "বৃহন্নলা ছিন্ন করো ছদ্মবেশ" কাব্যগ্রন্থে তাঁর ইতিহাসচেতনা, পুরাণভাবনা, সামাজিক দায়বোধ, ছন্দকুশলতা পাঠককে আকৃষ্ট করবে। এখানে মোট পঁয়ত্রিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা রয়েছে। যে কবিতার নামে গ্রন্থের নামকরণ সেটি দশটি সনেটের সমাহার। এই সনেটগুলো সবই মহাভারতের ঘটনাকেন্দ্রিক। তিন সংখ্যক সনেটে কবিকে আমরা লিখতে দেখি "এ কোন অজ্ঞাত বাস এ কোন বৃক্ষের বিহ্বলতা/ সৈরিন্ধ্রী সেধিয়ে যায় সুদেষ্ণার নিরালা প্রাসাদে/ পাঞ্চালীর পঞ্চসখা শক্তি ও সঙ্গীনে যুক্তভ্রাতা/ সংযমের দীক্ষাযজ্ঞে একে একে উদ্ধালতা সাথে/ পাণ্ডবের ন্যায়ধর্মে ছিলোনা কোনই বাচালতা/ তবুও কষ্টের সাঁকো স্ফীতকায় হয়েছে অবাধে/ পরিচারী যদিও দ্রৌপদী কুন্তল বেণীর ত্রাতা/ আজো চায় আলোকের নবনীত প্রেম নির্বিবাদে।" প্রেমের দীপ্তি ব্যতিরেকে রাঙা সূর্য যে উঠবে না কখনো এ সত্য অনুষ্ঠানে কবি আমাদের নিয়ে যান পুরাণ কথার দেশে। সব সনেটগুলোই Concluding Coupletসহ শেকস্পীয়ারের ঘরানার। এই কবির সনেট চর্চা আমাদের মুগ্ধ করে।

দীপন, দশম বর্ষ যুগ্ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৭ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। আলোচক : বুলবুল আহমেদ, পৃ. ৪০৮-৯।

দীর্ঘদংশন নীলজ্বালা (২০০৭)

কবির কাব্যশক্তির প্রকাশ দীর্ঘদংশন নীলজ্বালায়- বিশেষত স্মৃতি আবহে। পক্ষী-সংলাপে, গোঁসাই ঠাকুরের ব্যঙ্গাত্মক বচনের পরিবেশনায়। এগুলোতে নাট্যকাব্যের আংশিক রূপ প্রতিফলিত। নষ্ট জ্যোৎস্নার ক্যারাভানে (২০০৬)-র পর দীর্ঘদংশন নীলজ্বালা পঠনে যেন পূর্বোক্ত প্রতিশ্রুতির দখল মস্তিষ্ক থেকে কিছুতেই নির্বাসিত হয় না। তবুও এ কাব্যের নাম কবিতা 'দীর্ঘদংশন নীলজ্বালা' ভালো কবিতা। জৈগুনের ভেতর দিয়ে বঙ্গের নারী-পুরাবৃত্তের একটা ছাপ পুনর্গঠিত হয়েছে। এখানে পঞ্চ অঙ্ক রচিত হয় বাংলা সাহিত্যের আবহমান নারীসত্তার প্রকৃতিতে। তাদের বিত্ত-ভৈবব সমাজ-সংস্কৃতির প্রচ্ছদপটে বিকর্ষিত হয়। অনীক মাহমুদের 'আর্টিস্ট'র আচ্ছন্নতায় এঁদের সময়ের বার্তা-মুক্তির আলোয় স্বীকৃতি পায়।

নতুন দিগন্ত (ত্রৈমাসিক), জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭, ঢাকা। আলোচক : শহীদ ইকবাল, পৃ. ২২৩-২২৪।

নষ্ট জ্যোৎস্নার ক্যারাভান (২০০৬)

১.'নষ্ট জ্যোৎস্নার ক্যারাভান' নাট্যকাব্যটির বিষয়বস্তু বা কাহিনী কবি অনীক মাহমুদ নাটকের পঞ্চাঙ্কে বা পঞ্চসন্ধি বিভাগের রীতি অনুসারে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিন্যস্ত করেছেন। নাটকের ক্ষেত্রে যেমন Exposition, Rising action, climex, Falling action এবং Catastrophe- এই পাঁচটি সন্ধির রীতির অনুসরণ করা হয়, তেমনই এখানেও Exposition হিসেবে 'স্পন্দন' পর্বে মূল ঘটনার বীজ স্থাপন করা হয়েছে। Rising হিসেবে 'সন্দীপন' পর্বে কাহিনীকে উত্তেজনার দিকে এগিয়ে নেয়া হয়েছে। Climax হিসেবে 'উন্মোচন' পর্বে কাহিনীতে চরম উত্তেজনার সন্নিবেশ করা হয়েছে।

তারপর Falling হিসেবে 'পরিবেদন' পর্বে উত্তেজনা নিম্নমুখী হয়েছে এবং Catatrophe হিসেবে 'বিমোক্ষণ' পর্বে কাহিনীর অনিবার্য পরিণতি বা শেষ অবস্থাটি বর্ণিত হয়েছে।

নাটকের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে সংলাপ, চরিত্র, দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রভৃতির পরিমার্জিত ও পরিমিত প্রয়োগ করেছেন অনীক মাহমুদ। এতে সাজাহান, আওরঙ্গজীব, দারাশিকো, জাহানারা, গ্রন্থিক, কোরাস, শাহসুজা, মুরাদ, রোশনারা, সুলতান, যশোবন্ত সিংহ, শায়েস্তা খান, নাদিরা, পরীবানু, মায়াবতী প্রমুখ চরিত্রের দ্বন্দ্ব সংঘাতময় সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকাব্যটি জীবন্ত ও রসগ্রাহী হয়ে উঠেছে। এতে নানা ধরনের নাট্যগুণের সমাবেশ থাকলেও ভাষা-ছন্দ-উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক-অলঙ্কারের সচেতন প্রয়োগ এবং শব্দচাতুর্যে স্পষ্ট ভাবঐশ্বর্য 'নষ্ট জ্যোৎস্নার ক্যারাভান'কে এনে দিয়েছে শিল্পোত্তীর্ণ কাব্যিক মহিমা। কাজেই এটি একক নাটক কিংবা কাব্য কোনোটিই নয়-নাটক ও কাব্যের অপূর্ব শিল্প সুষমায় গঠিত একটি নাট্যকাব্য।

অর্থবিত্ত (সাপ্তাহিক) বর্ষ ৬ সংখ্যা ৪৩, ২৮শে মে ২০০৩, ঢাকা। আলোচক : রুবেল আনছার, পৃ. ৫৫।

২. এ নাট্যকাব্যটি রচনা করতে গিয়ে কবিকে বেছে নিতে হয়েছে ঐতিহাসিক এক মহাসংকটময় সময়কে। পুত্রের হাতে বন্দি পিতা, ভাইয়েরাও বন্দি অথবা পলাতক। ইতিহাসের এমন জটিল ঘটনাবর্তকে কাজে লাগিয়েছেন অনীক মাহমুদ। জ্যোৎস্নার আলোকিত অন্ধকারে আত্মীয়তার শেকল কেমন জল্লাদের রশি হয়ে গলায় চেপে বসে– এ তার এক অনন্য উপস্থাপন। ইতিহাসের বিশাল এক ক্যানভাসকে কবি এ কাব্যে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু তা গাম্ভীর্যে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে না। নাট্যকাব্যে সে সুযোগও নেই। পঙক্তির নির্দিষ্ট ছন্দমালায় শব্দের বুননিতে কাহিনি এগিয়ে যায় বলে তা হয়ে ওঠে সংক্ষিপ্ত, ঋজু অথচ তাৎপর্যবাহী বিমূর্ত কথন। নাটকে সংলাপ বিস্তৃত করার সুযোগ আছে কিন্তু নাট্যকাব্যে সংলাপের চেয়ে তার শিল্পসত্য সত্যমভাবে কাম্য। তাই নাট্যকাব্যের যা প্রধান আকর্ষণ সেই কাব্যিক ঢং এ-গ্রন্থকে প্রাণবন্ত করে তোলে। নাটকীয় আবহ ও উত্তেজনার প্রবহমান আরও বেগ পায় ছন্দে ও চারুত্বে।

'অনীক মাহমুদের নাট্যকবিতা : নিরীক্ষাসূত্র ও চারিত্র্যবিচার', সাহিত্য গবেষণাপত্র, বর্ষ ১ সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০১৪, বাংলা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। আলোচক : তানিয়া তহমিনা সরকার, পৃ. ২৫২।

সুমিত্রাবন্ধন (২০০৯)

বাংলাদেশের কবিতার ধারায় বিষয়বিচিত্র্য ও ভাবভাষায় ভিন্নতা এলেও এ ধরনের বিশেষ নায়িকানামে কাব্যসৃষ্টির প্রবণতা খুব একটা চোখে পড়ে না। মধ্যসত্তরের বিশিষ্ট কবি অনীক মাহমুদ (জ. ১৯৫৮) তাঁর সুমিত্রাবন্ধন (২০০৯) রচনার মাধ্যমে নায়িকা সুমিত্রাকে নিয়ে নতুন করে ভাবিয়ে তুললেন। এই সুমিত্রার সঙ্গে কবিচেতনার যে বন্ধন, তা পাঠককেও এক রহস্যময় আকর্ষণে বেঁধে ফেলে। সনেটের প্রাকরণিক কাঠামোতে বেড়ে ওঠা এই 'সুমিত্রা' মানসপ্রিয়ার সীমায়িত গণ্ডি পেরিয়ে হয়ে ওঠে দেশকাল-ইতিহাসের এক ব্যতিক্রমী প্রতিনিধি। বলা যেতে পারে, এখানেই সুমিত্রাবন্ধনের বিশেষত্ব।

চিহ্ন-১৭, আগস্ট ২০০৯, রাজশাহী। আলোচক : তানভীর দুলাল, পৃ. ১৭৪।

চৈতিচাঁদে রাহুর লেহন (২০০৯)

১

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কবিতা রচনায় প্রত্যেক কবিই তাদের বিষয়ে, প্রকরণে অনুভবে, উপলব্ধিতে এবং অভিজ্ঞতার শৈল্পিক বিন্যাসে স্বতন্ত্রের দাবিদার। একই বিষয়ে কবিতা রচনায় বিষয়বস্তু ও প্রকরণে সমসাময়িক কবিদের থেকে ভিন্নতর বিশেষত্বের দাবিদার। কেননা, কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে সমাজ সমকাল, স্বদেশ, নিসর্গ, প্রেম ও মানুষ প্রভৃতি হয়ে থাকে। তার কবিতাতেও এ প্রবণতাগুলোই বিদ্যমান। তাহলে কবি অনীক মাহমুদের বিশেষত্ব কোথায়? তাঁর বিশেষত্ব এখানেই যে, তিনি উত্তরাধুনিক কালের কবি হয়েও সমকালের নিগূঢ় কাব্যপ্রবণতাকে এবং প্রকরণকে কবিতার অস্থিমজ্জার মানদণ্ডে সিক্ত করে কবিতাকে ভিন্নতর দ্যোতনায় উদ্ভাসিত করেছেন।

সাহিত্যআকর, মে ২০১১, রাজশাহী। আলোচক : মুশফিকুর রহমান, পৃ. ৩০।

২

কবির সমস্ত সত্তার চৌকাঠে ঝংকৃত হয় বিমূর্ত ঝড়ের নিনাদ। কবি চেতনার শিরায় ঘূর্ণায়মান চৈতিচাঁদের আলোকধারায় আঘাত হানে অনাকাঙ্ক্ষিত রাহুর লেহন। আর সেই রাহুর লেহনে স্পৃষ্ট হয়ে কবিকে ফিরে আসতে হয় অতীতের স্মৃতিময়তায়। কবির কাব্যের কবিতাগুলির কোমলায়তন ও নিসর্গ এক আশ্চর্য ও অদৃশ্য ভাবাবেশে আমাদের চেতনা ও অস্তিত্বকে বিমুগ্ধ করে। জীবনের পরতে পরতে জাগিয়ে দেয় আবেগ ও স্মৃতির সিম্পনি। মানুষের চেতনার নৈরাশ্যবোধ ও নিঃসঙ্গতার রূপরহস্য নির্মাণে ডব্লিউ বি ইয়েটস পরিভ্রমণ করেন স্বদেশের প্রান্ত থেকে সীমান্তে, জ্ঞাত কূল থেকে অজ্ঞাত স্রোতে। ঠিক তেমনি করে কবি অনীক মাহমুদও অনুসন্ধান করেছেন ঈশানের বজ্রদাহে, পুণ্যিপুকুরের ব্রতমাঠে, শস্যশালী ভোরে, বিরূপাক্ষ কবিওয়ালার জীবনে কিংবা কদমালির মধ্যে। তার প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞান মানুষের জীবনের রহস্য ও সত্য উন্মোচনে সদাতৎপর। ইতিহাসবোধ, ঐতিহ্য, পুরাণ, শোক, সময়ের নানা অনুষঙ্গ মহৎ ব্যক্তির স্মরণিকায় অনীক মাহমুদের কবিতা স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে।

ধ্রুব, ষষ্ঠ সংখ্যা, ২০০৯, রাজশাহী। আলোচক : সুজা উদ-দৌলা, পৃ. ১৪৩।

হৃৎ-খৈয়ামের রুবাইয়াৎ (২০১১)

১

'ব্যক্তিবোধন ও আর সমাজমানসের অন্তর্গত টানাপোড়েনের যুগপৎ আহবানে এবং শিল্পাঙ্গিকের বিশেষ কুশলতায় তাঁর নবম কাব্যগ্রন্থ 'হৃৎ-খৈয়ামের রুবাইয়াৎ' নবতর মাত্রায় উন্নীত। 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' এর প্রকরণরীতি মান্য করে জীবনের চিরন্তনতা ও সমকালীন আধারে বিধৃত ক্ষণ ও আশা-নিরাশার ২২৪টি চতুষ্পদীকে মলাটবন্দী করে ২০১১-এর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর এই কাব্যগ্রন্থ। [...] কবি অনীক মাহমুদ বাঙালির ঐতিহ্য, কাব্যের ঐতিহ্য এবং বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতির বাস্তবতাকে অবলম্বন করে চিরন্তনতা ও সমসাময়িকতার মেলবন্ধনে সৃষ্টি করেছেন হৃৎ-

খৈয়ামের রুবাইয়াৎ। এ কাব্যে তাঁর লক্ষ্যাভিসারী আবেগের সহগামী হয়ে বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্র, ঘটনা এবং লোকঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গ সজীবমাত্রা লাভ করেছে।

জনকণ্ঠ, ৬ই জানুয়ারি ২০১২, ঢাকা। আলোচক : মুহম্মদ হায়দার।

২

'হৃৎ-খৈয়ামের রুবাইয়াৎ'-এর কোন কোন পঙ্‌ক্তি প্রবাদ। বাণী চিরন্তনীর মত এগুলোও আমাদের জীবনে সমাজে অধিক সত্য। যেমন- 'পথের মাঝে পথ হারালে পস্তাতে হয় জীবৎকাল', 'পথের সাথী পথের মাঝে হারিয়ে গেলে কষ্ট হয়', 'গুণীর কদর না করলেও গুণের আদর সবখানে', 'রূপের ভাবে দেহের সৌষ্ঠব ক্ষণস্থায়ী বাণের জল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বহু যুগের ওপার হতে আনা প্রবাদ প্রবচন, শব্দাবলী, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, পুরাণ, মিথকে এ যুগের চেতনার ভূমিতে মিলিয়েছেন কবি অনীক মাহমুদ। তাঁর হৃৎ-খৈয়ামের রুবাইয়াৎ 'কষ্ট নদীর বোধের নাও'। দুঃখের সাগর মন্থনে অমৃত উঠে। গভীর বেদনা থেকে উৎসারিত 'হৃৎ-খৈয়ামের রুবাইয়াৎ' পাঠকের বোধকে চালিত করে অমৃতকুম্ভের সন্ধানে।

"হৃৎ-খৈয়ামের রুবাইয়াৎ: হৃৎ-জগতের কাব্যপ্রয়াস", রুদ্র, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০১৫। আলোচক: ড. শিখা সরকার, পৃ. ১৩৭।

শঙ্খিল সপ্তমিকা

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের অর্থাৎ সত্তরের দশকের একজন প্রজ্ঞাবান কবি অনীক মাহমুদের দশম কাব্যগ্রন্থ 'শঙ্খিল সপ্তমিকা' (২০১১), পড়ে সহজেই তাঁর পরিবর্তমান শিল্পচেতনাকে চিহ্নিত করা যায়। .... তাঁর শিল্পচেতনা এবং জীবনবোধ তাঁকে সমকালীনতার জ্বালাময় গহ্বর থেকে টেনে তুলে বাঙালীর ঐতিহ্য ইতিহাসের সংগ্রামী সমতটে স্থিতিদান করে। তবে কল্যাণীর বিপরীত শক্তির অপ-উত্তাপে দগ্ধ তাঁর শঙ্খনীল শিল্পচেতনা 'শঙ্খিল' রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর দেখা জীবন এবং সময়কে তিনি সাজিয়ে তোলেন নিরীক্ষাধর্মী নতুন এক প্রাকরণিক অবয়বে। সপ্ত বা সাতমাত্রার অক্ষরবৃত্ত মুক্তকে সজ্জিত সাত পংক্তির পদ রচনা করে তিনি নাম দেন সপ্তমিকা। তাই ১৬৮টি পদ মলাটবন্দী হয় 'শঙ্খিল সপ্তমিকা' নামে। সপ্তমিকার প্রথম দুই পংক্তি এবং শেষ পংক্তি তিন পদের আর মাঝে এক পদের চার পংক্তির সমাহারে গাঠনিক নতুনত্ব আছে নিঃসন্দেহে। মিলবিন্যাসে প্রথম, দ্বিতীয় ও সপ্তম পংক্তির অন্ত্যমিল এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ পংক্তির অন্ত্যমিল সপ্তমিকায় এক ধরনের সহজ স্বতঃস্ফূর্তির আবহ সৃষ্টি করেছে। [...] বিচিত্র বিষয়কেন্দ্রিক আবেগ চিন্তন আর প্রাকরণিক নিরীক্ষায় 'শঙ্খিল সপ্তমিকা' কাব্যটি কবি অনীক মাহমুদের এক অভিনতুন শিল্পপ্রয়াস। পাঠকও নতুনত্বের আস্বাদ নিয়ে রসসিক্ত হবেন বলে আশা করা যায়।

জনকণ্ঠ, ৬ই এপ্রিল, ২০১২, ঢাকা। আলোচক : মুহম্মদ হায়দার।

কান্তবোধি কবিতিকা (২০১২)

কাব্যরস আস্বাদনে একঘেঁয়েমি দূর করতে আমরা কবি প্রতিভার মাঝে মাঝে বাঁকবদল লক্ষ করি। এটি সাধারণত ঘটে থাকে বড় প্রতিভার ক্ষেত্রেই। অনীক মাহমুদের কবি

প্রতিভার ক্ষেত্রেও এই পালাবদল লক্ষ করার মতো। 'কান্তবোধি কবিতিকা; তাঁর আরেকটি পালাবদল। ... মানব মনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা'য় জীবনের সত্যময় উপলব্ধি বাঙময় হয়ে উঠেছে তার 'কান্তবোধি কবিতিকা' গ্রন্থে। সত্যপ্রসূত যে উপলব্ধি, শেকড়ে গভীরে যে জীবনবীক্ষণ তা টেনে বের করে এনে দেখিয়েছেন, জীবন কল্পনাপ্রসূত নয়। খনার বচনে যে সত্যময়তা, যে আত্মোপলব্ধি কান্তবোধি কবিতিকার ভেতরেও সেই সত্যবাণ বর্ষিত হয়েছে।

সোনালী সংবাদ, ৪ঠা মার্চ ২০১২। আলোচক : আবদুল করিম।

ভদ্রলোকসংহিতা (২০১২)

সমকালীন সমাজজীবনে মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকের মুখোশের আড়ালে যে নানা অসঙ্গতি তার সফল রূপায়ণ এই চৌদ্দটি কবিতা। তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোক যারা সমাজের দুষ্টক্ষত হিসেবে অমানিশার ঘোরে নিমজ্জিত কবি তাদের অন্তরূপ বীক্ষণের পরিত্যাজ্য বিষয়সমূহ তুলে ধরেছেন। নিজে শিক্ষিত ভদ্রলোক হয়ে আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধির সরণি নির্মাণ করেছেন অনীক মাহমুদ। ভদ্রলোকের ইনটেলেকচুয়াল কথায় ও চোগলখুরির নিত্যসহবাস আজ আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দুর্ভোগের নিটোল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার হাত দুটো যখন হতদরিদ্রের পাতে থাবা মারে তখনই সে হয়ে ওঠে 'ময়দানব'। ভদ্রলোক 'পুঁই কিনে লিখে রাখে রুই'। আমাদের চারপাশে অনেক চেনা মানুষ আছে; তারা ভদ্রলোক বটে। কিন্তু তার ভেতরটা এখনও অচেনা। এই অচেনার রহস্য উন্মোচন করেছেন অনীক মাহমুদ তাঁর ভদ্রলোকসংহিতায়।

সোনালী সংবাদ, ৫ই আগস্ট ২০১২। আলোচক : আব্দুল করিম।

কাব্যসারথি (২০১৫)

১

কাব্যসারথি অনীক মাহমুদকে বাংলা কবিতার হাজার বছরের মহাসড়কে একজন নব আগন্তুক রূপে নিঃসন্দেহে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে হাতে গোনা যে কজন বাংলাদেশি প্রথিতযশা কবির কবিতাসংকলন প্রকাশিত হয়েছে অনীক মাহমুদ তাঁদের সংক্ষিপ্ত তালিকায় নিবন্ধিত হলেন। স্যার গুরুদাস রোড কলকাতা থেকে প্রকাশক রাখী রায়ের চারুপাঠ প্রকাশনী হতে শোভন পাত্র'র প্রচ্ছদে সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে বেরিয়েছে *কাব্যসারথি* –কবি অনীক মাহমুদের নির্বাচিত কবিতার সংকলন। সত্তর দশকের এই বিশিষ্ট কবির কবিতায় বহুস্তর বিশিষ্ট জীবনের রূপভাষ্য সন্নিবিষ্ট। দেশকাল, প্রেম-প্রকৃতির নিবিড় সন্নিধানে গড়ে ওঠা তাঁর যে মানসলোক, সেখানে যুক্ত হয়েছে স্বকীয় কাব্যভাষা। ক্রমাগত নিরীক্ষাপ্রবণ এই কুশলী সৃজকের ২২টি কাব্যগ্রন্থের বাছাইকৃত কবিতা নিয়ে *কাব্যসারথির* অবয়ব। কাব্যভোক্তা ও কবিতাপ্রেমী পাঠকের কাছে গ্রন্থটি শরণ যে হৃদয়সংবাদী ও সুখকর হবে তা আস্থার সঙ্গেই বলা যায়।

"*কাব্যসারথি* : কবি অনীক মাহমুদের নির্বাচিত কবিতার সংকলন", রিভিউ, খুলনা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬। আলোচক : সুমন শামস, পৃ. ২৩।

২

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতার চারুপাঠ থেকে অনীক মাহমুদের নির্বাচিত কবিতার সংকলন কাব্যসারথি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে লিখিত হয়েছে: 'আমার চেতনার শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান শ্রদ্ধাস্পদেষু'। আনিস স্যার আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। আমাদের জাতীয় জীবনের বহুমাত্রিক বিভার সঙ্গে তিনি নিজেকে সর্বদায় সংযুক্ত করে চলেছেন। উসর্গপত্রে কবি মনস্বী পণ্ডিতের মাহাত্ম্য ও কল্যাণধর্মকে উচ্চকিত করেছেন। 'কাব্যসারথি' কাব্যসংকলনটির বৈশিষ্ট্য নানাদিক থেকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত এটি খুবই দৃষ্টিনন্দন। 'চারুপাঠ' তাঁদের চারুত্বময় অবিব্যক্তির মর্যাদাকে অনমনীয়ভাবে বজায় রেখেছেন। বইটি লক্ষগোচর হলে যে কোনো কেউ নেড়ে চেড়ে দেখবেন। এর দর্শনধারী অবয়ব অন্যদের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করতে সক্ষম। এককথায় বলা যায় এটি সুমুদ্রিক। দ্বিতীয়ত, এই সংকলনে কবির ২২টি কাব্যগন্থ থেকে যে কবিতাগুলো চয়ন করা হয়েছে তা যৌক্তিকতা ও পারম্পর্য সংরক্ষণ করে সন্নিবদ্ধ হয়েছে। সংকলন হাতে নিয়ে পাতা উল্টালেই গ্রন্থটির সহজতা চোখে পড়বে।

"'কাব্যসারথি': অনীক মাহমুদের নির্বাচিত কাব্যসংকলন", রিভিউ, খুলনা, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৬। আলোচক: রুহুল আমিন বাবুল, পৃ. ১০৩।

অসংবৃত অন্ধকার (২০১৬)

অসংবৃত অন্ধকার প্রকাশিত হয়েছে সুচয়নী পাবলিশার্স থেকে আগস্ট ২০১৬ সালে। প্রচ্ছদ করেছেন নওরোজ আলম। ৬৪ পৃষ্ঠার বইটির দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১২০ টাকা। বইটি কবি উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। এ গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হয়েছে মোট ৩৮টি কবিতা। ছুটি শিরোনামে কবি তাদের সন্নিহিত করেছেন। 'অসংবৃত অন্ধকার: আন্তঃপাতী কাণ্ড' শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত ৩৭টি কবিতা এবং 'অসংবৃত অন্ধকার: আশ্রমকাণ্ড' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে একটি মাত্র দীর্ঘ কবিতা 'উপদ্রুত তপোবন'।

পুরাণ-প্রিয় কবি অনীক মাহমুদ। পুরাণ, পৌরাণিক চরিত্রের প্রতি তাঁর দুর্বলতা কবির নিয়মিত পাঠকদের কাছে অবিদিত নয়। অসংবৃত অন্ধকারে পাঠক খুঁজে পাবে পুরাণ সম্পর্কে অনীক মাহমুদের জ্ঞানের গভীরতা। প্রাচ্য-প্রতীচ্য-আরবীয় পৌরাণিক চরিত্রের পাশাপাশি ঐতিহাসিক প্রতাপশালী ক্ষমতাধর চরিত্রেরও সম্মেলন ঘটেছে তাঁর এই কবিতা গ্রন্থে। আদি থেকে নবীন, কল্পনা থেকে বাস্তব সকল চরিত্র রমণীয় হয়ে তৈরি করেছে কাব্যকলার এক অপূর্ব সৃষ্টি।

"অসংবৃত অন্ধকার : আলোর অধিক জাগৃতির বীজমন্ত্র", কবিকুঞ্জ, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৮, এপ্রিল ২০১৭। আলোচক : তানিয়া তহমিনা সরকার, পৃ. ৫২-৫৩।

দিনযাপনের গ্লানি (২০১৫)

১

এরই মধ্যে তিনি নিজস্ব কবিভাষা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই কবিভাষার স্বাক্ষর পাওয়া যায় তাঁর এ পর্যন্ত প্রকাশিত ১৭টি কাব্যগ্রন্থে। তাঁর কবিতার পাঠক বরাবরই উপলব্ধি করেন পাণ্ডিত্য আর কবি স্বভাবে ঘনিষ্ঠ মেলবন্ধনে সৃষ্টি হয় তাঁর কবিতাশিল্প। অকৃত্রিম সৃজন-কৌশলে অনবরতভাবে নির্মিতি পায় শিল্পঋদ্ধ অনীক মাহমুদের কবিতা, যা কবিকে একটা বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত করে। এই *দিন যাপনের গ্লানি* কাব্যগ্রন্থও তাঁর ব্যতিক্রম নয়।

তবে এ কথা সত্যি, হঠাৎ কোনো পাঠক অনীক মাহমুদের কবিতা পাঠ করে অতৃপ্ত হতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত কবিতা পাঠকের কাছে তা মনে নাও হতে পারে। কারণ, যাঁরা কবিতার 'প্রকৃত' পাঠক, যাঁরা কবিতা পাঠকালে শিল্পকে অনুসন্ধান করতে চান, শিল্পের স্বাদ পেতে আগ্রহী, যাঁরা অনেক প্রস্তুতি নিয়ে কবিতা পাঠ করতে চান অথবা কবিতা পাঠ করে যাঁরা নিজেকে ঋদ্ধ করতে চান, তাঁদের জন্য অনীক মাহমুদের কবিতা মণিমানিক্যে ভরপুর অফুরান শিল্পের আধার। তাঁর কবিতা শুধু পাঠককে শুধু শিল্পের সন্ধান দেয় না, শিল্পের অনাবিল সমুদ্রে ক্রমাগত ভাসিয়ে রাখেন, আবার নিদিষ্ট তীরে ভিড়তে দিক-নির্দেশনাও করেন। তিনি কবিতা চর্চা করেন শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়, বরং তা চর্চা করেন বাংলা কবিতার প্রতি একধরনের কমিটমেন্ট থেকে।

"অনীক মাহমুদ ও তাঁর দিনযাপনের গ্লানি", অনুপ্রাণন, ঢাকা, ষষ্ঠ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৭-জানুয়ারি ২০১৮। আলোচক : ইসমাইল সাদী, পৃ. ১১৬-১১৭।

২

'দিনযাপনের গ্লানি' কবি অনীক মাহমুদের সর্বসাম্প্রতিক একটি কবিতাগ্রন্থ। সাম্প্রতিকতা এর বিষয়বিন্যাসেও পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশে বিশাল একটি অভব্য, অশিষ্ট শিক্ষাদীক্ষাহীন অসংস্কৃত সমাজের বহুবিচিত্র মানুষকে কবি তাঁর চারপাশে দেখতে পান। সেসব মানুষের জীবনবাস্তবতা বিশেষত দুর্নীতি-দুষ্কর্মে নষ্ট হয়ে যাওয়া নিম্নবিত্ত কিংবা হতদরিদ্র মানুষের জীবনযুদ্ধ, একঘেঁয়ে খেয়োখেয়ি, স্বার্থপরতা, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, কুমতলব, ধান্ধাবাজি (অবশ্য তথাকথিত উচ্চবিত্ত অভিজাতরাত্ত অনেকে এতে আক্রান্ত) আর এসবের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত কুশীলবদের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করেছেন কবি। তাঁর এ পর্যবেক্ষণ যে একেবারে নতুন তা নয়, কবিজীবনের একেবারে সূচনালগ্ন থেকেই তাঁর এ দেখার কাজ হয়তো চলছে। দেখা ঘটনা, মানুষ, পরিবেশ-পরিস্থিতি এতোদিন অন্তর্লীন ছিলো– এখন সে দেখা আরো নিবিড়, আরো ঘনীভূতরূপে উপমা-উৎপ্রেক্ষা রূপক, ব্যাজস্তুতির অলংকার পরে কবিতার ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে।

"দিনযাপনের গ্লানিমুক্তির জন্য একজন কবির প্রার্থনা", রুদ্র, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০১৫। আলোচক : আবুল হাসান চৌধুরী, পৃ. ১৬০।

৩

কবি অনীক মাহমুদ 'দিনযাপনের গ্লানি' কথা বলে সমাজের যে অনালোকিত মানুষ ও তাদের যাপিত জীবনকে তুলে ধরেছেন কবিতার গতরে, তা বাংলাদেশের কবিতায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। এর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য নিজের ভেতরে পুষে রাখা কষ্ট ও তাদের দৈন্যকে তুলে ধরে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার গলদকে সামনে এনেছেন কবি। নতুন প্রজন্মের কবিতা পাঠক গ্রন্থটিকে আরও বিস্তারিতভাবে মূল্যায়ন করবে আমার বিশ্বাস।

"অনীক মাহমুদ ও তাঁর দিনযাপনের গ্লানি", অনুপ্রাণন, ষষ্ঠ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৭-জানুয়ারি ২০১৮। আলোচক : ইসমাইল সাদী, পৃ. ১১৬।

শেয়াল মামার খেয়াল (২০০৬)

ছোটদের-বড়দের বই লিখেন অনীক মাহমুদ। ছড়া-কবিতা লিখেন। গল্প লিখেন। আরও লিখেন প্রবন্ধ। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার ছোটদের জন্য দুটি বই। একটি ছড়ার। অন্যটি গল্পের। ছড়ার বইয়ের নাম 'শেয়াল মামার খেয়াল'। মজার মজার সব ছড়া রয়েছে বইটিতে। ... মজার ছড়ার পাশাপাশি মন নরম করা কিছু কবিতাও আছে বইটিতে। বর্তমানে নিটোল ছড়ার বড়ই অভাব। অনেকেই শুধু অন্ত্যমিল দিয়ে সারশূন্য ছড়া লিখছেন। অনীক মাহমুদ তা করেন না। নির্ভেজাল ছড়াই লিখেন তিনি। এই বইটির ছড়াগুলো তার প্রমাণ। ছড়া পড়ুয়া এবং লিখিয়ে উভয়ের সংগ্রহেই বইটি থাকা দরকার।

যুগান্তর, ২২শে জুন ২০০৭, ঢাকা। আলোচক : বইবন্ধু।

গাজী মামার গল্প-সল্প (২০০৭)

অনীক মাহমুদ যেমন ছড়ার মেজাজ বোঝেন তেমনি বোঝেন গল্পের মেজাজ। গল্প মানে গল্পই। তাঁর গল্পগুলো ছোট-বড় সব পাঠকের ভালো লাগবে। বইটিতে আছে বছির ডাক্তারের গল্প। ধন্বন্তরী ডাক্তার। গরিব মানুষের চিকিৎসা করেন বিনি পয়সায়। তার ধনী হওয়ার রহস্য কিন্তু ভিন্ন। জিনের টাকা। আবার শ্মশান ঘাটে এক রাত গল্পে মহাডাকিনীর পাল্লায় পড়ে মরতে বসেছিল গুল মুহম্মদ- আছে সেই গল্প। আরও আছে রহস্যপুরুষ আমিন ফকির, পোড়াকয়ার তারিণী বিবিসহ এ রকম সব অদ্ভুত রহস্যজনক মানুষ ও বিষয়ের গল্প। কখনও গা ছমছম করে। আবার কখনও কারও জন্য মায়া হয়। হাসিও পায়। যেমন, হিটলারের থাপ্পড় গল্পে। অবশ্য এই বইয়ের সবগল্পই লেখক বানিয়েছেন গাজী মামাকে দিয়ে। গাজী মামা আসলে এক মজার গল্প বলিয়ে। সত্যি মিথ্যে কী গল্প তা বইটি পড়ে বুঝে নিতে হবে।

দৈনিক যুগান্তর, ২২শে জুন, ২০০৭, ঢাকা। আলোচক : বইবন্ধু।

আলোর দ্যুতি আসাদুজ্জামান (১৯৯২)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক, গবেষক কবি ড. মহম্মদ আসাদুজ্জামানের সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থ 'আলোর দ্যুতি আসাদুজ্জামান'। ১৯৯০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এই অধ্যাপক বিভাগে কর্মরত অবস্থায় সকাল পৌনে দশটায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইহকাল ত্যাগ করেন। তাঁর স্নেহভাজন ছাত্র-সহকর্মী অনীক মাহমুদ এই জীবনীগ্রন্থ রচনা করে প্রিয় শিক্ষকের স্মৃতিকে চির অম্লান করেছেন। লেখক মরহুম অধ্যাপককে 'অনিন্দ্য আলোর দ্যুতি' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ঘটনাবহুল ও কর্মময় স্বল্পায়ত জীবন জ্ঞানালোকের যে দ্যুতি লাভ করেছিল, যা তাঁর চলার বিচিত্র পথের অন্ধকার দূরীভূত করেছিল। যে আলোক মানুষের একান্ত কাম্য, যা মানুষের প্রেয় ও শ্রেয়কে একীভূত করে শত ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ মর্ত্যজীবনকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে অত্যন্ত নিকট পর্যবেক্ষণ থেকে অনীক মাহমুদ তার স্বরূপ সন্ধান করেছেন। ...লেখক নিজেও একজন কবি, গবেষক এবং শিক্ষক। কাজেই সুলিখিত এই গ্রন্থে তাঁর সৃজনশীলতারও পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে বলা চলে। গ্রন্থের মুদ্রণ ধরন সুখকর ও আকর্ষণীয়। মরহুমের জীবনের অনেকগুলো আলোকচিত্র একে আকর্ষণীয় করেছে সহজেই। এ গ্রন্থ জীবনীগ্রন্থের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে আজকের অশান্ত শিক্ষাদানকে স্থির প্রত্যয়ী মানবিক মর্যাদাবোধে জাগ্রত করবে সহজেই।

উত্তরাধিকার, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯২, ঢাকা। আলোচক : আবুল ফজল, পৃ. ১৪২-১৪৪।

রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় (১৯৯৩)

নিরাসক্ত মনে প্রথমেই যে প্রশ্নটি মাথায় এল তাহল একজন রাজা বা জমিদারের জীবনীগ্রন্থ রচনার কি কোন প্রয়োজন ছিল? তাই গভীর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে ছোট্ট বইটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার পর মনে হল তার জীবন নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে। তিনি যদি কেবল রাজা হতেন তাহলে লেখক অনীক মাহমুদও তার জীবনী রচনায় উদ্বুদ্ধ হতেন না, তা দৃঢ়ভাবেই বলা যায়। জমিদারির বিশাল কাজকর্ম ও আয়োজনের মধ্যে সব সময় ব্যস্ত থেকেও রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় সাহিত্য রচনায় নিয়োজিত থেকে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গ হয়ে গেছেন। ... উনিশ শতকের ধর্মীয় পরিমণ্ডল ও আধুনিক শিক্ষা প্রসারের যুগসন্ধিক্ষণে শিক্ষিত মানুষের মনে যে চিত্ত বৈকল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, রাজা সাহেবকেও তা স্পর্শ করেছিল। তার লেখাগুলো যে সেকালের সমাজচিত্রেরই এক সার্থক রূপায়ণ অনীক মাহমুদ তার বইতে সে সত্যটি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। বইটি বাংলা সাহিত্যের একটি অন্ধকার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আলো জ্বেলেছে। সেদিক থেকে বইটির গুরুত্ব অসীম।

সংবাদ, ৭ই মাঘ, ১৪০১, ঢাকা। আলোচক : শহিদুল ইসলাম।

বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান (১৯৯৫)

'বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান' (১৯৪৭-১৯৮৬) শীর্ষক গ্রন্থটি লেখক অনীক মাহমুদের একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি বিরলপ্রজ এই কথাসাহিত্যের ওপর প্রথম একক বিশ্লেষণ। এই গ্রন্থে ব্যক্তি ও শিল্পী শওকত ওসমানের অন্তর্লোক ও সাহিত্যাদর্শ দেশ-কাল-সমাজ-সভ্যতার প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ... কথাসাহিত্যে নিরীক্ষা ও চিন্তার আধুনিকায়নে শওকত ওসমান আলাদা মাত্রা

যোগ করেছেন। জীবন ও বাস্তবতার প্রত্যক্ষ অভিনিবেশ সৃষ্টির জন্য তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্পে নাটকীয় রীতির প্রয়োগ করেছেন- এই গবেষণাগ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই গবেষণা গ্রন্থটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র ও সাহিত্যবোদ্ধাদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষণে রাখা উচিত বলে আমি মনে করি।

আজকের কাগজ, ১৯শে পৌষ ১৪০৩, ঢাকা। আলোচক : রানা মাহমুদ।

আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা (১৯২০-১৯৪৭) (১৯৯৬)

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত লেখকের ডক্টরাল থিসিসের এই উপস্থাপনা একটি সদর্থবহ প্রয়াস। বিশ শতকের পৃথিবীতে সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী আর্থ-সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনসমূহের চালিকাশক্তি হিসেবে মার্কসবাদের ভূমিকা ব্যাপক ও বিরাট। মার্কসীয় সাম্যচেতনা সমকালীন বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজীব্য যা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত বাংলা কাব্যকেও পুষ্ট করেছে। ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কাল পর্বে বাংলা কবিতায় মার্কসবাদের উপস্থিতি নিয়ে নিজের অনুসন্ধানের ফল গবেষক অনীক মাহমুদ বিস্তারিত পরিবেশন করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। এই সুদক্ষ রচনায় যেমন বহু প্রশ্নের উত্তর আছে, তেমনি ঘটেছে অনেক নতুন প্রশ্নের উদ্ভব- যা উত্তম গবেষণাকর্মের বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থের কাঠামোটি চমৎকার। প্রথমেই সাম্যবাদের তাত্ত্বিক পটভূমি ইতিহাস সম্মত ও কলিন নির্ভর পরিচয় দেয়ার পাশাপাশি বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় সাম্যবাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। এর পরের চারটি অধ্যায় রয়েছে নজরুল, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের সাম্যবাদী কবিকৃতির বিস্তীর্ণ আলোচনা ও বিশদ বিশ্লেষণ। সপ্তম অধ্যায়ে আরো বারোজন কবির সাম্যবাদী রচনার সংক্ষিপ্ত অথচ বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন বিন্যস্ত। তদরিরিক্ত কয়েকজন সাম্যবাদস্পৃষ্ট কবির নামোল্লেখ করা হয়েছে অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে। সপ্তম অধ্যায়ের পরে আছে বই এর নাতিদীর্ঘ উপসংহার, যেখানে গবেষণার সিদ্ধান্তসমূহ সংক্ষেপে সাজিয়ে লেখা হয়েছে। গবেষকের নিষ্ঠা ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের ছাপ গ্রন্থের সর্বত্র। বস্তুনিষ্ঠ ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং প্রভূত পরিমাণ উৎসের উল্লেখ রচনাকে সুসমৃদ্ধ করেছে।

সাহিত্যিকী, ৩৪তম খণ্ড, চৈত্র ১৪০৮, বাংলা গবেষণা সংসদ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। আলোচক : প্রীতিকুমার মিত্র, পৃ. ১৩৬।

জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ (১৯৯৫)

অনীক মাহমুদ এক্ষেত্রে জসীম উদ্‌দীন কাব্য সমালোচনায় স্বাতন্ত্র্যধর্মী দৃকপাত করেছেন, বলা যায় অনেকটা পাখির চোখে দেখার মত। কারণ জসীম উদ্‌দীন কাব্য আলোচনায় তিনি যে বিষয়ভিত্তিক বর্ণনা করেছেন, বোধ করি তাতে কাব্যকারের সামগ্রিক অবয়বই উঠে এসেছে। বিশেষ করে- 'জাতীয় চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধ', 'নগর জীবনের আলেখ্য', 'গণচেতনার স্বরূপ'-এসব বিষয় বিবেচনা সমালোচকের সহজাত সৃষ্টিশীলতারই নামান্তর। এছাড়া আরো অন্যান্য প্রসঙ্গ বিবেচনা করে জসীম কাব্যের

অতলস্পর্শী আলোচনা অভূতপূর্ব বটে। বাংলা কাব্যে জসীম উদ্‌দীনের যে স্থান আছে কিংবা তিনি যে একটা স্বতন্ত্র ধারার দ্যোতক গ্রন্থটি পড়ে কাব্যানুরাগীদের এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সর্বোপরি আধুনিক জসীম উদ্‌দীনের রূপায়ণেও সমালোচকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী ঈর্ষাতুল্যই বৈকি। সম্পূর্ণ বইটি তার যে দীর্ঘ ত্যাগ ও শ্রমনিষ্ঠতার ফসল সেটা সহজেই অনুমেয়।

দৈনিক বার্তা, ১৮ই আগস্ট, ১৯৯৫, রাজশাহী। আলোচক : শহীদ ইকবাল।

সাহিত্যে সাম্যবাদ থেকে মুক্তিযুদ্ধ (১৯৯৯)

সাহিত্যে সাম্যবাদ থেকে মুক্তিযুদ্ধ গ্রন্থ অনীক মাহমুদের কতিপয় গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংকলন। এতে সন্নিবেশিত হয়েছে মোট চৌদ্দটি প্রবন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যচিন্তা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি. এল. রায়, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জসীম উদদীন, আবুজাফর শামসুদ্দীন, শওকত ওসমান, আবু রুশদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম প্রমুখের সাহিত্যসাধনার বিভিন্ন দিক এবং ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস- স্মৃতিকথার নানামাত্রিক বিশ্লেষণ গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলোতে স্থান পেয়েছে। ...'সাহিত্যে সাম্যবাদ থেকে মুক্তিযুদ্ধ' গ্রন্থে গবেষক হিসেবে অনীক মাহমুদ প্রাতিস্বিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। নিরাবেগী ভাষা প্রয়োগ, পর্যাপ্ত তথ্য-তত্ত্বের সন্নিবেশ এবং নিরাসক্ত বিশ্লেষণের দ্বারা গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলোকে তিনি সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

মেঘবাহন, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুন-জুলাই ২০০৩, ঢাকা। আলোচক: এম. আবদুল আলীম, পৃ. ৬০-৬১।

"বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যচিন্তা" (বঙ্কিম-বিভূতি-ওদুদ গ্রন্থভুক্ত) প্রবন্ধ সম্পর্কে

বর্তমান লেখকের মতে এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ অনীক মাহমুদের 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যচিন্তা'। লেখক নিপুণভাবে আলোচনা করে দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝিয়েছেন বঙ্কিমের সাম্যচিন্তা সম্পূর্ণ স্বাধীন। হয়ত ইউরোপীয় সাম্যতন্ত্রের আদর্শে বঙ্কিম অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধের আলোচনায় প্রাচ্য মনীষার ছাপ ছিল সুস্পষ্ট।

সোনার বাংলা, ৭ই জুন ১৯৯৮, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। আলোচক : প্রদীপরঞ্জন সেনগুপ্ত।

অনীক মাহমুদ কাব্যসংগ্রহ ১ (২০১৩)

১

আমি জানিনা কবিতা যে কী, তবে একজন পাঠক হিসেবে অনীকের কবিতাকে কবিতা হিসেবেই পড়েছি– আমার কাছে কবিতাই মনে হয়েছে সেগুলো। অন্য কিছু নয়। এবং তিনি একজন আপদমস্তক কবি। তিনি ভবিষ্যতে আরো ভালো কবিতা লিখবেন, আরো সুন্দর কবিতা লিখবেন, আমরা সাধারণ পাঠক তাঁর কবিতায় অপরিমেয় শব্দ বিন্যাস এবং শিল্পের যে সুষমা সেই সুষমাকে আস্বাদন করে পরিতৃপ্ত হবো। তিনি আরো বড় কবি হবেন আরো বড় কবি হিসেবে আমাদের ভেতরে স্থান পাবেন আমি শুধু এটুকু বলেই শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

"অনীক মাহমুদ-কাব্যসংগ্রহ ১ : বিষয় ও শিল্পচারিত্র্য", রিভিউ, খুলনা, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৬। আলোচক : ড. আবুল হাসান চৌধুরী, পৃ. ৯৭।

২

অনীক মাহমুদের বইয়ের সংখ্যা অনেক। এগুলো এখন রচনাবলির আকারে একে একে বের হচ্ছে। এর মধ্যে কাব্যগ্রন্থগুলোর কয়েকটি নিয়ে প্রণীত হয়েছে কাব্যসংগ্রহ ১। এটি আসলে তাঁর রচনাবলির একটি খণ্ড। রচনাবলি প্রকাশিত হওয়াটা যে কোনো লেখকের জন্য গৌরবের ও আনন্দের। আবার তা যদি হয় জীবৎকালে এবং পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি বয়সের কোনো লেখকের। আমাদের কালের অনীক মাহমুদ এই সৌভাগ্যের অধিকারী বলে আমাদের কারের সকলের পক্ষ থেকে অনীক মাহমুদকে আন্তরিক অভিনন্দন।

"অনীক মাহমুদ-কাব্যসংগ্রহ ১-এর প্রকাশনা উৎসবে আলোচনা", রিভিউ, খুলনা, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৬। আলোচক : ড. স্বরোচিষ সরকার, পৃ. ৯৮।

৩

অনীক মাহমুদের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কেও বিশেষ কিছু ভালো লাগার ব্যাপার আছে। তাঁর ভাষার গাঁথুনি চমৎকার। বিশেষভাবে তাঁর 'নষ্ট জ্যোৎস্নার ক্যারাভান' কাব্যগ্রন্থে ভাষার যে গাঁথুনি, সে দৃঢ়তা, তা আমার মতো যে কোনো পাঠকেরই ভালো লাগবে। তাঁর ছন্দ-আলঙ্কার সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায়। আমি এ কথা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, বাংলাদেশের বহু খ্যাতিমান কবিরও ছন্দ-অলঙ্কার ব্যবহারে ঘাটতি রয়েছে; কিন্তু অনীক মাহমুদের কবিতায় তা নেই। অনীক মাহমুদ অক্ষরবৃত্তে, মাত্রাবৃত্তে, স্বরবৃত্তে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে বিহার করেন। এমনকি গদ্য কবিতার ছন্দবিরোধী শৈলীর মধ্যেও অনীক মাহমুদ এমনভাবে ছন্দ-অলঙ্কারকে প্রোথিত করেন, যা শুধু বড়ো কবিদের বেলাতেই মানায়।

"অনীক মাহমুদ-কাব্যসংগ্রহ ১-এর প্রকাশনা উৎসবে আলোচনা", রিভিউ, খুলনা, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৬। আলোচক : ড. স্বরোচিষ সরকার, পৃ. ১০০।

৪

ধ্রুপদী দৃষ্টির কাব্যকার অনীক মাহমুদ। কাব্যভাষায় যাঁর অনায়াস অধিকার এবং 'অমৃতলোকের স্বপ্নভাষ্য' আর 'শুভ্রতার শীর্ষবিন্দু'র সমার্থক চেতনায় কবিতাচর্চার যিনি নিপাট কারিগর। সদ্য গত হওয়া শতাব্দীর মধ্য সত্তর থেকে অদ্যাবধি তিনি বাংলা কাব্যাঙ্গনে সক্রিয়। এবং স্বয়ংক্রিয়। কাব্যশিল্পী হবার পাশাপাশি সমমাত্রায় কাব্যবোদ্ধা ও পণ্ডিতজন তিনি। সৃজনশীলতা আর মননশীলতার এক সফল সংমিশ্রণ তাঁর অতিবাহিত সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে প্রমাণিত। কিন্তু 'কবি' পরিচয়েই তাঁর অধিক সাচ্ছন্দ ও ততোধিক শিল্পবিস্তার। জীবনকে কবিতাময় এবং কবিতাকে জীবনময় করে তোলার মতো এক দুঃসাধ্য শিল্পকর্মে তিনি ঈর্ষনীয়মাত্রায় প্রকৌশলী এবং সিদ্ধহস্ত। শিক্ষাজীবনের দুর্লভ ও অস্পর্শী সাফল্যের পরে এবং আগেও সাহিত্যপথ পরিক্রমণের বাহন করেছিলেন কাব্যরথকে আর সারথি বানিয়েছিলেন নিজের কবিসত্তা-অটুট-অম্লান-অপার তার কাব্যানুশীলন। নিজের বোধের সাথে কাব্য ব্যাকরণের যে সমস্বত্ব মিশ্রণ অনীক মাহমুদ আজ অবধি অব্যর্থভাবে করে চলেছেন, শুধু ভাষাকে ভিত্তি করে তার প্রশংসার বয়ানচেষ্টা অসম্ভব।

"অনীক মাহমুদ-কাব্যসংগ্রহ-১ : শিল্পপ্রবাহের সার্থকযাত্রা", কবি, চতুর্থ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪। আলোচক : মোল্লা মামন, পৃ. ২৩৪।

সুধীজনের অভিমত : গ্রন্থ ও প্রবন্ধলোক

১. 'অনীক অবশ্য শুধু কবিতাই লেখে না' এখন সে রাশভারি অধ্যাপক, সাহিত্য বিচারে গভীর অন্তর্দৃষ্টির ছোঁয়া পাণ্ডিত্যকে তা ঋদ্ধ করে। লেখালেখিতে তার পরিচয় মেলে। বাচ্চাদের জন্য লেখাতেও তাঁর কলম অনায়াস। তবে আমাকে মুগ্ধ করেছে তার কাব্যনাট্য, 'নষ্ট জ্যোৎস্নার ক্যারাভান'। মধুসূদন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল হয়ে বাংলা কাব্যনাট্যের যে ধারা, তা থেকে সে সরে আসেনি। ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাশীল থেকেই তাতে অসাধারণ নতুন কিছু যোগ করেছে। তাতে আছে জীবনের অন্তগূঢ় ট্রাজিক মহিমা, ইতিহাস অবগাহনে তা বেদনাশুদ্ধ, কিন্তু গাম্ভীর্যে অটল। ভাব-কল্পনা কোথাও টাল যায় না। নিরুদ্ধ উত্তেজনায় থাকে টানটান। আমার মনে হয়েছে, এটি সবার পড়া উচিত, শোনা উচিত ভাষার ব্যঞ্জনা তার এই সময়ের হয়েও চিরকালের। তার মেধার ও শ্রমের এই ফসল আমাকে দারুণভাবে আলোড়িত করে।'

-সনৎকুমার সাহা

["পঞ্চাশোর্ধ্বে", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ', রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ১৯।]

২. 'অথচ আর একটা বলতে পারি অনীক ইতিমধ্যেই তার কৃত্যের ঝুলি বিচিত্র সম্ভারে পূর্ণ করে ফেলেছে। সে আমার কাছে থাকে, তাই কাছে থেকেই তাকে লক্ষ করতে পারছি। এখন আর সে সংসারপ্রত্যাশী তরুণ কবি নয়, প্রতিষ্ঠিত কবি, সামনের সারির একজন, অভিজ্ঞ পোড়খাওয়া গবেষক, বিচারক্ষম প্রবন্ধকার আর দক্ষ প্রশাসক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান।'

-হাসান আজিজুল হক

["রহো, পঞ্চাশেই রহো," সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ১৭।]

৩. 'অনীক মাহমুদ স্বনামধন্য মানুষ' 'স্বনামধন্য' এ-কারণে যে আপন কৃতির দ্বারাই তিনি তাঁর নিজ নামকে সার্থক করে তুলেছেন; নিজে ধন্য হয়েছেন, আমাদেরও ধন্য করেছেন। কলমের অস্ত্র হাতে নিয়ে সব্যসাচীর মতো তিনি যুদ্ধ করে চলেছেন, এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিজয় অর্জন করতে করতেই জীবনের অর্ধশতাব্দী পার করে এসেছেন। 'তিনি শতবর্ষজীবী হোন'- আমাদের সকলেরই এ-রকম কামনা।'

-যতীন সরকার

["কাঙ্ক্ষিত নতুনের জন্য" 'সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ২১।]

৪. 'সে এক স্বপ্নধর কবি এক অনীক যোদ্ধা বীর,
তার জন্যে শুভবার্তা তার জন্যে সোনার মুকুট
ক্ষয়িষ্ণু এ মাটি তার নাম গায়, মুখর বাতাস,
তার নামে প্রেমলিপি অজরামর কষ্টিপাথরে'।

-আবুবকর সিদ্দিক

["সে এক অনীক যোদ্ধা বীর", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ২৯।]

৫. 'অনীক তোমার কথা স্পষ্ট করে বললে অনেক ভালো হতো
অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী একলব্যের কথা খুশি হতাম তাতে
তোমার কবিতা কিন্তু কতকটা আবুল হাসান ও শক্তির মতো
.....
তোমার কেষ্টা আর রবীন্দ্রনাথের কেষ্টা চাকর এক নয়
অনীক এগিয়ে যাও পূর্ণোদ্যমে গন্তব্যে পৌঁছাবে সুনিশ্চয়ই'...

-ওমর আলী

["বৃহন্নলা একলব্য কেষ্টা, সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৩১।

৬. 'অগ্নি চায় নতুন বারুদ
সে জেনেছে : ভাষার নিভৃতে
কবিতা রয়েছে; ওই দ্যাখো
যজ্ঞরত অনীক মাহমুদ'।

-অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

["অগ্নিচয়নের আমন্ত্রণে, 'সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ২৮।]

৭. 'কিন্তু আমরাই করবো জয়, কবিতারই হবে সুপ্রভাত
কবি তাই চিরজয়ী, তার পরাজয় হয় না কখনো
অনীকের জন্মদিনে কবিতার শত ফুল ফুটুক বাগানে'।

-মহাদেব সাহা

["শতফুল ফুটুক বাগানে" সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৩২।]

৮. 'হলুদ রঙের বাড়ি আর কোনো বটঝুরি...
বড়ো কৌতূহল, জোড়াচোখ- ভারি নাক
মোমে-ফুলে যেন কোনো মর্মকণা ছোঁয়া,
যেন আরো এক বছরের ঠোঁটে
অম্ল-খারে মিশ্র স্বাদ-অনীক-সংবাদ'।

-হাবীবুল্লাহ সিরাজী

["তাহার পঞ্চাশ", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৩৫]

৯. আজ আষাঢ়স্য নবম দিবস, ১৪১৫ সাল।
ভোরে ওঠে আপনাকে লিখতে যাবো।
ওমনি নেমে এলো আকাশভাঙা বৃষ্টি
এলো কবিতার কাল।
মানি, আপনি কবি ও জ্ঞানী।

জসীম উদ্‌দীন থেকে বিভূতিভূষণ,
শওকত ওসমান থেকে সাম্যবাদী চেতনা
রবীন্দ্রনাথ থেকে মুক্তিযুদ্ধ,
গণজীবন থেকে সংস্কৃতির রূপান্তর।
এরকম অমিল সমিল কতো-কিছু নিয়ে আপনার ঘর।
তারই পাশাপাশি আপনি হৃদয়েরও ব্যাকুল ষড়যন্ত্রী,
যেহেতু মেনেছেন প্রেম বড় স্বৈরতন্ত্রী।

-মুহম্মদ নূরুল হুদা

["অনীকের জন্য কয়েক পংক্তি", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৩৬।]

১০. 'অনীক
প্রিয় সহকর্মী আমার
একটি সুখপাঠ্য কবিতার মতো
নন্দিত ব্যঞ্জনাময় বহুতর বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট অতিশয়।
কবিতার কলাকৌশল এবং চিত্রময় কাব্যের বর্ণিল বাকবৈদগ্ধ্যেও
সুনিপুণ ব্যক্তিত্ব একজন।'

- মো: হারুন-অর-রশীদ

["ধ্যানে অনুধ্যানে", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৪০।]

১১. 'কবিতা রচনা এবং গবেষণামূলক রচনায় তাকে সমান পারদর্শী বলেই মনে হয়। তার কবিতা এবং গবেষণায় আছে বৈচিত্র্য, আছে মৌলিকতা। অনীক মাহমুদের রচিত কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে গভীর দেশপ্রেম। এর ফলে তার প্রতিটি রচনায় দেশের মাটি, মানুষ এবং প্রকৃতি জীবন্তরূপ লাভ করেছে। মুক্তবুদ্ধি, ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা অনীক মাহমুদের সাহিত্যকর্মের মূলভিত্তি। আদর্শের ক্ষেত্রে অনীক মাহমুদের রচনায় কোন রকম আপোশকামিতা নেই।'

-প্রফেসর আবদুল খালেক

["অনীক মাহমুদ আমার স্নেহভাজন ছাত্র, আমার অহংকার"। সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৫২-৫৩।]

১২. 'The Gurdian' নামে একটি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। ওই পত্রিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর একটি Special Supplement প্রকাশ করেছিল, যা আমার নজরে এসেছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পত্রিকার সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর একটি বিশেষ Supplement প্রকাশ করার উদ্যোগ নিই। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পয়সাও খরচ করতে হয়নি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র যারা (মন্ত্রী, এম.পিসহ) দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে দায়িত্বশীল আছেন তাঁরাই এ ব্যাপারে

সহযোগিতা করেছেন। ওই Supplement এ আমরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রায় ৩০ জন শিক্ষক ও কয়েকজন কর্মকর্তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বিষয়ভিত্তিক লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। ... কবি অনীক মাহমুদের ওপর দায়িত্ব ছিল মতিহার সবুজ চত্বর সম্বন্ধে লেখার। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বলতেই বুঝায় মতিহার সবুজ চত্বর যা প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর হৃদয়েই গভীরভাবে প্রোথিত। অনীক মাহমুদের লেখা Evergreen Motihar : The Campus of R. U. শীর্ষক লেখাটি (The Gurdian, March 2000) সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। শুধু বাংলা ভাষাতেই নয়, ইংরেজির উপরও যে তার দখল আছে তা লেখাটি পড়লেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।'

-এম সাইদুর রহমান খান

["আমার প্রতিবেশী কবি অনীক মাহমুদ", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৫৫-৫৬।]

১৩. 'অনীক সম্পর্কে দুটো কথা লিখতে বসে স্মৃতিময় অতীত থেকে তার ছাত্রজীবনের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে আবার কিছু বিবর্ণ স্মৃতি। অনার্স শেষবর্ষ পরীক্ষার একটি পত্র পরীক্ষা করে আমি তাকে বাহাত্তর নম্বর দিয়েছিলাম। টেবুলেশন করার সময় পরীক্ষা কমিটির সভাপতি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান ভেবেছিলেন খাতাটি হয়ত তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে পাঠাতে হবে। দেখা গেল ২য় পরীক্ষক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন প্রফেসর ডক্টর মুস্তাফা নূরউল ইসলামও উক্ত পত্রে বাহাত্তর নম্বর দিয়েছেন। দুইজন পরীক্ষকের নম্বর অদ্ভুতভাবে মিলে যাওয়ায় অর্থাৎ একই হওয়ায় পরীক্ষা কমিটির সভাপতি আশ্বস্ত হন। আমারও মনে প্রত্যয় জন্মে যে আমি সঠিকভাবেই উক্ত উত্তরপত্রটির মূল্যায়ন করেছি। যতটা মনে পড়ে অনার্স বা এম.এ. পরীক্ষায় আমার দেয়া এটাই ছিল সর্বোচ্চ নম্বর।'

-এস. এম. আব্দুল লতিফ

["আমার ছাত্র ও সহকর্মী অনীক মাহমুদ", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৫৮-৫৯।]

১৪. ক. 'অনীক মাহমুদ... আমার ৪৩ বছরের শিক্ষকতা জীবনের সর্বাধিক কৃতী ছাত্র। আরও অনেক কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে আমি পড়িয়েছি- যারা জীবনের বিচিত্রক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ ও জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করে চলেছে। কিন্তু অনীক তার পঞ্চাশৎ বয়ঃক্রমের মধ্যে শুধু স্বীয় কর্মক্ষেত্রের সাফল্যের প্রান্তসীমায় অধিষ্ঠিত হয়নি, তার মধ্যে যে একটি মানস-সৃষ্টির চৈতন্যলোক বিরাজমান তার যথাযথ স্বাক্ষর অভিব্যক্ত হয়েছে তার সৃষ্টিশীল প্রকাশ বৈচিত্র্যে। আমি তার জন্য একটি অন্য রকমের গৌরব ও প্রত্যয় পোষণ করি— যা আমার এ অখ্যাত জীবনকে ধন্য করেছে, মহিমান্বিত করেছে।

-মুহম্মদ আবুল ফজল

["আশীর্বাণী এবং কিছুকথা", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৬২।]

খ. 'অনীকের সকল পরিচয়কে অতিক্রম করে যে পরিচয়টি বড় হয়ে উঠেছে, সে হচ্ছে তার স্বতন্ত্র কবিসত্তার পরিচয়। কাব্য-কবিতা লিখলেই কবি হওয়া যায় না। কবিতার জগৎ এমন যে, তার নির্মাতাকে মানস-সৃষ্টির অধিকারী হতে হয়। মানুষ এ নশ্বর পৃথিবীতে অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের জন্য যতগুলো ক্ষেত্রের উদ্ভাবক ও স্রষ্টা, তার মধ্যে সাহিত্যিক সৃষ্টি সর্বোত্তম মাধ্যম বলে বিবেচিত হয়েছে। বস্তুগত সৃষ্টি মানুষকে অমরত্ব দিতে পারেনি। তার অসংখ্য প্রমাণ মানবেতিহাসে রয়েছে। সাহিত্য যেহেতু সাহিত্যিকের মানস-সৃষ্টি এবং তা আবিষ্কার কিংবা উদ্ভাবন নয়, সে তার অধিষ্ঠান মানুষের হৃদয়ারণ্যে। সাহিত্যের মাধ্যমে মানবমনের এমন কিছু ভাবাভিব্যক্তি ঘটে থাকে, যা 'নিয়তিকৃত নিয়ম রহিত' এবং 'অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা' সদৃশ্য। যা কবি-সাহিত্যিক বিশেষের Power of intution বা দিব্যানুভূতি বা প্রাতিভানিক স্বাতন্ত্র্যের ফল। এর ফলে সফল সাহিত্যকীর্তি বহু মানুষকে একীভূত চেতনায় সগোত্রীয়তা দান করে, ভেদাভেদ উত্তীর্ণ মানবের বৃহত্তর চৈতন্যকে নির্মাণ করে এবং অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মানবধারার সঙ্গে অনাস্বাদিত পূর্ব যোজনা রচনা করে। এ পর্যন্ত অনীকের যে কয়টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করলে এ সত্যেরই কিঞ্চিৎ আভা বিকীর্ণ হয়। তার কবিতায় প্রেম এবং প্রেমের দ্বৈরথ বৈচিত্র্য, প্রকৃতির উভয় অস্তিত্ব অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতি এবং নিসর্গপ্রকৃতি, স্বদেশভাবনা, মানবতাবাদ, মনোজাগতিক বহু রহস্যরাজি প্রভৃতি উপাদান তার নিজস্ব কবিভাষার বৈভবে অভিব্যক্ত বলে প্রতীয়মান হয়।'

-মুহম্মদ আবুল ফজল

["আশীর্বাণী এবং কিছুকথা", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৬৪-৬৫।]

গ. 'তার এ যাবৎ প্রকাশিত একটি মাত্র নাট্যকাব্য 'নষ্ট জ্যোৎস্নার ক্যারাভান' নানা কারণে একটি সফল সাহিত্যিক সৃষ্টি। নাট্যকাব্যের আঙ্গিকে রচিত হলেও গ্রন্থটিকে কাব্যনাট্য বলা যায়। ...এ গ্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর তথা মোগল রাজবংশের মহানায়ক সাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের সাংঘর্ষিক দ্বন্দ্বের বাতাবরণে নিষ্পৃষ্ট মানবিক চৈতন্যের বেদনাঘন জীবন্তবৃত্তের আকুতি নাট্যকাব্যাঙ্গিকে পরিব্যক্ত হয়েছে। নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বহিরাঙ্গনগত ধারাবাহিক প্রজ্ঞার সঙ্গে অনন্যদুর্লভ কবিসৃষ্টির সংযোগ সাধন করে যা সৃষ্টি করেছেন আমার বিবেচনায় তা মহাকাব্যিক সমুন্নতির (Sublimity) স্তরে উন্নীত হয়েছে।'

-মুহম্মদ আবুল ফজল

["আশীর্বাণী এবং কিছুকথা", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৬৫।]

১৫. 'অনীক যুদ্ধ করে বাঙ্গালী সংস্কৃতি বিপন্ন হলে। যুদ্ধ করে মানবতার অবমাননা দেখে। বাংলাদেশ ও বাংলা সংস্কৃতিকে সে সমৃদ্ধ দেখতে চায়। বাঙ্গালী সংস্কৃতির ভিত্তিতে যে সংস্কৃতি ছিল অষ্ট্রো-দ্রাবিড় সংস্কৃতি তার অবস্থান যেন ক্ষুণ্ন না হয় তার লেখায় তার প্রমাণ মেলে। সে অহরহ আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে পৌরাণিক সব উপমা গ্রহণ করে। রামায়ণ-মহাভারত বাংলাদেশে এখন জাদুঘরের বস্তু। সেখানে অনীক 'বৃহন্নলা ছিন্ন করো ছদ্মবেশ' কাব্যে এক নাগাড়ে প্রতিটি কাব্য পংক্তিতে পুরাণ ব্যবহার করেছে।'

-বুলবুল ওসমান

["কনিষ্ঠ ভ্রাতা", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৭০।]

১৬. 'অনীক মাহমুদকে আমরা কবি হিসেবেই জানি। এ পরিচয় বোধহয় তাঁর বাল্যকাল থেকেই জড়িয়ে আছে। তিনি ভিন্নভাবে তাঁর এ পরিচয়কে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রেমিকপুরুষ হিসেবে তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতা থাকবে, এ আর নতুন কি! রোমাঞ্চের বহুমাত্রিকতা তাঁর কবিতায় ঝলসে ওঠার সুযোগ রয়েছে। রোমান্স জীবনেরই অংশ, এদিক থেকে তাঁকে তো জীবনবোধের কবি বলাই যায়। কিন্তু রোমাঞ্চের বাইরে জীবনের যে প্রাণপণ সংগ্রাম রয়েছে, রয়েছে দ্বন্দ্ব, জীবনের গভীরে রয়েছে বেদনাময় আর্তি, সংক্ষোভ-তাঁর কবিতা এসবও ধারণ করেছে। এ সবের মধ্য দিয়ে জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করার সুযোগ ও সম্ভাবনা তাঁর কবিতায় রয়েছে।'

-আতা সরকার

["সুহৃদ সখাজন, জীবনকাব্যে", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৬৫।]

১৭. 'ইতিহাস ও গবেষণা সাহিত্যের তথ্য-উপাত্তকে কাজে লাগিয়ে হৃদয়গ্রাহী সৃজনশীল সাহিত্যের পরিধিকে সমৃদ্ধ করার শিল্পিত আকাঙ্ক্ষা থেকেই অনীক মাহমুদ লিখেছেন তার 'নষ্ট জ্যোৎস্নার ক্যারাভ্যান' নাটকটি। কবিতার মাধুর্য এবং নাটকের গতিময়তা, না- কোনটিরই অভাব নেই এই কাব্যনাট্যে। শুরু থেকে সমাপ্তি সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে একটা টান টানা ভাব। তাই একবার পড়া শুরু করলে, শেষ পৃষ্ঠায় না পৌঁছা পর্যন্ত থামা যায় না।'

-সরদার আবদুস সাত্তার

["অনীক মাহমুদ : মায়াবী মতিহারের ধীমান তরুণ", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৭৯।]

১৮. 'আপনার কাজের নানা ক্ষেত্র। বিশেষ করে প্রবন্ধ গবেষণার মতো সিরিয়াস কাজগুলোর পাশে যখন আপনার হৃদয়নির্ভর কাজগুলোকে মিলিয়ে দেখি, মনে হয় কী বৈপরীত্য। যিনি রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় জীবনীগ্রন্থ কিংবা আতাউর রহমান (কবি) জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন, তাঁর হাত থেকে কত আগে পেয়েছি 'গাজী মামার গল্পসল্প' কিংবা 'বিড়ালবতী রাজকন্যে'র মতো একাধিক মজার মজার কিশোরপাঠ্য

গল্পের বই।' ... আপনার কবিতা আমি ছেপেছি যত, পড়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি। 'প্রেম বড় স্বৈরতন্ত্রী' কিংবা 'একলব্যের ভবিতব্য' আপনার দুই রকম সত্তার পরিচয় পেয়ে আমি খুশি হয়েছি। কবির কাজ তো নিজেকেই অতিক্রমণের চেষ্টা। সেই চেষ্টা আপনার মধ্যে ছিল এবং আছে।

-নাসির আহমেদ

["জন্মদিনে খোলাচিঠি", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৬৫।]

১৯. 'আমাদের অনীক মাহমুদেরও রয়েছে ছোটদের প্রতি গভীর মমত্ব ও দায়িত্ববোধ। সেই যে কবি ফররুখ আহমদের কিশোরজীবনী দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তারপর অনীক মাহমুদের ছড়ার বই বেরিয়েছে তিনটি, কিশোর গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছে তিনটি, এমনকি ছোটদের কবিতা লেখার নিয়ম-কানুন নামে একটি অসামান্য কিশোর প্রবন্ধের বইও তাঁর বেরিয়েছে। ছোটদের ভুবনে অনীক মাহমুদের এই স্বচ্ছন্দ এবং দায়িত্বশীল পদচারণা আমাকে খুবই মুগ্ধ করে, আশান্বিত করে। বড় হবার পর আবার ছোট হওয়া কাজটা তো মোটেই সহজ নয়। অথচ অনীক সহজেই পারেন। এটা নিশ্চয়ই বড় মাপের শিল্পীর মহৎ গুণ। আমার বিশ্বাস-এই মহত্ত্বই অনীক মাহমুদকে দীর্ঘ দীর্ঘ কাল বাঁচিয়ে রাখবে।'

-রফিকুর রশীদ

["অনীক মাহমুদ ও গন্তব্যরেখা", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৯২।]

২০. 'কেউ কেউ বলেন, নতুন করে আর কিছু বলার নেই কবিতার। যা বলার ছিল, পূর্বোক্ত কবিরা সবই বলে শেষ করে গিয়েছেন। এখন কবিদের উচিত 'কী বলব' তা না ভেবে 'কীভাবে বলব' তা নিয়েই শুধু ভাবতে হবে। অনীক মাহমুদ আমাদের শিখিয়েছিলেন যে এটি একটি মিথ্যা, ভুল ও প্রবঞ্চক ধারণা। এর ফলে শুধু আঙ্গিককে প্রাধান্য দেয়া হয়। বিষয়বস্তুকে করা হয় অস্বীকার বা অবহেলা। প্রকৃত কবির কাছে নতুন কথা আসবেই। নতুন বক্তব্য আসবেই। সঠিক বিষয়বস্তুর জন্য সঠিক আঙ্গিক। একমাত্র তাহলেই সম্ভব কবিতা হয়ে ওঠা। যারা শুধু আঙ্গিকের চর্চা, মেধাহীন শব্দ ও ছন্দের ব্যায়াম নিয়ে মত্ত, তাদের মুখের সামনে অনীক মাহমুদের যে কোন কবিতাই দুলিয়ে দেওয়া মানেই তার অবিমৃশ্যকারিতার যথাযথ উত্তর দেওয়া।'

-জাকির তালুকদার

["অনীক মাহমুদ : গুরুপ্রণাম, সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ১০০।]

২১. 'কবি অনীক মাহমুদ কবিতার শরীর বিনির্মাণে দক্ষ। যে-সব উপকরণ ব্যবহারে কবিতা নান্দনিক হয়ে ওঠে সে-সব উপকরণ প্রয়োগে তাঁর মুন্সিয়ানা লক্ষণীয়। ছন্দ-মাত্রার ক্ষেত্রে হিসেবি তিনি। অলঙ্কার, অনুপ্রাস ব্যবহারেও সাবলীল।

চিত্রকল্প তৈরিতে পুরাণ ব্যবহার করে কবিতাকে যেমন ভিন্ন মর্যাদায় আসীন করতে পেরেছেন অনীক, তেমনি তিনি নিজেও এক্ষেত্রে উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রশংসিত হতে পারেন।

-রফিক আজাদ

["অনীক মাহমুদের কবিতা", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ১৪৬।]

২২. 'নষ্ট জ্যোৎস্নার ক্যারাভান' নাট্যকারের এই বোধে প্রথম থেকেই স্থিত, কাব্যনাট্য শুধু কবিতা নয়, আবার গদ্য নাটকের মতও নয়। কবিতা ও নাটকের হরগৌরী নির্মাণেই এই রূপবন্ধন দাঁড়ায়। ... মাত্র সাতচল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে এই সময়ের দীর্ঘবিস্তার, তা সম্ভব হয় নাটকটি কাব্যনাট্য হওয়ার। গদ্যে এই নাটককে আরও অনেক বিস্তৃত করতে হতো। ... অনীক সময়কে খানিকটা চলচ্চিত্রীয় পদ্ধতিতেই প্রসারিত করে দেন তাঁর বীক্ষার সূত্রেই। নাকটটি তাই গোড়া থেকেই পাঠককে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসতে বাধ্য করে।

-পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

["অনীক মাহমুদের নষ্ট জ্যোৎস্নার ক্যারাভান", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ১৪৭-১৪৮।]

২৩. 'সচরাচর যাঁরা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনায় অভ্যস্ত, অভ্যস্ত গবেষণাধর্মী রচনায়, তাঁদের কাব্যলক্ষ্মীর চর্চায় তেমন উৎসাহী দেখা যায় না। দেখা গেলেও দুটি ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ পদচারণা কদাচিৎই চোখে পড়ে। এর ব্যতিক্রম যে নেই অবশ্য এমন নয়। আমাদের শঙ্খঘোষ তিনি হাতের কাছেই রয়েছেন, ছিলেন হরপ্রসাদ মিত্রও। অনীক মাহমুদও তাদের দলে। কাব্যলক্ষ্মীর সাধনায় তিনি যেমন অক্লান্ত, তেমনি অক্লান্ত গবেষণাধর্মী রচনায়। দু'টি ক্ষেত্রেই তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা। কবি অনীক মাহমুদ গবেষক প্রাবন্ধিক অনীক মাহমুদের প্রতিদ্বন্দ্বী নন, সহযোগী।'

-বরুণকুমার চক্রবর্তী

["কবি অনীক মাহমুদের কাব্য প্রসঙ্গে দু'একটি উপলব্ধি", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ১৫২।]

২৪. '২০০৬ পর্যন্ত অনীক মাহমুদের যে কবিতা-সম্ভার এবং কয়েকটি নাট্যকাব্য আমাদের সামনে আসে সেখানে দেখি কবিতার রচনারীতিরও ঘটে গেছে বহুল পরিবর্তন। একলব্যের ভবিতব্য থেকেই এই ভাবনার বীজ অনুভূত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তা নিবিড় পল্লবিত। কবি তাঁর কাব্যভাষায় সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস ও সংস্কৃতি থেকে জনস্রোতের মতো আহরণ করে নিয়েছেন অনুষঙ্গ ও অভিব্যক্তি। আছে পুরাণ এবং অন্যান্য প্রাচীন কাহিনির কথাবৃত্ত; আছে পাশ্চাত্য সাহিতের বহু উল্লেখ, আছে বিশ্বের সমাজ-জীবন থেকে তুলে আনা যে কোনো বিষয়ের স্পর্শ। প্রকৃতপক্ষেই যেন বিশ্বায়িত কাব্যভাষা। সেই সঙ্গে একেবারে দেশজ চলিত শব্দেরও কোনো অপ্রতুলতা নেই। শব্দ এবং বাক্যবন্ধের এক অবাধ মিশ্রণের

জগৎ। অনীক মাহমুদ সম্পর্কে বলা যায় ক্রমেই তাঁর কবিতার জগৎ স্ব-ভূমি থেকে বিশ্বভূমিতে বিস্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাঁর আত্মগত মনের ভাষা হয়ে উঠেছে বিশ্বমানবের অন্তর্গূঢ় আশঙ্কার ভাষা।

-সুমিতা চক্রবর্তী

["স্বৈরতন্ত্রী প্রেম : অনীক মাহমুদ", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ১৬৩।]

২৫. 'প্রেম তার কবিতার একটি মুখ্য বিষয়। এমনি সফল প্রেমের পূর্ণতায় জীবন ভরে ওঠার অলৌকিক এক আস্বাদে অনীক মাহমুদ আমাদের মনপ্রাণ ভরে দেন 'আসন্নবিরহ বিষণ্নবিদায়'-এর অন্তর্ভুক্ত পাঁচ নম্বর সনেটে...। ... এই সনেটটি প্রেম বিষয়ক একটি অনবদ্য সনেট। আমাদের বাংলাসাহিত্যের আবহমান প্রেমের কবিতার ধারায় একটি চমৎকার সংযোজন। এটি উপমা উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারে আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। তার কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই গভীর জীবনবোধে উদ্দীপিত।'

-আবু তাহের মজুমদার

["অনীক মাহমুদের আসন্নবিরহ বিষণ্নবিদায় কিঞ্চিৎ ভালোবাসার উপাখ্যান", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ১৬৬।]

২৬. 'অনীক মাহমুদের কবিতার নানা বৈচিত্র্যের একটি হল পুরাণের ব্যবহার। ভারতীয় পুরাণতো বটেই গ্রীক পুরাণের উল্লেখও তাতে আছে। কবিতার অর্থকে নতুন তাৎপর্য নিয়ে আসা ও সামাজিকভাবে ব্যঞ্জনাময় করে তোলার কাজে পুরাণ প্রসঙ্গ নতুন করে শিল্পসুষমা পেয়েছে তার হাতে। উপমা কিংবা বিশেষণ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কিছুটা অভিনবত্ব লক্ষ করা যায়।

-জুলফিকার মতিন

["প্রসঙ্গ : প্রেমবড় স্বৈরতন্ত্রী", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ১৭৪।]

২৭. ...'যেখানে তিনি স্বকীয়তায় দেদীপ্যমান, সেখানে ইতিহাসচেতনা, বাস্তবতাবোধ, রাজনীতি, সামাজিক দায়বদ্ধতা, মানসিকতা, প্রেম তাঁর কবিতার অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে এবং কবিতাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। সেখানে কবি অনীক মাহমুদ বৃত্তাবদ্ধ হয়েও বৃত্তের বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেন।'

-মুহম্মদ রেজাউল হক

["এইসব ভায়াবহ আরতি : কবির অভিযাত্রা", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ১৭৬।]

২৮. 'সামূহিক অনন্বয় থেকে মুক্তির আকুলতায় অনীক মাহমুদ সাঁতার কাটতে চেয়েছেন ইতিহাস অর্ণবে-ব্যক্তির সীমানা ছাড়িয়ে তিনি পৌঁছুতে চেয়েছেন সমষ্টির আঙিনায়। অন্ধকার নয়, হতাশা নয়, নির্বেদ নয়, তিনি মানুষকে ডাক দিয়েছেন আলো আর আশা আর সংলগ্নতার ভুবনে। মানবাত্মা যখন জাগ্রত হবে সদর্থক

চেতনায়, সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে মানুষ যখন উপলব্ধি করবে জগৎ ও জীবকে, সে যখন দাঁড়াবে বৃহৎ দেশের প্রেক্ষাপটে তখনই ঘটবে নিঃসঙ্গতার সংক্রাম থেকে ব্যক্তির উত্তরণ। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, আশাবাদ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে পারে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা থেকে। অনন্বয় থেকে সমন্বয়-সূত্রের সন্ধানে নিরবধি কাল থেকে চলছে মানুষের সংগ্রাম। নিঃসঙ্গতা-নিঃসঙ্গতা নিরসনের সংগ্রাম—নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি Fission Feud Fusion সভ্যতার আদিকাল থেকে চলছে এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া এবং এই দৈবরথের মাধ্যমেই একদিন ঘটবে মানুষের নিঃসঙ্গতামুক্তি। অনীক মাহমুদের কবিতায় নিঃসঙ্গতামুক্তির স্পষ্ট ছায়াপাত ঘটেছে।... অনন্বয়ের ছাপ থাকলে, অনীক মাহমুদের কবিতা, অন্তিমে এই ইতিবাচক জীবনবোধের কথাই আমাদের অভিজ্ঞতায় সংবেদনা সঞ্চার করে—এখনেই তাঁর প্রাতিস্বিকতা।'

-বিশ্বজিৎ ঘোষ

["অনন্বয় চেতনা ও অনীক মাহমুদের কবিতা" সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ১৮৯।]

২৯. ক. 'বাংলাদেশে সত্তরের দশকে উদ্ভূত কবিদের মধ্যে মননশীলতার যে ক্ষীণ প্রবাহ লক্ষ করা যায় অনীক মাহমুদ সেই ক্ষীণ স্রোতকেই পরবর্তী দশকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন।... বিগত তিন দশকে অনীক মাহমুদ যে কাব্য ফসল ঘরে তুলেছেন, ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের রক্তক্ষরণের বহুমাত্রিক রসায়নে তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। কবিতার সমান্তরালে মননশীল প্রবন্ধ রচনা, গবেষণা, নাটক ও সঙ্গীত রচনার মধ্যদিয়ে সাহিত্যের রূপ-বৈচিত্র্যের জগতে তিনি অবলীলায় পরিভ্রমণ করেছেন। ফলে, বিভিন্ন আঙ্গিকের আন্তঃসঞ্চরণে একেকটি সাহিত্যরূপের নতুন মাত্রা চেতনায় উন্নীত হওয়ার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে।'

-রফিকউল্লাহ খান

["অনীক মাহমুদের কবিতা: বহুস্তর চেতনার সঞ্চয়", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৯০-৯১।]

খ. "অনীক মাহমুদ গোড়া থেকেই পুরাণমনস্ক কবি। প্রেম ও নিসর্গ আরাধনা তাঁর সহজাত। এ বিষয়ে অনেকগুলো ভালো কবিতা তিনি লিখেছেন। কিন্তু মিথ বা পুরাণ সমাজ ও জীবন সংলগ্নতা, গণমুখী চেতনাবেগ, আদর্শগত বিশ্বাসের নির্বিশেষ রূপায়ণ এবং ব্যক্তিস্মৃতির বেদনাঘন কাব্যরূপ তাঁর সৃষ্টিশীলতাকে অভিনবত্ব দান করেছে। তিনি লিখেছেন অনবদ্য কিছু গান, শিশু ও কিশোরদের জন্য ছড়া এবং অনেকগুলো গবেষণা ও সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ। এ-যুগে একজন গবেষক ও প্রাবন্ধিক বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতাকে সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র। আবেগ ও মননের যৌথায়ন

সত্ত্বেও অনীক মাহমুদের কবিতা শেষ পর্যন্ত মনন সিদ্ধিকেই পরম বলে গ্রহণ করে।'

-রফিকউল্লাহ খান

["অনীক মাহমুদের কবিতা: বহুস্তর চেতনার সঞ্চয়", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ১৯৫।]

৩০. 'অনীক মাহমুদ একজন যথার্থ আধুনিক কবি। প্রধানত এই অর্থেই যে, কবিতার আঙ্গিক ও ভাববস্তু নিয়ে তিনি চালান নিত্য নিরীক্ষণ। 'প্রেম বড় স্বৈরতন্ত্রী' থেকে 'দীর্ঘদংশন নীলজ্বালা'য় উত্তরণে যে পথ তিনি অতিক্রম করেছেন, তার বাঁকে বাঁকে রয়েছে নিরীক্ষাধর্মিতার ছাপ। তাঁর কবিতায় দেখা যায় ফর্ম এবং ভাবনা ভাঙ্গাগড়ার খেলা। তিনি যেমন নিজেকে ভাঙ্গেন এবং গড়েন বারবার, তেমনি অন্যদেরও ভাঙ্গেন এবং গড়েন। এক ধরনের ডিকনস্ট্রাকশন (ডেস্ট্রাকশন নয়) তাঁর কাব্যচর্চায় নিত্য ক্রিয়াশীল। এক ধরনের আঁভগার্দ তাঁর চিন্তনে সক্রিয়। সর্বোপরি, তাঁর রয়েছে এক অসামান্য ভাষাশক্তি; এক স্বতন্ত্র শিল্পসামর্থ্য। অনীক নিশ্চয়ই হয়ে উঠবেন এক মস্ত কবি। আমাদের উপহার দিবেন সময়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, যা হয়তো এখনো লেখা হয়ে ওঠেনি। ইয়েটসের ভাষায়: 'The best is yet to be'.

-রাশিদ আসকারী

["অনীক মাহমুদের কবিতা: নির্মাণ-বিনির্মাণের খেলা", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ২০৮।]

৩১. 'কবিতা বাণী শিল্প-এতো আর নতুন কথা নয়। কিংবা 'শবদে শবদে বিয়া দেয় যে জন' তিনিই যে আর কবি নন একথাও নানাভাবে প্রমাণিত। তাহলে প্রশ্ন কবি কে? কবিতা কি? পাঠকও কি একার্থে কবি নন? এতগুলো প্রশ্ন মনে এল, বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি অনীক মাহমুদের 'দীর্ঘদংশন নীলজ্বালা' কাব্যগ্রন্থটি পড়তে পড়তে। তাঁর কবিতার অন্তহীন রহস্য আমাদের যেমন আবিষ্ট করে রাখে কবিতার বহুকৌণিক সৃজনীবিন্যাস আমাদের এতটাই মুগ্ধ করে যে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর মীমাংসার উত্তরও যেন এক ঝটকায় মিলে যায়। অনীকের কবিতার নিবিড় অনুধ্যানে ঘটে যায় আমাদের চেতনার রূপান্তর। কবিতা পড়তে পড়তে পাঠকও প্রতি মুহূর্তে কবি হয়ে ওঠেন।'

— বিকাশ রায়

["অনীক মাহমুদের কবিতা: সত্যসন্ধ অনুধ্যানে নিবিষ্ট", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ২০৯।]

৩২. 'একজন কবির উচ্চারণের নিজস্ব স্বর ফুটে ওঠে তাঁর শব্দের নির্বাচনে। অনীক অকুণ্ঠভাবে ব্যবহার করেছেন বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের তৎসম, তদ্ভব ও দেশজ সম্ভার। সংস্কার মুক্তভাবে স্ল্যাংও উঠে আসে তাঁর লেখনীতে। আর সমকালের জীবনবৃত্ত থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পট প্রেক্ষিত বোঝাতে বাংলা শব্দ ভান্ডারে নিয়ে চলে আসেন পাশ্চাত্য ও একালের অনেক শব্দমালা। ...অনীকের কবিতার ভূগোলে

আছে অজস্র সব মিথের প্রসঙ্গ। বাঙালীর সংস্কৃতি যে হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি অনীকের কবিতায় অকৃত্রিম ভঙ্গিতে ফুটে ওঠা এইসব পুরাণ প্রসঙ্গ তার প্রসঙ্গ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর তা তাঁর প্রায় প্রতিটি কবিতায় কোনো না কোনো ভাবে প্রকীর্ণ।'

— লায়েক আলি খান

["অনীক মাহমুদের কবিতালোক", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ২২০-২২১।]

৩৩. 'পৃথিবীর সব কবিই জীবনকথা লেখেন। তার সঙ্গে ওতপ্রোত মিশে থাকে সময় ও অন্তর্দৃষ্টি। অনীক মাহমুদও ব্যতয়য় নন। কবিতায় তৎসম শব্দের আধিক্য আছে। সম্ভবত এটা তাঁর রচনাশৈলী। একেবারেই নীরক্ত নন। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ রয়েছে কবিতার ভাঁজে ভাঁজে এবং কখনও উচ্চকিত, অস্থির। কবিতা খুলে দেখলে বোঝা যায় তাঁর নিশান ওড়ানোর অহংকার। সে অহংকার প্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রমাণ করেছেন তিনি শুধু বাংলাদেশি কবি নন, আদ্যোপান্ত বাঙালি, বাঙালি এবং বাঙালি কবি। তাই বিনম্র বিনয়ে লিখতে পারেন, 'নষ্ট ছাঁদে বাঁধি তাই কষ্টলতা গান/অনীক মামুদ ভণে শুনে দয়াবান।' এই যদি নষ্ট ছাঁদ হয় তবে কষ্টলতা গান আরও আরও বাজুক।'

-জলধি হালদার

["একজন কবিতা পাঠকের হলুদমাখা কড়চা", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ২২৫।]

৩৪. 'অনীক মাহমুদ আশাবাদী এবং জীবনবাদী কবি বলেই তিনি সাম্যবাদী রাজনৈতিক দর্শনে আস্থা রেখেছেন। তবে তিনি সাম্যবাদী দর্শনের অনুগামী হলেও কবিতাকে কখনো শ্লোগানধর্মী করে তোলেন নি। প্রবল মানবতাবাদী অনীক মাহমুদের কবিতার অন্যতম উপজীব্য কৃষক-মজুর-সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষের দুঃখদীর্ণ-জীবন। সঙ্গত কারণেই তাঁর কাব্যভাবনায় বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর মাঙ্গলিক চিন্তন প্রাধান্য পেয়েছে। আর তাঁর সাম্যবাদী কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে শোষিত বঞ্চিত মেহনতি মানুষের মুক্তির দীপনা।'

— সরওয়ার মুর্শেদ

["অনীক মাহমুদের কবিতায় সাম্যবাদী জীবনদৃষ্টি", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ২৩৮।]

৩৫. 'অনীক মাহমুদ কাব্যসৃজনের সর্বগুণান্বিত কবিপ্রাণ। তিনি পরিশ্রমী এবং পরিশ্রম করে কাব্যদেহে তিনি সংযোজন করেন কাব্যকলার মূল্যবান উপাদান। কাব্যবোধ তাঁর সহজাত বলে মনোযোগ আর সামান্য পরিশ্রমের সংরাগে অনীক মাহমুদের কবিতাসৃষ্টি হয়ে ওঠে প্রাণপ্রাপ্ত।'

— সৌমিত্র শেখর

["কবিতার প্রাণবন্যায় অনীক মাহমুদ", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ২৪৪।]

৩৬. 'বাংলা সাহিত্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা অনীক মাহমুদ শুধু পড়াশুনাতেই অধ্যবসায়ী ছিলেন না প্রেমের পাঠ নিতেও একনিষ্ঠতা ছিলো সমান। জয়দেব-কালিদাস-চণ্ডীদাস-রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের অপূর্ব নিসর্গশোভিত প্রেমের নন্দনকানন তাঁর মানসপটে অঙ্কিত হয়েছিলো একজন কবিতাপ্রেমী ছাত্র হিসেবে। এর ছায়া পড়েছে তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'আসন্নবিরহ বিষণ্নবিদায়' এবং 'মাধবী রাতের গান'-এ। বিশেষত প্রায় অরণ্যসদৃশ মতিহার এর প্রেমময় স্মৃতিকে তিনি কখনোই ভোলেন নি। তাঁর মনোলোক বিচিত্র ও দৃষ্টিনন্দন বৃক্ষশোভিত প্রগাঢ় প্রশান্তিতে ছায়াময় মায়া লাগানো 'মতিহার' ক্যাম্পাসের শ্যামশোভা ছবি হয়ে আছে। 'মতিহার ৮৮', 'মতিহারের এলিজি', 'আসন্নবিরহ' 'বিষণ্নবিদায়' এবং 'মাধবী রাতের গান'-এ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহনীয় নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সঙ্গে অনীকের প্রেম জড়িয়ে আছে আষ্ঠেপৃষ্ঠে এক অচ্ছেদ্য অদ্বৈত সম্পর্কে।'

— আবুল হাসান চৌধুরী

["অনীক মাহমুদের কবিতা প্রেম ও নিসর্গ", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ২৫৪।]

৩৭. 'অনীক মাহমুদের কাব্যে অধিকাংশ সময় নারীর আবির্ভাব প্রেমের প্রতীকরূপে। কিন্তু সে প্রেমে অনুরাগের চেয়ে বিরহের অনুভব বেশি। তবে বিরহের কবিতায় ক্ষোভ হাহাকার নেই বললেই চলে। তীব্র কিংবা তীক্ষ্ণভাষা অনুপস্থিত। তার চেয়ে বড় কথা প্রেমিকারূপী নারীকে অভিযুক্ত করেননি কখনো, মেনে নিয়েছেন বিরহাবস্থা- যেন তিনি জানেন এটিই স্বতঃসিদ্ধ। তাছাড়া যন্ত্রসভ্যতার এ যুগে কোন প্রেমই হয়তো চিরস্থায়ী নয়। সমকালীন জীবনবাস্তবতা, বিরূপতা, হতাশা, নৈরাশ্য, অবক্ষয়, ক্ষোভ-বেদনা প্রভৃতি বিষয় কবির কাব্যে সংযোজিত। সমকাল, জীবন, বাস্তবতা চিত্রিত করতে যেয়ে কবি একদিকে সমকালীন নির্যাতিত নারী চরিত্রের উল্লেখ করেছেন, অপরদিকে সাহিত্য ইতিহাস থেকে চয়ন করেছেন অনন্য নারী চরিত্রের। জননী জন্মভূমিও গুরুত্ব লাভ করেছে অনীক মাহমুদের কবিতায়। স্বদেশ ভাবনায় প্রগতিশীল এ কবি সমভূমির লাঞ্ছনায় পীড়া বোধ করেন, জননীসমা মাতৃকুলের দারিদ্র্যেও একই অনুভব তাঁর। যুগ যুগ ধরে কবিকুলের নিজস্ব চিরাচরিত ক্যানভাসে নারীর চিত্রায়ণ। অনীক মাহমুদও ব্যতিক্রম নন। শুধুমাত্র শব্দচয়ন, বলবার ও দেখবার ঢং, প্রকাশভঙ্গি আলাদা। শব্দশিল্পের এ ভুবনে অনীক মাহমুদ অনেক নারীকে উপস্থাপন করেছেন নিজের ঢং-এ কিন্তু তারা একক কোন মূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়নি, খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন কিন্তু সামষ্টিক একরূপে অবতীর্ণ হয়েছে।'

— সরিফা সালোয়া ডিনা

["অনীক মাহমুদের কবিতায় নারী", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ২৬৮।]

৩৮. 'ঐতিহ্যিক উপকরণসূত্রে অনীক মাহমুদের কবিতায় যেমন পুরাণ এসেছে তেমনি লোকঐতিহ্যের নানা উপকরণ তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। বলাবাহুল্য, অনীক মাহমুদ একজন আধুনিক কবি। তবু ৬৪ হাজার গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের লৌকিক সমাজকে বাদ দিয়ে কবির কল্পনা বিস্তৃত হওয়া সম্ভব নয়। চারপাশে ছড়ানো লৌকিক উপকরণ তাঁর কবিতায় ভাব ও অলংকরণে ব্যবহৃত হলেও তা ভিন্নার্থবোধক ও নতুন চেতনাবাহী। আধুনিক যুগ-জীবনের বিকৃতি, ভোগবাদিতা, স্বার্থপরতা, শোষণ ইত্যাদির স্বরূপ ব্যাখ্যায় কবি লোকউপাদানের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং লৌকিক সংস্কৃতিকে তিনি শুভবোধের মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।'

— মোবাররা সিদ্দিকা

["অনীক মাহমুদের কবিতায় ঐতিহ্যিক চেতনা", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ২৭৪।]

৩৯. 'মানবতাকে ভূলুণ্ঠিত করে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিয়ে যে সংস্কার সাধনে একের পর এক হত্যা ও রাজ্যক্ষমতায় আসীন হবার নেশার ভূত আওরঙ্গজীবের ওপর ভর করেছিল-তা আজকের কালেও জটিলতর হয়ে মানবতার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে। এ নাট্যকাব্যে অনীক মাহমুদের উপলব্ধ সত্যটা সমকালীন সচেতনারই প্রকাশ।'

— আমিনুর রহমান সুলতান

["অনীক মাহমুদের নষ্ট জ্যোৎস্নার ক্যারাভান: ধর্মান্ধতার আগ্নেয়গিরিতে মানব অস্তিত্বের ছাইভস্ম", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ২৯২।]

৪০. 'অনীক মাহমুদ আত্মজৈবনিক রোমান্টিক কবি। তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, কবিমনের আর্তি, নিঃসঙ্গতা, বিষণ্নতা, পুরাণ-ঐতিহ্যচিন্তা প্রভৃতি চেতনা সময়কে লঙ্ঘন না করে অনুধাবনের চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের কবিতায় নান্দনিক চেতনা ও অভিজ্ঞতা যেভাবে মনন প্রাধান্যে রূপলাভ করেছে, তারই ধারাবাহিকতায় আস্বাদ পাওয়া যায় কবি অনীক মাহমুদের "আসন্নবিরহ বিষণ্নবিদায়" কাব্যগ্রন্থে।'

— মাসুদুল হক

["অনীক মাহমুদের আসন্নবিরহ বিষণ্নবিদায়", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ২৯৭।]

৪১. 'কবি অনীক মাহমুদের কাব্যে সীমাহীন অনিশ্চয়তার সমকাল, পচা শসার মতো ভেতর নষ্ট ঠাটসর্বস্ব সমাজ এবং বিশ্বপুঁজির শোষণে জর্জরিত বিশ্বমানবের সংকট বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। ইতিহাস ও পুরাণ-প্রসঙ্গ কবির জীবনবোধ ও শিল্পবোধের স্ফুরণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাঁর জীবনবোধের ঘনিষ্ঠতা তাঁর কাব্যকে কালের বিচারে টিকে থাকার মহিমা দানে সহায়তা করবে।'

— মুহম্মদ হায়দার

["অনীক মাহমুদের কবিতা : সমাজ-সমকাল-বিশ্বলোক", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৩১১।]

৪২. 'বিচিত্রভাব ও চেতনার অধিকারী বর্তমান কালের কবি অনীক মাহমুদ। আলোকিত চেতনার সারথি এই কবি তাঁর কাব্যসাহিত্যে বিচিত্র চরিত্রের ডানায় ভর করে তাঁর জ্ঞান ও শক্তির সঞ্জীবনী সুধা আমাদের পান করতে সহায়তা করেছেন। কবির প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে বিষয় ও আঙ্গিকের অক্ষুণ্ন মনোভাবের সাত্ত্বিক প্রেরণায় চরিত্রের গুণকীর্তন করেছেন।'

— মো: আবদুল মজিদ

["কবিতায় চরিতচর্চা ও অনীক মাহমুদ", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৩১৯।]

৪৩. 'কবি অনীক মাহমুদ তঁর সমস্ত কাব্যগ্রন্থে বিষয়বস্তু ও ভাব অনুযায়ী ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারের ব্যবহারে সর্বোপরি মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর রেখেছেন। ভাষায় নতুন নতুন শব্দ, ছন্দের বিচিত্র ব্যবহার এবং অলঙ্কারের বিভিন্নতা ব্যবহার করে তিনি তাঁর সমগ্র কাব্যগ্রন্থগুলোকে এক ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেছেন।
উপরে উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার অভিপ্রায় এই যে, অনীক মাহমুদ প্রতিদিনই নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টায় সদাসচেষ্ট। আমার বিশ্বাস অনীক মাহমুদ তাঁর কাব্যিক অভিযাত্রায় সদাসর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকবেন।'

— সাব্বির রেজা

["অনীক মাহমুদের কবিতা : প্রাসঙ্গিক ভাবনা", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮,পৃ. ৩৪৮।]

৪৪. 'বিষয়বস্তুর দিক থেকে অনীক মাহমুদের চতুর্দশপদী কবিতাগুলো পাঠকের দৃষ্টি ও চিন্তা-চেতনাকে বিভিন্নভাবে আকর্ষণ করে। তাঁর কবিতাদর্পণে সময়-সমাজ-ইতিহাসের নানান দিক বলয়ের উন্মোচন ঘটেছে এসব কবিতায়। চৈতনিক অবক্ষয়, শ্রেণিসংগ্রাম, নারীচেতনা। স্মৃতিমেদুরতা তার এসব কবিতায় নতুন ভাবব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে।'

— বিভূতিভূষণ মণ্ডল

["অনীক মাহমুদের চতুর্দশপদী কবিতা", সুবর্ণসমিধ : অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৩৫৫।]

৪৫. 'অনীক মাহমুদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো কবিতার প্রাকরণিক পরীক্ষায় তাঁর অবিকল্প পারঙ্গমতা। [...] প্রাকরণিক পরীক্ষায় অনীক মাহমুদ অধিক মাত্রায় সচেতন। বক্তব্যের সঙ্গে শৈলীবৈচিত্র্যের এই মেলবন্ধনের দিক থেকে তাঁকে খুব সহজেই অন্যদের থেকে আলাদা করা যায়। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব: আবার একদিক থেকে এটাই তাঁর কবিতার ভেতরে ঢোকার প্রতিবন্ধক (প্রস্তুতিহীন পাঠকের জন্য)।'

— তানভীর দুলাল

["অনীক মাহমুদ কবিতায় পুরাণচর্চা" সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৩৬৫।]

৪৬. 'অনীক প্রাচীন ও সমকালানী বহু কবি ও সাহিত্যিকের ছায়ায় বিহার করেছেন স্বচ্ছন্দে, সেই জন্যই অনেক সময় মনে হয় এই পৃথকতা তিনি মানেন না। আধুনিক সাহিত্যকে আসলে অনেকেই তাই মনে করেন এটা কালেরই সৃষ্টি; এখানে পৃথকভাবে কারুরই মুকুটাচ্ছাদিত মাথা বা প্রলম্বিত গণ্ডদেশ এর জিরাফের ভঙ্গি দিয়ে জেগে ওঠার সুযোগ নেই। এই তত্ত্ব যতই জনগ্রাহী হোক, সমকালীন চিন্তাই অনীককে সমকালে পৃথক করেছে এবং সমকালীক করেছে। অনীকের আধুনিকতাও সেইখানে।

মোটের উপর অনীক যুগচিন্তার মধ্যেই যুগপ্রভাব গ্রহণ করেন অথচ সমকালে বৃত্তাবদ্ধ হন না। সমকালে যারা বদ্ধ অনীক তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম। উজ্জ্বলতা না হোক, শক্তিমান, কারণ একটি নির্মাণকে তিনি উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছেন। অনীকের সার্থকতা অন্তত এই সীমাতে, তাঁর সার্থকতাও সেখানেই।'

- মনিরুজ্জামান

["শব্দযোদ্ধা অনীকের সেনানী অভিযাত্রা," সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৪০১।]

৪৭. 'অনীক মাহমুদের কাব্যভাষায় সর্বশেষ নমুনারূপে পাই 'দীর্ঘদংশন নীলজ্বালা' সংকলনটি। এটিকে বলা যেতো কথককাব্য। যেখানে কবির জীবনাচারের বাস্তবিক অভিজ্ঞতাগুলো পদ্যবন্ধ্যে গ্রথিত। সঙ্গত কারণেই এর ভাষার একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু সেটি শুধু শব্দ ব্যবহার, বাক্যের/চরণের গাঠনিক রূপে এসবের নিহিতার্থক অভিধায় বা ব্যঞ্জনায় নয়, বরং কবির কথক শৈলীতে। এখানেই ভাষা ছাড়িয়ে ব্যাকরণের সীমা প্রতিভাসিত হয় 'মেটা লেঙ্গুয়েজ'; উপ্ত হয় অনির্বচনীয় বোধ। স্বভাব কবির সহজ-সরল ভাষায় ব্যঞ্জিত হয় যেমন গূঢ় ভাবতত্ত্ব; চারণ কবির অবারিত অনুভূতি যেমন বাঙময় হয়-সেই চিরকালিক কবিসত্তা দর্শায়ী আর এক মাধ্যম ব্যবহারের চেষ্টা দেখি অনীকের মসীতে।'

-মহাম্মদ দানীউল হক

["অনীক মাহমুদের কবিতা : ভাষার বিবেচনা", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৪০৭।]

৪৮. 'অনীক মাহমুদের সামগ্রিক কাব্য নিয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করা যায়। তাঁর কাব্যের বিষয় ও প্রকরণকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাঁর অবদানকে মূল্যায়ন করা যায়। কিন্তু আমাদের কাব্যে তাঁর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য তাঁর কবিতার পাঠ-ই সর্বাধিক প্রয়োজন। একজন কবি শব্দের নির্মোকে সত্যকে আড়াল করতে পারেন। জীবনের সত্যের চেয়ে নিজের সত্যকে মহৎ করে তুলতে পারেন। অনীক মাহমুদ জীবনটাকেই দেখতে চেয়েছেন, নিজেকে রেখেছেন আড়ালে। এমন বিজ্ঞাপনের যুগে এই কাব্যিক অঙ্গীকার যে ব্যতিক্রমধর্মী সে কথাই-ই বর্তমান ক্ষুদ্র রচনাটিতে বলবার প্রচেষ্টা ছিল।'

-মহীবুল আজিজ

["কবি অনীক মাহমুদ", সাহিত্য, ইলিয়াস ও অন্যান্য নক্ষত্র, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০ পৃ. ৭১।]

৪৯. 'অনীক মাহমুদ তাঁর কবিতার শরীর নির্মাণে খুব দক্ষতার পরিচয় দেন। যেসব উপকরণে কবিতা সত্যিকার অর্থে নান্দনিক হয়ে উঠতে পারে, সেগুলোর প্রায় সব কটি উপকরণ ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহস্ত-দক্ষহস্ত। তাঁর কবিতা কখনো গদ্যে রচিত, কখনো পদ্যে রচিত। বাংলা কবিতার ঐতিহ্য অনুযায়ী পদ্যে রচিত কবিতাতে নান্দনিক উপকরণসমূহের সর্বাধিক প্রয়োগ ঘটে। নানা ধরনের ছন্দ, নানা ধরনের অলঙ্কার, নানা ধরনের চিত্রকল্প পদ্যে রচিত কবিতাকে শিল্পোত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে। কিন্তু অনীক মাহমুদ যখন গদ্যশৈলী দিয়ে তাঁর কবিতার শরীর নির্মাণ করেন, তখনও তা ছন্দহীন হয়না।'

-স্বরোচিষ সরকার

["অনীক মাহমুদের কাব্যচর্চা", ভাবনা নিয়ে ভাবনা, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২০১।]

৫০. ক) 'অনীক মাহমুদ (জ. ১৯৫৮) শুধু সত্তরের দশকের একজন কবিই নন; বরং তিনি গীতিকার, ছড়াকার ও প্রাবন্ধিক, গবেষকও বটে। আমি মূলত তাঁর ৭টি কাব্যগ্রন্থের নান্দনিকতার পরিপ্রেক্ষিত এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করেছি। তাঁর 'নষ্ট জ্যোৎস্নার ক্যারাভান' নাট্যকাব্যটির নন্দনচেতনা ও জীবনার্থসন্ধান খুবই শিল্পিতভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর 'দীর্ঘদংশন নীলজ্বালা' কাব্যটিও স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। আসলে কবিতা তথা শিল্পসাহিত্যের মধ্যে সমাজ-রাজনীতি-মনস্তত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস, জীবনের শোক-অশোক, স্বপ-দুঃস্বপ্ন সবকিছুই প্রতিবিম্বিত হয়। কবি অনীক মাহমুদ তাঁর নান্দনিক দৃষ্টির যে প্রেক্ষণবিন্দু থেকে কাব্যগ্রন্থসমূহ চিত্রিত করেছেন তারই নন্দনতাত্ত্বিক আলেখ্য আমি উপস্থাপন করেছি।'

-রহমান হাবিব

["অনীক মাহমুদের কবিতায় নন্দন-সৃষ্টি", বাংলাদেশের কবিতা: নন্দনতত্ত্ব ও জীবনার্থসন্ধান, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১১২।]

খ) ' 'নষ্টজ্যোৎস্নার ক্যারাভান' নাট্যকাব্যে মোগল সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে ক্ষমতার মসনদ নিয়ে যে রক্তারক্তি ও হত্যাযজ্ঞ হয়েছে তারই কাব্যিক নাট্যিক-নান্দনিক ঐতিহাসিক নৈপুণ্যচিত্র ভাষারূপ লাভ করেছে। এই নাট্য কাব্যটির শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে, ভাষা প্রয়োগের সাবলীল নৈপুণ্য, ভাষা ও শব্দের সুপ্রয়োগ ও গতিশীলতা এবং মর্মের মনোচিত্র অনুযায়ী ভাষার সুপ্রয়োগ নাট্যকাব্যটিকে বিশেষ উচ্চতর মর্যাদায় উপনীত করেছে। অনীক মাহমুদের অন্য কাব্যগ্রন্থাবলি বাদ দিলেও এই একটি মাত্র নাট্যকাব্যের শিল্পগুণ ও উচ্চ শিল্পমাত্রার কারণে তিনি প্রশংসিত নন; শুধু বিভিন্ন উচ্চাঙ্গের এমন কি জাতীয় সংস্থা থেকেও পুরস্কৃত হবার যোগ্যতা রাখেন বলে আমি মনে করি।'

-রহমান হাবিব

["অনীক মাহমুদের কবিতায় নন্দন-সৃষ্টি", বাংলাদেশের কবিতা: নন্দনতত্ত্ব ও জীবনার্থসন্ধান, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১১২।]

৫১. 'অনীক মাহমুদ শিল্পসচেতন কবি। তাঁর কবিতা শিল্পসফল এবং নান্দনিক সৌকর্যে পরিপূর্ণ। তাঁর কবিতায় বিষয়োপযোগী ভাষা-শব্দের রূপায়ণ যেমন ঘটেছে, তেমনি ছন্দ সংযোজন এবং অলঙ্কার নির্মাণ যথাযথ হয়েছে। তিনি কাব্যের নামকরণ করেছেন 'প্রেম বড় স্বৈরতন্ত্রী', 'একলব্যের ভবিতব্য', 'আসন্নবিরহ বিষণ্নবিদায়', 'এইসব ভয়াবহ আরতি', 'দীর্ঘদংশন নীলজ্বালা', 'বৃহন্নলা ছিন্ন করো ছদ্মবেশ'- কাব্যের এ নামকরণের মধ্যে শিল্পব্যঞ্জনা রয়েছে। কবিতার নামকরণের ক্ষেত্রেও শৈল্পিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ....ছন্দ নিয়ে তিনি নানা নিরীক্ষা করেছেন এবং প্রতিভার শক্তিমত্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর কবিতায় অলংকার সংযোজন আরোপিত বলে মনে হয় না, তা হয়েছে শিল্পসমন্নতিসম্পন্ন। সামগ্রিক মূল্যায়নে বলা যায় কাব্যের আঙ্গিক নির্মাণে অনীক মাহমুদ শিল্পসত্তার সফল উত্তরণ ঘটিয়েছেন। আধুনিক কবিতার রূপরীতি সম্পর্কে সক্ষম ধারণার প্রস্ফুটন তাঁর কবিতার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। তিনি সচেতনার সাথে কাব্যের আঙ্গিক নির্মাণ করেছেন, যা শিল্পের পরাকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ।'

-আবদুল আলীম

["অনীক মাহমুদের কাব্যের আঙ্গিক বিবর্ধন", বাংলা কাব্যের স্বরূপ ও সিদ্ধি অন্বেষা, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১১৬]

৫২. 'পুঁজিবাদী বিষবাষ্পে কিংবা আগ্রাসনে মূল্যবোধের যে অবক্ষয় এবং সেই অবক্ষয়ে উদ্ভূত সমাজ-সঙ্কটে অনুভূতিপ্রবণ মানুষের যে দীর্ঘশ্বাস কিংবা অশ্রুসিক্ত অব্যক্ত বিবিধ ভাবোচ্ছ্বাস শৈল্পিক বাতাবরণে তা উঠে আসে দীর্ঘ কবিতায়- একটা ভিন্ন ইমেজে, তত্ত্ব এ তথ্যপ্রবাহের সামগ্রিকতায়। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কবি অনীক মাহমুদের কবিতায় এক্ষেত্রে সাফল্যের সুখ জোগায়। অনীক মাহমুদের কবিতার বড় দিক, তা অবরুদ্ধতার মাঝেও অগ্নি-অভীপ্সায় উসকে দেয়, অমাবস্যার রাতেও পথ দেখায়।'

-মাওলা প্রিন্স

["দীর্ঘদংশন নীলজ্বালার কবি অনীক মাহমুদ : প্রসঙ্গ দীর্ঘ কবিতা", কালোত্তরের প্রতিশ্রুতি: প্রসঙ্গ সাহিত্য, চিহ্ন, রাজশাহী ২০০৯, পৃ. ১৪৩।]

৫৩. ক. অদ্ভুত একজন মানুষ। আমার কাছে দেবতুল্য। স্নেহশীল মানুষ তিনি। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পরম নির্ভরতা। খ্যাতিমান শিক্ষক তিনি যতোটা, তার চেয়ে বড় কবি হিসেবে। কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি যা তার তুলনা তিনি নিজেই।

- রকিবুল হাসান

["অনীক মাহমুদ: হৃদয় বৎসল এক গল্প" পথে যেতে যেতে, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১২ পৃ. ৭২।]

খ) 'বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রায় পুরোটা ঘুরে যখন ফিরছি তখন দুপুর গড়িয়ে। স্যার গেটের কাছে বসে থাকা ফকিরদের টাকা দিতে শুরু করলেন। আমরা নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করলাম, স্যার আমাদের কথায় কোনো গুরুত্ব না দিয়ে শুধু বললেন, বাবারে এরা গরিব মানুষ'।

শিক্ষাবিদ অনীক মাহমুদ কিংবা 'প্রেম বড় স্বৈরতন্ত্রী' 'আসন্নবিরহ বিষণ্নবিদায়' 'এইসব ভয়াবহ আরতি' ও 'দীর্ঘদংশন নীলজ্বালা' প্রভৃতি অসাধারণ কাব্যের কবি অনীক মাহমুদ অথবা গবেষক অনীক মাহমুদের বাইরে একজন সাধারণ মানুষ যে অনীক মাহমুদ, তিনি মানুষ হিসেবে অনেক বড় তো বটেই, দেবতুল্য বললেও বেশি বলা হয় না।'

-রকিবুল হাসান

["অনীক মাহমুদ : হৃদয় বৎসল এক গল্প", পথে যেতে যেতে, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭৮-৭৯।]

গ) 'ব্যাগ হাতে নির্বাক দাঁড়িয়ে আমি।
ও জানে আমার স্যার একজনই অনীক মাহমুদ
আমি যতোই বলি আমার তো আরো স্যার আছেন,
নামও বলি;
কিছুতেই সে-সবে বিশ্বাস নেই ওর
... বাবা, তোমার স্যার পড়া ধরেছে?
পেরেছো তো?
কখন আসবা? আসার সময়
তোমার স্যারের বাগান থেকে আমার জন্য
সাদা গোলাপ আনবা কিন্তু ...'

-রকিবুল হাসান

["আমার জন্য গোলাপ এনো", দুঃখময়ী শ্যামবর্ণ রাত, বটমূল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪৩-৪৪।]

৫৪. 'তবে প্রেমের গান, প্রকৃতির গান, সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে কবির লেখা স্বদেশ গৌরবী গানগুলো। সেখানে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা যেমন রয়েছে তেমনি স্বদেশের জন্য নিবেদিত অসংখ্য তরুণ প্রাণের কথা, মাতৃভূমির জন্য তাদের আত্মদানের কথা, একাত্তরের করুণ ভয়াল দিনের কথাও কবির অন্তরের গভীরতা থেকে উৎসারিত হয়ে শব্দের বন্ধনে ধরা দিয়েছে।'

লীলাশ্রী বসু

["মাধবী রাতের গান" সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৪৮৪।]

৫৫. 'গানও তো ভাব ও ভাষাগত বোধেরই শিল্প। আমি বিশ্বাস করি শিল্পগত ভাবধারায় আপ্লুত না হয়ে অনীক মাহমুদ শুধুমাত্র শিল্পী হবার প্রচেষ্টায় গান রচনা করেননি। অন্তত এ কারণে হলেও তাঁর গানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সুনিশ্চিত করতেই হয়।'

- আবদুল্লাহ ইকবাল

["অনীক মাহমুদের গানে কাব্যিকতার রাজ্যসীমা", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৫০৯।]

৫৬. [...] অনীকের গানগুলোতে সুর করতে লাগলে অনায়াসেই সুর চলে আসে। তার কারণ গানগুলোতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সার্থক একটি পূর্ণাঙ্গ গানের দেহের প্রধান অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর বিষয়টি স্মৃতিতে রেখেই সঠিক নিয়মে গান রচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে স্থায়ী, অন্তরা সঞ্চারী, আভোগ ও সমপদী ছন্দ ব্যবহার। চরণের গতিশীলতা সুশৃঙ্খলতার সাথে অর্থবহুল শব্দ দিয়ে অন্ত্যমিল দেয়া হয়েছে। গানের কথাগুলো নান্দনিক ও মননশীল সহজ সরল হওয়ায় ভাবার্থ বোঝা যায় অতি সহজে। ফলে কোন গান কোন রাগে সুর হবে বা কেমন রসে ঐ গানটির সুর হবে তাও অনুমান করা সহজ হয়।

-এম. ফেরদৌস নয়ন

["অনীক মাহমুদের গান", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৫০২।]

৫৭. 'আমার জন্ম ১৯১৭ তোমার ১৯৫৮। একচল্লিশ বছরের ব্যবধান। এই gap তুমি পার হয়ে আমার কাছে আমার চেষ্টা পেয়েছ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "এখন আসিয়াছে নূতন লোক ধরায় নবনব রঙ্গ।" তুমি পেছনের দিকে মুখ ফিরিয়েছ রঙ্গ-সন্ধানে। আমার দিকে এই এক অমূল্য প্রাপ্তি। এবং আমি বাজি ধরে বলতে পারি, আমাকে এমনভাবে আর কেউ কোনদিন পড়বে না। আমি কি লিখেছি, আমার সম্পর্কে অন্যেরা কি লিখেছেন (এই তল্লাসীর মেহনৎ আমি পরিমাপে অক্ষম) এমন নানাবিধ উপাত্তের সংগ্রহশালায় তোমার স্বচ্ছন্দ বিচরণ, মনে রাখার মত।'

-শওকত ওসমান

["অনীক মাহমুদ অভিমুখে", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৫১৪।]

৫৮. 'অনীক মাহমুদের এই সমালোচনা গ্রন্থটি [বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান] সুবিশ্লেষিত এবং সুলিখিত, একজন দক্ষ সমালোচক হিসেবে তিনি শওকত ওসমানকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।'

-আবদুর রহীম খোন্দকার

["প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান," সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৫১৯।]

৫৯. 'যাঁরা একটি ডিগ্রি করেই পড়ালেখা শেষ করেছেন তাঁরা জাতির জন্য আর এক ধরনের হতাশা-মূর্তি। অনীক মাহমুদ এসব দৈব থেকে দূরে। অল্প মধ্যে দুটি অভিসন্দর্ভ রচনার পর সমমানের আর একটি গ্রন্থ 'জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ' রচনা এই ব্যস্ততা এবং বিশ্বাসের কালে সহজসাধ্য নয়। এজন্য আমি লেখককে আশীর্বাদ জানাচ্ছি।'

-মজিরউদ্দীন মিয়া

["অনীক মাহমুদের জসীম উদ্‌দীন চর্চা" সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৫২১।]

৬০. 'রবীন্দ্র-ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করে এর আগে কয়েকজন খেতাবও পেয়েছেন কিন্তু অনীক মাহমুদের মত তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ সেগুলোতে দৃষ্টিগোচর হয় না।'

-গোলাম কবির

["রবীন্দ্র-ছোটগল্পে জীবন ও চরিত্রঅন্বেষা: অনীক মাহমুদ", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৫২৫।]

৬১. "সাহিত্যের এই দুঃসময়ে পাঠক হিসেবে আমরা অনীক মাহমুদের কাছে ঋণী। ঋণী এই কারণে যে, কবিতা আর কবিতার কথা যিনি শোনাতে এসেছেন তিনি শ্রম আর মেধা খরচ করেছেন প্রবন্ধে। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচন এটা প্রমাণ করে তিনি সাহিত্যে কাদের লোক, স্ফূর্তিবাজদের নাকি চিন্তাশীল পাঠকের। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর কবিতার পাঠক। তাঁর নাট্যকাব্য 'নষ্ট জ্যোৎস্নার ক্যারাভান' এর সমতুল্য লেখা এদেশে খুব একটা হয়নি। অবশ্য জাতীয় পর্যায়ে এটি প্রায় অনালোচিত- হায় দুর্ভাগা দেশ!'

-হরিপদ দত্ত

["অনীক মাহমুদের প্রবন্ধের পথে হাঁটা", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৫৩১।]

৬২. [...] 'অনীক মাহমুদ তাঁর জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ গ্রন্থে একজন দক্ষ গবেষকের কর্তব্য যথাযথ পালন করেছেন বলে মনে করি। এ গ্রন্থ পাঠে কেবল ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার বৈতরণী পারাপার নয়, গবেষকগণ চিন্তার খোরাক খুঁজে পাবেন, কাব্যরস পিপাসুগণ রসবস্তুর সন্ধান লাভ করবেন। বাংলা গবেষণা অভিযাত্রার রাজপথে এ গ্রন্থ ঐতিহাসিক দিকচিহ্নরূপে দণ্ডায়মান।'

-অমৃতলাল বালা

["অনীক মাহমুদের প্রথম গবেষণাগ্রন্থ: কালের যাত্রায় ঐতিহাসিক দিকচিহ্ন", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৫৩৬।]

৬৩. 'বাংলাভাষা ও সাহিত্যের কৃতী ছাত্র এবং অধ্যাপক অনীক মাহমুদ' ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর সাহিত্যপ্রীতি ও সংস্কৃতিচর্চার প্রভূত স্বাক্ষর রয়েছে। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির নিবিড় সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা অনীক মাহমুদের জীবন-মানস বাঙালির আদর্শিক বৈশিষ্ট্য বিচ্ছিন্ন নয় বরং ঐতিহ্যিক ও প্রবহমান সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত, লালিত ও বর্ধিত। যাঁরা তাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাননি; তাঁরা উপর্যুক্ত মন্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে অবগত হবেন তাঁর রচিত 'চিরায়ত বাংলা: ভাষা সংস্কৃতি রাজনীতি সাহিত্য' ও 'সাহিত্য-সংস্কৃতির রূপ-রূপান্তর' গ্রন্থদ্বয় পাঠান্তে।'

-মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন

["অনীক মাহমুদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি-ভাবনা", সাহিত্যপন্থা, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৮৮।]

৬৪. 'দীর্ঘ সময় বাংলা সাহিত্য-গবেষণা ও সৃজনীসাহিত্য চর্চায় যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন অনীক মাহমুদ। [...] গবেষণা

ও সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহের জগৎ প্রধানত কথাসাহিত্য হলেও সৃষ্টিশীল অনীক মাহমুদের আকর্ষণ কবিতা রচনায়। তবে তাঁর গবেষণা-প্রাবন্ধিক সত্তা ও সৃষ্টিশীল সত্তার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, বরং রয়েছে এই দুই সত্তার মধ্যে গভীরতর ঐক্য; এই ঐক্যের মর্মার্থ নিহিত আছে বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও বাঙালির প্রতি অকৃত্রিম ও আন্তরিক ভালবাসায়। তাই শিক্ষক-গবেষক ও সৃষ্টিশীল অনীক মাহমুদ আসলে একই সত্তার দুই ভিন্নমুখী উৎসারণ।'

-অনিরুদ্ধ কাহালি

["অনীক মাহমুদের বাংলা উপন্যাসে চিত্রবৈভব: ফিরে দেখা প্রসঙ্গে", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৫৫৭।]

৬৫. 'আশির দশকের শেষে আমরা তাঁর শিক্ষকতা জীবনের প্রথম দিককার ছাত্র ছিলাম। তাঁর মেধা, যোগ্যতা, সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব এবং পরিমার্জিত ভাবমূর্তির আলোকে তিনি ছিলেন আমাদের তরুণ মনের স্বাপ্নিক প্রেরণা। তাঁর কোন অভিমত আমাদের কাছে স্বর্গদূতের ... বাণীর মত মনে হতো। তাঁর সেই মিনার উন্নত ফলাফল, দীপ্র তারুণ্য, অগাধ পাণ্ডিত্য, সদা স্নিগ্ধ প্রতিভাদীপ্ত মুখশ্রী আমাদের নব যৌবন উদ্দীপ্ত ভাবনার আকাশে একেবারে বিদ্যুতের চমক লাগিয়ে দিয়েছিলো। আজও সেই আলোয় পথ চলি, পশ্চাতে চেয়ে দেখি বজ্রপাতে গুড়িয়ে গেছে আমাদের ঔদ্ধত্য, মূঢ়তা, অহম ও আলস্য।'

-আকতারুজ্জামান শেখ

["সুদূর পিয়াসী পান্থপুরুষ : পরিপ্রেক্ষিত চিরায়ত বাংলা: ভাষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি-সাহিত্য", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৫৬৮।]

৬৬. 'অনীক মাহমুদের নান্দনিক মনোবিশ্ব এমন আদলে গড়া যে, সাহিত্য শিল্পকলার বিভিন্ন প্রয়াস জীবনের আদিগন্ত অর্থশূন্যতা ও নিরর্থ উদ্যমের বিপরীতে অর্থময় জীবন, তাৎপর্যময় শব্দ-উৎপ্রেক্ষা নির্মাণে তিনি সতত সঞ্চরণশীল। তিনি অনবরত অন্বেষণ করে চলেছেন, নান্দনিক বোধের উদ্বোধন ঘটিয়ে চলেছেন এবং তিনি অফুরন্তভাবে সৃষ্টিশীল। সাম্যবাদী কাব্য বিচারের ক্ষেত্রেও তাঁর অন্বেষণ অনুসন্ধান পথিকৃৎ এর মতো।'

-আহমেদ মাওলা

["অনীক মাহমুদ: তাঁর সাম্যবাদী কাব্যবিচার", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৫৬৫।]

৬৭. 'গবেষক অনীক মাহমুদ 'আধুনিক সাহিত্য: পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিকৃতি' গ্রন্থে যে সব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন তা সাহিত্যামোদী পাঠকের কাছে বিশেষ মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। গবেষকের এই শ্রমনিষ্ঠা প্রকৃত অর্থেই ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।'

-মতিন রায়হান

["আধুনিক সাহিত্য: পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিকৃতির অনুষঙ্গে", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৫৯৭।]

৬৮. 'সুবিপুল অধ্যয়ন, বৈচিত্র্য, শ্রমশীলতা, তথ্যনিষ্ঠতা আর মননের নিদর্শন অবিরল হয়ে আছে তার গদ্যে পদ্যে, বর্ণে-শব্দে গড়ে তোলা তাঁর ভাষিক নির্মিতিতে। বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধ আর বিশ্লেষণ সামর্থ্য তাঁর গদ্যকে করে তুলেছে অনন্যস্বাদী। তাঁর গদ্যেধৃত মননশীলতার স্বরূপ সহজ ও প্রাঞ্জল কিন্তু তরল নয় কোনো অর্থেই।'

-মোহা: সাইদুর রহমান

["অনীক মাহমুদের গদ্যরীতি", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৬১৫।]

৬৯. 'বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালের কৃতী ছাত্র বর্তমানে বিজ্ঞ অধ্যাপক অনীক মাহমুদ। সাহিত্যের একাধিক শাখার সাথে তার প্রজ্ঞাময় ও নিগূঢ় সম্পৃক্তি তাঁকে ইতোমধ্যেই স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করেছে। তিনি একাধারে একজন কবি, ছড়াকার, গবেষক, প্রাবন্ধিক, গীতিকার, জীবনীকার এবং সম্পাদক। একজন সম্পাদক হিসেবেও তিনি স্বাতন্ত্রিক মাত্রা সংযোজনে সমর্থ হয়েছেন। এ পর্যন্ত তাঁর চারটি সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেকটি সম্পাদনা গ্রন্থের উপস্থাপন কৌশলের প্রাতিস্বিকতা, বিষয় বিন্যাসের অভিনবত্ব ও অঙ্গ সৌষ্ঠবের সৌন্দর্য পাঠককে নিয়ে যায় তা শুভ্রোজ্জ্বল আনন্দলোকে।'

- খন্দকার মো. ফেরদৌস আলম

["অনীক মাহমুদের সম্পাদনা", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৬১৯।]

৭০. 'গাজীমামার গল্পসল্প এবং গাজীমামার বৈঠকি গল্প গ্রন্থ দু'টিতে লেখক অনীক মাহমুদ বৈশালী ও গাজীমামা টাইপের মাধ্যমে বাংলা কিশোরসাহিত্যে এমনকি লোককথার জগতেও একটি নতুন ধারা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশের এমন কোনো গ্রামীণ মানুষ পাওয়া যাবে না এ দু'টি গ্রন্থের গল্পে বর্ণিত ঘটনা বা কাহিনীর সঙ্গে কমবেশি পরিচিত নন। লেখক গল্পগুলো বর্ণনায় যে ফর্ম ব্যবহার করেছেন সেটা ছাড়া অন্য কোনো ফর্ম ব্যবহার করলে গল্পের আবেদন সঠিকভাবে প্রকাশ পেতো না বলেই মনে হয়। দৈশ্যিক চেতনা থেকে যখন আমরা নতুন প্রজন্মকে বিশ্বায়নের নামে মহাকাশের মহাবলয়ে ছেড়ে দিয়েছি, ঠিক সে সময় অনীক মাহমুদ দৈশ্যিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে আমাদের সম্বিৎ ফিরিয়েছেন।'

-বেলাল হোসেন

["অনীক মাহমুদের কিশোর গল্প", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৬৪৩।]

৭১. 'তাঁর [অনীক মাহমুদ] শিশুতোষ গ্রন্থগুলোর জন্য তিনি বেঁচে থাকবেন এবং খুব সহজেই হবেন দেশোত্তীর্ণ, কালোত্তীর্ণ মাত্র তিনটি শিশুতোষ গ্রন্থেই সে ইঙ্গিত স্পষ্ট প্রজ্জ্বলিত। শঙ্কার ঘোর অমানিশায় তাঁর শিশুসাহিত্য এক বিশ্বস্ত আশাদীপ, পাঠান্তে সে কথা বলা যায় আস্থার সাথে।'

-রহমান রাজু

["অনীক মাহমুদের শিশুসাহিত্য: শঙ্কার বিরুদ্ধ উচ্চারণ", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৬৫১।]

৭২. 'শিশু সাহিত্যিক অনীক মাহমুদকে চেনার জন্য কেবল ছড়ার রাজ্যে পরিভ্রমণই যথেষ্ট নয়। তবু আমরা সেই ব্যর্থ চেষ্টাই করেছি। তাঁর কিশোর গল্পের মধ্যে রয়েছে তাঁর শিশুতোষ সারল্যে ভরা অনুপম গল্পসম্ভার। ছড়া এবং গল্প মিলিয়েই শিশুসাহিত্যে তাঁর অবদান।'

-তপন বাগচী

["অনীক মাহমুদের শিশুসাহিত্য: পরিণত মেধার স্বাভাবিক প্রকাশ", সুবর্ণসমিধ: অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৬৬৩।]

৭৩. কবিতায় বস্তুর ভাবনিরীক্ষণ ও বিষয়ের বিনির্মাণ অনীক মাহমুদের আত্মবিশ্লেষণের পথকে সুদৃঢ় করেছে। কবিতার জগৎ থেকে মানব বিহারের এক ঐশ্বর্যসাধনা প্রতিনিয়ত তাঁকে আখ্যান ও প্রতি-আখ্যানে শুদ্ধচারিতার দিকে ধাবিত করেছে। অর্জিত হয়েছে জ্ঞানের সাথে দীক্ষা ও যুক্তির মহাসোপান। ক্ষুদ্র পরিসর ভেদ করে প্রতিনিয়ত অগ্রসরমান হচ্ছে বৃহৎ বিশ্বের অন্তর্লীন মহাজাগতিক সত্যানুসন্ধানে। একজন বড় মাপের কবির যেন এ এক চিরন্তর মহাযাত্রা। এ যাত্রা সুদূর প্রবাহমান ও পরাহত।

- ড. মোঃ আবদুল মজিদ

["অনীক মাহমুদের কবিতা: আখ্যানের কথকতা ও চিত্রকল্পের ব্যবহার", আইবিএস জার্নাল, সংখ্যা ২০, ১৪১৯, পৃ. ৭৬-৭৭।]

৭৪. অনীক মাহমুদের কবিতায় বাংলাদেশ সর্বসংস্কৃতির একটি সুসংহত রূপ লাভ করে। এ সংস্কৃতি আমাদের বোধ, বিশ্বাস ও পুরাণের আরক্তিম এক সমন্বয়ধর্মী প্রয়াস ও প্রকরণ। বহুমিশ্রণে, নদীমাতৃকতা ও জলবায়ুর কারণে বাংলাদেশের সমাজমন এমনিতেই উর্বর; তার উপর বহু উর্বর সংস্কৃতির আগমন ও বহুবিধ পুরাণের বিচিত্র ঐশ্বর্য এখানকার জীবন ও প্রকৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। তাই অহিংসা ও মানবপ্রেমের আকর হিসেবে এই ভৌগোলিক অঞ্চল একটি সাংগাঠনিক রূপ লাভ করেছে। যা বিশ্বসমাজে আজ অনুসরণীয় অনুকরণীয়। তাই দেশ, সমাজ ও কালের আবহমান ধারায় বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও পুরাণের সাত্ত্বিক ব্যবহারে কবি অনীক মাহমুদ বাংলাদেশ ও বাঙালিসত্তার এক মহাজাগরণ-ধারক। স্বাধীন বাংলাদেশের নববাতাসে অনীক মাহমুদ সত্তর ও আশির দশকেই এর নির্যাসের রূপ ও রীতির তাত্ত্বিকতা অনুভব করেছিলেন। কাজেই তাঁর কবিতা মায়াবী হয়ে যাদুর স্পর্শে অতুলনীয় স্নিগ্ধতায় বিশ্বলোকের ঘ্রাণে ও প্রাণে অনিবার্য হয়ে ওঠে।

-ড. মোঃ আবুল মজিদ

["অনীক মাহমুদের কবিতার পরিপ্রেক্ষিত : বাঙালি, বাংলাদেশ ও বিশ্বলোক", বাংলা গবেষণা পত্রিকা, ৭ম সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, অক্টোবর ২০১৪, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, পৃ. ২৯৬।]

৭৫. কবি অনীক মাহমুদ বাংলাদেশের কবিতার ধারায় স্বতন্ত্র সুরস্রষ্টা, নতুন আঙ্গিকে নতুন ফর্মে পুরনো বিষয়কে ঢেলে সাজানোর প্রবক্তা। আমাদের চিরচেনা বিষয়, ইতিহাসের অতি পরিচিত ঘটনাও তাঁর হাতে নতুন কাব্যকলায় উপনীত হয়েছে।

কাজেই অনীক মাহমুদের কবিতা একদিন বাংলা কবিতার জগতে মাইলফলক হয়ে উঠবে এবং বাংলাদেশের কাব্যকলা বিচারের আদর্শিক মানদণ্ডে পরিণত হবে। আমরা আশা করি কবি অনীক মাহমুদ তাঁর কুশলী হাতের ছোঁয়ায় বাংলাদেশের কবিতাকে বিশ্বসাহিত্যের অন্যান্য ভাষার কবিতার সমকক্ষে দাঁড় করাতে সক্ষম হবেন।

-ড. রুবেল আনছার

['অনীক মাহমুদ : কবিসত্তা ও কাব্যকলা', সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৩১]

৭৬. সমকালীন বাংলা কবিতার পালে যাঁরা হাওয়া লাগিয়েছেন এবং হাওয়া লাগিয়ে যাচ্ছেন অনীক মাহমুদ তাঁদেরই একজন। সত্তর দশকের অন্যতম প্রধান কবি, বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি অনীক মাহমুদের প্রকাশিত বিভিন্ন কাব্য, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা পাঠ করে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, অনীক মাহমুদের কবিতার শিকড় অনেক গভীরে। স্বপ্ন ও সৌন্দর্য চেতনায় বয়ে এনেছেন এই কবি পরম সৌগন্ধ্য। কল্পনা তাঁর কবিতার আশ্চর্য এক চন্দন। মায়াবী সুন্দর স্বপ্নময় এক হৃদয়বিশ্ব অনীক মাহমুদকে অখণ্ড সত্তায় করেছে স্বপ্নব্যাকুল।

-গাউসুর রহমান

["অনীক মাহমুদের কবিতাযাপনের সূত্র", গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ৭।]

৭৭. বাংলাদেশের সৃজনশীল সাহিত্যে অনীক মাহমুদ (১৯৫৮) এক গুরুত্বপূর্ণ নাম। মধ্যসত্তর থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চায় সক্রিয়। প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক জ্ঞানচর্চার সমান্তরালে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে তাঁর নিজস্ব একটি জগৎ রয়েছে। উত্তর বাংলার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। সুনাম ও খ্যাতির সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন তিনি। মূলত কবি হলেও ছোটগল্প, নাট্যকাব্য, প্রবন্ধ, ছড়া ও শিশুকিশোর সাহিত্যেও তিনি সমানভাবে উজ্জ্বল। বাংলাদেশ বেতারের প্রথম শ্রেণির গীতিকার তিনি।

-ড. চঞ্চল কুমার বোস

["অনীক মাহমুদের ছোটদের গল্পসংগ্রহ-১: কুসুমিত জীবনের কথা", রিভিউ, খুলনা, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১৪৮।]

৭৮. প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী অনীক মাহমুদ সাহিত্যের যে শাখাতেই হাত দিয়েছেন সে শাখাতেই পৌঁছে গেছেন সাফল্যের স্বর্ণশিখরে। কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-নাট্যকাব্য সবখানেই সিদ্ধহস্ত। প্রগতিশীল চেতনায় বিশ্বাসী প্রজ্ঞাবান লেখক অনীক মাহমুদ তাঁর চতুর্দিকে যা কিছু অবলোকন করেছেন- আত্মোপলব্ধিতে এনেছেন তাকে শৈল্পিক সৌকর্য্যমণ্ডিত করে স্থান দিয়েছেন কলমের কালির আঁচড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় লেখকের এ পর্যায়ের গ্রন্থ 'ছোটদের গল্পসংগ্রহ ৩'। কাহিনীর প্লট নির্ধারণ, চরিত্রের গঠনশৈলি, ভাষার সাবলীলতা ও ভাবের মাধুর্য্যতা প্রতিটি গল্পকে

করেছে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। লেখক গল্পের মধ্যে দিয়ে কখনো উপদেশ দিয়েছেন, কখনো নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছেন, কখনোবা আবার অনুপ্রেরণার রসদ যুগিয়েছেন। বিচিত্র, রাজ্যে বিচরণ প্রতিটি মনের স্বভাবজাত আচরণ। মন তাই প্রজাপতির পাখনা মেলে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ইন্ডিয়া কোথাও ঘুরে বেড়াতে দ্বিধান্বিত হয় না। দেশবিদেশের নানা প্রসিদ্ধ স্থান-কাল-ঘটনা ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে উপস্থাপন করেছেন শিশুদের মননে ও মনোরঞ্জনে। তাই অনীক মাহমুদের গল্পগুলো সাহিত্যরস আস্বাদনের পাশাপাশি বিশেষ বার্তাবহন করে যা শিশু মনকে প্রভাবিত করবে বলেই বিশ্বাস করি। লেখক অনবদ্য নৈপুণ্যের মাধ্যমে লেখনীর ধারাকে চালিয়ে যাবেন নিরন্তর– এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করি।

-ড. নূরে এলিস

["অনীক মাহমুদের ছোটদের গল্পসংগ্রহ ৩ : বিচিত্রতায় অবগাহন", রিভিউ, খুলনা, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১৬৬-১৬৭]

৭৯. 'He is a poet who has someting to offer to the readers of various levels of understading. His peotry is the 'Voice of modern age'; for his poetry presents the joys and sorrows, doubts and faiths, frustrution and desolation of the modern time. He carefully and powerfully reflects the emotions, ideals and thoughts of a land that surrounds him. As a critic, Anik Mahmud has also gained popularity. His criticism enriches and colours Bengali Literature.'

- Anton Habib

"Anik Mahmud: A poet and a Critic," SubarnaSamidh : Anik Mahmud Panchashat Joyanti Sangbordhana Grantha, Rajshahi, 2008, p. 683.

অনীক মাহমুদ একান্তভাবেই কর্মবিশ্বাসী একজন সাহিত্যশিল্পী। নিবিষ্ট চিত্তে বিচিত্র উপচারে নিরলসভাবে সাহিত্যের সৃজন, প্রকাশন প্রক্রিয়ায় তিনি ব্যাপৃত। তাঁর লেখালেখি নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের পত্র-পত্রিকা সদর্থক অভিমত জ্ঞাপন করেছে। আমরা লেখকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করি। তাঁর পঞ্চাশোর্ধ্ব জীবনকালের অর্জন যে একজন কর্মশীল, ত্যাগী ও পরিশ্রমী মানুষের আত্মারই যুগপৎ বিনির্মাণ তা আমরা অসন্দিগ্ধচিত্তে স্বীকার করতে পারি।

অনীক মাহমুদ প্রসঙ্গ

১। শহীদ ইকবাল, "অনীক মাহমুদ : অতিদুর্গম সৃষ্টি শিখরে অসীমকালের মহাকন্দরের কবি", অমিত্রাক্ষর (সত্তর দশক সংখ্যা), ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ১০৪-১২২।

২। বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান, পরিবর্তিত সংখ্যা, ২০০৮, পৃ. ৩-৪।

৩। *সুবর্ণসমিধ* অনীক মাহমুদ পঞ্চাশৎ জয়ন্তী সংবর্ধনগ্রন্থ, ড. শহীদ ইকবাল (সম্পাদিত), রাজশাহী, ২০০৮ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬২।

৪। *রুদ্র* অনীক মাহমুদ ৫০ বছর পূর্তি বিশেষ সংখ্যা, এম. আবদুল আলীম (সম্পাদিত), রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ৮+ ৪৫৬।

৫। এম. আবদুল আলীম, "অনীক মাহমুদের কাব্যের আঙ্গিকবিবর্ধন," *বাংলা কাব্যের স্বরূপ ও সিদ্ধি-অন্বেষা*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৯৫-১১৬।

৬। মাওলা প্রিন্স, "দীর্ঘ দংশন নীলজ্বালার কবি অনীক মাহমুদ : প্রসঙ্গ দীর্ঘকবিতা", *কালোত্তরের প্রতিশ্রুতি : প্রসঙ্গ সাহিত্য*, চিহ্ন, রাজশাহী, ২০০৯, পৃ. ১৩৭-১৪৩।

৭। মহীবুল আজিজ, "কবি অনীক মাহমুদ", *সাহিত্য ইলিয়াস ও অন্যান্য নক্ষত্র*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৭১-৭৬।

৮। মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, "অনীক মাহমুদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিভাবনা", *সাহিত্য পন্থা*, রোদেলা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১১৮-১৯০।

৯। মালেক মেহমুদ, বাল্যবন্ধু অনীক মাহমুদ, *ছড়ানো ছিটানো গদ্যকথা*, নদীপ্রকাশ, রাজশাহী, ২০১০ পৃ. ১৫-২০।

১০। স্বরোচিষ সরকার, "অনীক মাহমুদের কাব্যচর্চা", *ভাবনা নিয়ে ভাবনা*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২০৮-২১১।

১১। রহমান হাবিব, "অনীক মাহমুদের কবিতার নন্দনসৃষ্টি", *বাংলাদেশের কবিতা : নন্দনতত্ত্ব ও জীবনার্থসন্ধান*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১১২-১৬০।

১২। রকিবুল হাসান "অনীক মাহমুদ : হৃদয়বৎসল এক গল্প", *পথে যেতে যেতে*, এ্যাডর্ন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭১-৭৯।

১৩। মাহবুবুল আলম, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২২৮ ও ৭৫৩।

১৪। শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস*, (১৯৪৭-২০০০), আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭৮ ও ৪৭৯।

১৫। বিলু কবীর, "অনীকশ্রীকাতরতা", *বিবিধ গদ্য*, হাতে খড়ি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৫৪-১৫৮।

১৬। স্বাগতম, ঢাকা, ২২ বর্ষ ২১ সংখ্যা (রুহুল আমিন বাবুল সম্পাদিত) নির্বাচিত নিরীক্ষণে অনীক মাহমুদ (বিশেষ ক্রোড়পত্র), ঢাকা, মার্চ ২০১৩, পৃ. ১৯-৩৯।

১৭। ড. মো. আব্দুল মজিদ, "অনীক মাহমুদের কবিতা: আখ্যানের কথকতা ও চিত্রকল্পের ব্যবহার", আইবিএস জার্নাল, ১৪১৯:২০, রা.বি., পৃ. ৭৩-৮৬।

১৮। ঐ, "অনীক মাহমুদের কবিতার পরিপ্রেক্ষিত: বাঙালি বাংলাদেশ ও বিশ্বলোক", বাংলা গবেষণা পত্রিকা, অক্টোবর, ২০১৪, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২৮৯-৩০০।

১৯। তামিজ উদ্দীন, "অনীক মাহমুদের কাব্যে সমাজ-রাজনীতি", *কাব্য বীক্ষণ*, জ্যোতিপ্রকাশন, বাংলাদেশ, ২০১৪, পৃ. ১৩৪-১৪৪।

২০। রিভিউ (রুবেল আনছার সম্পাদিত), ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, খুলনা, সেপ্টেম্বর, ২০১৬, "ক্রোড়পত্র: কবি অনীক মাহমুদ-রচনাসংগ্রহ", পৃ. ৯৫-১৯৭।

২১। রুদ্র, ষষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই ২০১৫, "অনীক মাহমুদের সাম্প্রতিক লেখালেখি", পৃ. ১০৪-২১৩।

২২। তানিয়া তহমিনা সরকার, "অনীক মাহমুদের নাট্যকবিতা" নিরীক্ষা সূত্র ও চারিত্র বিচার", সাহিত্য গবেষণাপত্র, বাংলা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর, ২০১৪, পৃ. ২৪৪-২৬১।

২৩। "কবি অনীক মাহমুদের সাক্ষাৎকার", মুশফিকুর রহমান, উত্তরযুগ, দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, রংপুর, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ১২৬-১৩৬।

২৪। গোলাম কবির, "কবিকুঞ্জের স্বাতন্ত্র্যচারী যুগল কবি", রবীন্দ্র জার্নাল, বর্ষা সংখ্যা, জুলাই ২০১৪, পৃ. ১১-১৬।

২৫। রুহুল আমিন বাবুল, "অনীক মাহমুদের শিশুসাহিত্য চর্চা", শিশুসাহিত্য, রাশেদ রউফ (সম্পাদিত), চট্টগ্রাম, সংখ্যা ৮, নভেম্বর, ২০১৬, পৃ. ৭১-৮০।

২৬। লায়েক আলি খান, "অনীক মাহমুদের কবিতালোকে", অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০১৫, পৃ. ১৭১-১৭৮।

২৭। রুহুল আমিন বাবুল, *বাংলা শিশুসাহিত্য*, ছায়াবীথি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ১৩০-১৪১।

২৮। ড. রুবেল আনছার, *অনীক মাহমুদ : কবিসত্তা ও কাব্যকলা*, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৭৬।

২৯। গাউসুর রহমান, *অনীক মাহমুদের কবিতাযাপনের সূত্র*, গ্রন্থকুটির, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪৬৪।